

সূরা ৩ : আলে ইমরান, মাদানী

(আয়াত : ২০০, রুকু' : ২০)

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ

(آيَاتُهَا : ٢٠٠. رُكُوعَاتُهَا : ٢٠)

এ সূরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর প্রাথমিক তিরাশিটি আয়াত নাজরানের খৃষ্টানদের দূত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যে দূত হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ‘মুবাহালা’র আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার ফাযীলাত সম্বন্ধে যে হাদীসসমূহ এসেছে ঐগুলি সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আলিফ, লাম, মীম।	١. اَلَمْ
২। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরজীব ও নিত্য বিরাজমান।	٢. اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ
৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রহণ অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। এবং এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন -	٣. نَزَّلَ عَلَيْكَ اَلْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ اَتْوْرٰتَهٗ وَاِلٰنَجِيلٍ
৪। মানবমন্ডলীর জন্য সৎপথ প্রদর্শনের জন্য এবং তিনিই ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে নিশ্চয়ই	٤. مِنْ قَبْلُ هٰدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ اَلْفُرْقَانَ ۝ اِنَّ اَٰلِذِيْنَ

তাদের জন্য কঠোর শাস্তি
রয়েছে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত,
প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
الْإِنْتِقَامِ

ইতোপূর্বেই আয়াতুল কুরসীর **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** তাফসীরের বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, ইস্ম-ই আযম এ আয়াতে রয়েছে। **الْم** এর তাফসীর সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে লিখা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা‘আলা তোমার উপর সত্যের সঙ্গে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। বরং নিশ্চয়ই ওটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, যা তিনি স্বীয় জ্ঞানের সাথে অবতীর্ণ করেছেন। মালাইকা এর উপর সাক্ষী রয়েছেন এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। **كُورْআন মাজীদ** তার পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ কিতাবগুলি এ কুরআনুল হাকীমের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ। কেননা ঐগুলির মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার যে সংবাদ ছিল তা সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনিই মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) উপর তাওরাত এবং ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। এ দু’টিও সে যুগীয় লোকদের জন্য পথ-প্রদর্শক ছিল।

তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যা সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী। ওর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীলগুলি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এখানে ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন। যদিও এটা **فُرْقَان** কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের বর্ণনা হয়েছে বলে এখানে **مُصَدِّرٌ** বলেছেন। আল্লাহ তা‘আলা

মহাপরাক্রমশালী ও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। যারা মহাসম্মানিত নাবী ও রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণভাবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

<p>৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই।</p>	<p>৫. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۚ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ</p>
<p>৬। তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রান্তশালী, বিজ্ঞানময়।</p>	<p>৬. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর নিকট লুকায়িত নেই, বরং সব কিছুই তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন :

আল্লাহ তা‘আলা هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের জরায়ুর মধ্যে আকৃতি বিশিষ্ট করেছেন। তিনি যেভাবেই আকৃতি গঠনের ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। একমাত্র তিনিই যখন তোমাদের আকৃতি গঠন করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা একমাত্র তাঁর ইবাদাত ছাড়া অন্যের ইবাদাত করবে কেন? তিনি নিঃশেষহীন সম্মান ও ধ্বংসহীন জ্ঞানের অধিকারী।’ এতে ইঙ্গিত রয়েছে, এমন কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, ঈসাও (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্ট এবং তাঁরই পদপ্রান্তে মস্তক অবনতকারী। সমস্ত মানুষের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ। তাঁর আকৃতিও আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মায়ের জরায়ুর মধ্যে গঠন করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে আল্লাহ হয়ে গেলেন, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানরা মনে করে নিয়েছে? অথচ তিনিইতো তোমাদেরকে তোমাদের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে থাকেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

تَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬)

৭। তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে - ওগুলি গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারা ই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত ওর অর্থ কেহই অবগত নয়, আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে : আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করেনা।

۷. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسَخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

৮। হে আমাদের রাক্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেননা এবং আমাদেরকে

۸. رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ

আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী।	رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
৯। হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী, ঐ দিনে মোটেই সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নন।	۹. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

কুরআনের মুতাশাবিহাত ও মুহকামাত আয়াত

এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদেবর মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে যেগুলির বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সরল ও সহজ। প্রত্যেকেই ওগুলির ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারে। আবার কতগুলি আয়াত এরূপও রয়েছে যেগুলির ভাবার্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয়না। এখন যারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলিকে প্রথম প্রকারের আয়াতসমূহের দিকে ফিরিয়ে থাকে, অর্থাৎ যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের স্পষ্টতা যে আয়াতের মধ্যে প্রাপ্ত হয় তাই গ্রহণ করে থাকে, তারাই সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যারা স্পষ্ট আয়াতগুলিকে ছেড়ে এমন আয়াতগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করে যেগুলি তাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং ওগুলির মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়ে, তারা ওরাই যারা মুখের ভরে পতিত হয়েছে।

اُمُّ الْكِتَابِ অর্থাৎ মূল ও ভিত্তি। ঐগুলি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের পরিষ্কার ও স্পষ্ট আয়াতসমূহ। ‘তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়োনা, বরং স্পষ্ট আয়াতসমূহের প্রতিই আমল কর, ঐগুলিকেই মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ কর।’ ‘কতগুলি আয়াত এমনও রয়েছে যে, ঐগুলির একটি অর্থ তো স্পষ্ট আয়াতসমূহের মতই। কিন্তু ঐ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়না।’ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مُحْكَمَاتٌ হচ্ছে রহিতকারী আয়াতগুলি, যেগুলির মধ্যে হালাল, হারাম, আদেশ,

নিষেধ এবং আমলসমূহের বর্ণনা থাকে। مُتَشَابِهَاتٌ ঐ আয়াতগুলিকে বলা হয় যেগুলি রহিত হয়ে গেছে। যেগুলি পূর্বের ও পরের, যেগুলির মধ্যে রয়েছে দৃষ্টান্ত-

সমূহ এবং যেগুলি দ্বারা শপথ করা হয়েছে, ঐগুলির উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমল করার জন্য ঐগুলি আহকাম নয়। ইবন আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই। ঐগুলির মধ্যে বান্দাদের রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিবাদ ও বাতিলের মীমাংসা রয়েছে। ঐগুলির প্রকৃত ভাবার্থ কেহ পরিবর্তন করতে পারেনা। **مُتَّابَةً** আয়াতগুলির সত্যতার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। ঐ আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। ঐ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন, যেমন পরীক্ষা করে থাকেন হালাল ও হারাম দ্বারা। আয়াতগুলিকে সত্য হতে ফিরিয়ে দিয়ে অসত্যের দিকে মোটেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, অর্থাৎ যারা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রান্তির পথে গমন করে তারাই এ অস্পষ্ট আয়াতগুলির মাধ্যমে স্বীয় জঘন্য উদ্দেশ্যাবলী পূরা করতে চায় এবং শাদিক অনৈক্য হতে অবৈধ উপকার গ্রহণ করে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। স্পষ্ট আয়াতসমূহ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পূরা হয়না। কেননা ঐগুলির শব্দসমূহ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং একেবারে খোলাখুলি। তারা ঐগুলি সরাসরিও পারেনা এবং ওগুলির মধ্যে নিজেদের অনুকূলে কোন দলীলও প্রাপ্ত হয়না। এ জন্যই ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অশান্তি সৃষ্টি, যেন তারা স্বীয় অধীনস্থ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তারা নিজেদের বিদ'আতের দলীল কুরআনুম মাজীদ থেকেই নিতে চায়, অথচ কুরআন মাজীদতো বিদ'আতকে খণ্ডন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের **رُوحُ اللَّهِ** শব্দকে দলীল রূপে গ্রহণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ অস্পষ্ট আয়াতটিকে গ্রহণ করে নিম্নলিখিত স্পষ্ট আয়াতগুলিকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেন :

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

সে তো (ঈসা (আঃ)) ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৯) অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫৯) এ প্রকারের আরও বহু স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। কিন্তু এ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অভিশপ্ত খৃষ্টানরা অস্পষ্ট আয়াত দ্বারা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলার পুত্র হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ তিনি আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্ট, তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর বলা হচ্ছে, ‘অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছনে লেগে থাকার তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ পরিবর্তন করা এবং ঐগুলিকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন :

‘যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলি নিয়ে ঝগড়া করে তখন তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর। (আহমাদ ৬/৪৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের (৩ : ৭) তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থের ‘কাদর’ অংশে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদও (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর তিনি বললেন : তুমি যখন ঐ লোকদের দেখবে যে, কুরআনে যে ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি তা অনুসরণ করছে তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তাদের ব্যাপারেই বলেছেন, ‘তাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫৭, মুসলিম ৪/২০৫৩, আবু দাউদ ৫/৬)

মুতাশাবিহাত আয়াতের মর্ম একমাত্র আল্লাহই জানেন

অতঃপর বলা হচ্ছে, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন’। اللَّهُ শব্দের উপর বিরতি আছে কি নেই, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘চার প্রকারের তাফসীর রয়েছে। (১) প্রথম হচ্ছে ঐ তাফসীর যা সবাই বুঝতে পারে। (২) দ্বিতীয় ঐ তাফসীর যা আরাববাসী নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে। (৩) তৃতীয় ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র বড় বড় পণ্ডিতগণই বুঝে থাকেন। (৪) চতুর্থ ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র

আল্লাহই জানেন, অন্য কেহ জানেনা। (তাবারী ১/৭৫) এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। আয়িশা (রাঃ) প্রমুখেরও এটাই উক্তি।

ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন : ‘জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি একজন।’ (তাবারী ৬/২০৩) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) জন্য প্রার্থনা করেছিলেন :

‘হে আল্লাহ! তাকে আপনি ধর্মের বোধ এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।’ (ফাতহুল বারী ১/২০৫) কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, **تَأْوِيلٌ** শব্দটি কুরআন মাজীদে মध्ये দু’টি অর্থে এসেছে। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের মূল তত্ত্ব ও যথার্থতা। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে :

وَقَالَ يَتَابِتْ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ

হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০০) অন্য জায়গায় রয়েছে :

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ

তারা কি এই অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হোক? (সূরা আ’রাফ, ৭ : ৫৩) সুতরাং এ দু’ জায়গায় **تَأْوِيل** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূল তত্ত্ব বা যথার্থতা। যদি এ পবিত্র আয়াতের **تَأْوِيل** শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তাহলে **إِلَّا اللَّهُ** শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা যরুরী। কেননা কোন কাজের মূল তত্ত্ব ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানেনা। **رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ** উদ্দেশ্য হবে এবং **يَقُولُونَ آمَنَّا** বিধেয় হবে আর এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হবে।

تَأْوِيل শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং একটি জিনিস দ্বারা অন্য জিনিসের ব্যাখ্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে, **نَبَأْنَا بِتَأْوِيلِهِ** অর্থাৎ, ‘আমাদেরকে **تَأْوِيل** বা ব্যাখ্যা বলুন। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৬) যদি উপরোক্ত আয়াতে **تَأْوِيل** শব্দের এ অর্থ নেয়া হয় তাহলে **فِي الْعِلْمِ** শব্দের উপর ওয়াক্ফ

করা উচিত। কেননা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন ও বুঝেন। আর সম্বোধনও তাদেরকেই করা হয়েছে, যদিও মূল তত্ত্বের জ্ঞান তাদের নেই। এরূপ হলে **مَعْطُوفٌ** শব্দটি **حَال** হবে। আবার **عَلَيْهِ** ছাড়াই **مَعْطُوفٌ** হতে পারে, যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ
جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তো দয়ালু, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯ : ৮-১০)। অন্য স্থানে রয়েছে :

وَجَاءَ رِبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে। (সূরা ফাজর, ৮৯ : ২২)। অর্থাৎ তোমার রাব্ব যখন উপস্থিত হবেন তখন মালাইকা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ সংবাদ প্রদান ‘আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি’ এর অর্থ এই যে, তারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তারা স্বীকার করেছেন যে, এ সবগুলিই অর্থাৎ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সবগুলিই সত্য এবং একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সমস্ত আয়াতই আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এসেছে। ঐগুলির মধ্যে বৈপরীত্য কিছুই নেই। যেমন এক জায়গায় রয়েছে :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ ۚ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
أَخْتِلَافًا كَثِيرًا

তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। (সূরা নিসা, ৪ : ৮২) এ জন্যই এখানেও বলেছেন, ‘এটা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে থাকে, যারা এ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে, যাদের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা স্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন।’ এ ছাড়া ইবনুল মুনযির (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, নাফি ইব্ন ইয়াযীদ (রহঃ) বলেছেন, তারাই বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত যারা আল্লাহর কারণে সংযত, আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিনয়ী, তারা বড়দের সাথে বাড়াবাড়ি করেনা এবং ছোটদেরকে হেয় চোখে দেখেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রার্থনা করে, اٰرَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا আমাদের অন্তরকে ওসব লোকের অন্তরের ন্যায় করবেননা যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে বিপথগামী হয়ে থাকে। বরং আমাদেরকে সরল-وَهَبْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ رَحْمَةً আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, আমাদের অন্তর ঠিক রাখুন, আমাদের মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করুন এবং আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী।’ ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালমাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নের দু’আটি পাঠ করতেন :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

‘হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।’ অতঃপর তিনি رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا (৩ : ৮) পাঠ করতেন। (ইবন আবী হাতিম ২/৮৪, তাবারী ৬/২১৩) আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের অন্তরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আল্লাহ তা‘আলা যেন তা বক্র না করেন এবং তিনি যেন আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি প্রচুর প্রদানকারী।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তারা বলে :

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষকে সমবেতকারী এবং তাদের মধ্যে হুকুম ও ফাইসালাকারী। আপনিই সকলকে তাদের ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় প্রদানকারী। ঐ দিনের আগমনে এবং আপনার অঙ্গীকারের সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।’

১০। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবেনা এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

۱۰. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

১১। ফির‘আউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের প্রকৃতির ন্যায় তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অসত্যারোপ করেছে, এই হেতু আল্লাহ তাদের ধৃত করেছেন এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

۱۱. كَذَّبَ آيَاتِ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

কিয়ামাত দিবসে কোন সন্তান কিংবা

সম্পদ কাজে আসবেনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, অস্বীকারকারীরা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ হবে। সেদিন ঐ অত্যাচারীদের ওয়র কৈফিয়ত কোন কাজে আসবেনা। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য জঘন্য বাসস্থান রয়েছে। সেদিন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা, তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবেনা।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

যেদিন যালিমদের কোনো ওয়র আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা‘নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ৫২) যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আঘাতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৫৫) অন্য স্থানে রয়েছে :

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ. مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সন্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৬-১৯৭) অনুরূপ এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা‘আলার কথা অস্বীকারকারী, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্যকারী, তাঁর কিতাবের বিরোধী, অহীরা

অবাধ্য, তারা যেন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা কোন মঙ্গলের আশা না করে। তারা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ, তাদের দ্বারা জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৯৮)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : كَذَابٍ آلِ فِرْعَوْنَ ... যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ‘ফির‘আউনের লোকদের মত ব্যবহার করা।’ (তাবারী ৬/২২৪) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ তাফসীর করেছেন। অন্যান্য বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ‘ফির‘আউনীদের অনুসারীদের মত আমল করা, আচার-আচরণ করা এবং তাদের পছন্দনীয় বিষয়কে পছন্দ করা।’ (ইব্ন আবী হাতিম ২/৯২) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كَذَابٍ آلِ فِرْعَوْنَ যেমন অবস্থা ফির‘আউন সম্প্রদায়ের ছিল, যেমন তাদের কৃতকর্ম ছিল। ’ هَمْزَةُ دَابُّ শব্দটির অক্ষরটি জযমের সঙ্গেও এসেছে এবং যবরের সঙ্গেও এসেছে। যেমন নাহরান ও নাহার শব্দটি। دَابُّ শব্দটি জাঁকজমক, অভ্যাস, অবস্থা এবং পস্থা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসবেনা, যেমন ফির‘আউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসেনি। وَاللَّهُ

شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ তা‘আলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং তাঁর শাস্তি বড়ই বেদনাদায়ক। কেহ কোন ক্ষমতার বলে ঐ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারেনা এবং তা সরিয়ে দিতেও পারেনা। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা যা চান তাই করে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর বশীভূত। তিনি ব্যতীত কেহ মা‘বুদ নেই।

<p>১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, তুমি তাদেরকে বল : অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমরা জাহান্নামের দিকে একত্রিত হবে এবং ওটা নিকৃষ্টতর স্থান।</p>	<p>۱۲. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ</p>
<p>১৩। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল; তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে।</p>	<p>۱۳. قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فُتَيِّنِ التَّقَاتِ ۖ فِعَّةٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ</p>

ইয়াহুদীদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং বদরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : ‘হে নাবী! তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দাও যে, তারা পৃথিবীতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং মুসলিমদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, আর ওটা হচ্ছে জঘন্যতম স্থান। ‘সীরাত ইব্ন ইসহাক’ গ্রন্থে আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর যখন মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বানু কাইনুকার বাজারে ইয়াহুদীদেরকে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : ‘হে ইয়াহুদীর দল! কুরাইশদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়ার ন্যায় তোমরাও লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর।’ এ কথা শুনে ঐ উদ্ধত ও অবাধ্য দলটি উত্তর দেয় : ‘যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কয়েকজন কুরাইশকে পরাজিত করেই বুঝি আপনি অহংকারে ফেটে পড়েছেন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে! এখনও আমাদের সাথে আপনার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়, ‘মাক্কা বিজয়ই এটা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সত্য, উত্তম ও পছন্দনীয় দীনকে এবং ঐ দীনধারীদেরকে সম্মান দানকারী। তিনি তাঁর রাসূলের ও তাঁর অনুসারীদের স্বয়ং সাহায্যকারী’।

দু’টি দল যুদ্ধে পরস্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর (মুসলিমদের) এমন প্রভাব পড়ে এবং মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলিমরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা অনেক কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল। কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيَ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيَ أَعْيُنِهِمْ

যখন দু’দল মুখোমুখি দন্ডায়মান হয়েছিল তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। (সূরা আনফাল, ৮ : ৪৪) সুতরাং এ পবিত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অল্প পরিলক্ষিত হয়। এটা এ জন্যই যে, যেন তারা নিজেদের দুর্বলতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, সমস্ত মনযোগ তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তাঁরই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘আমরা যখন কাফিরদের সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই যে, তারা আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ। দ্বিতীয়বার যখন তাদের প্রতি দৃষ্টি দেই তখন মনে হয় যেন তারা আমাদের চেয়ে একজনও বেশি নয়। তাই আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাযিল করেন :

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ

তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। (সূরা আনফাল, ৮ : ৪৪) (তাবারী ৬/২৩৪)

যখন উভয় শিবিরের সৈন্যরা একে অপরের দিকে লক্ষ্য করছিল তখন মুসলিমদের কাছে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা তাদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ মনে হচ্ছিল। তা এ জন্য যে, মুসলিমরা যেন আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং জয়ী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মদদ চায়। অপর দিকে কাফিরদের কাছে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ দেখানো হচ্ছিল যাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত ও হত-বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় অন্য দলের সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয় যেন উভয় দলই উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করে এবং

لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৪২) যেন কুফর ও ঔদ্ধত্যের উপর ঈমানের বিজয় লাভ ঘটে এবং যেন মুসলিমরা সম্মানিত হয়, আর কাফিরেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১২৩) এ জন্যই এখানেও বলেন, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তদীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করে থাকেন।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।' অর্থাৎ যারা স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে অতি তৎপর হয়ে যাবে এবং বুঝে নিবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে এ ইহলৌকিক জগতেও সাহায্য করবেন এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

ও রৌপ্যভাষার, সুশিক্ষিত
অশ্ব ও পালিত পশু এবং
শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু
দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে,
এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ
এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে
শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।

مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَعَابِ

১৫। তুমি বল : আমি কি
তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও
উত্তম বিষয়ের সংবাদ দিব?
যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য
তাদের রবের নিকট জান্নাত
রয়েছে - যার তলদেশে
স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা,
তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান
করবে এবং তথায় শুদ্ধা
সহধর্মীনিগণ ও আল্লাহর
প্রসন্নতা রয়েছে এবং আল্লাহ
বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

۱۵. قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ
ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ بِصِيرِ الْعِبَادِ

পার্থিব জীবনের প্রকৃত মূল্য

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, পার্থিব জীবনকে বিভিন্ন প্রকারের
উপভোগ্য (বস্তু) দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এ সমুদয় জিনিসের মধ্যে

সর্বপ্রথম নারীদের কথা বর্ণনা করেছেন, কেননা তাদের অনিষ্ট সবচেয়ে বড়।
বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আমি আমার পরে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও ফিতনা
ছেড়ে গেলামনা। (ফাতহুল বারী ৯/৪১) তবে হ্যাঁ, যখন বিবাহ দ্বারা কোন
লোকের উদ্দেশ্য হবে ব্যভিচার হতে রক্ষা পাওয়া ও সন্তানাদির আধিক্য তখন
নিঃসন্দেহে ওটা উত্তম কাজ হবে।’ শারীয়াত বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে
এবং বিয়ে করা এমনকি বহু বিয়ে করার ফাযীলাতের অনেক হাদীসও এসেছে
এবং বলা হয়েছে :

এ উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক স্ত্রীর অধিকারী। (ফাতহুল
বারী ৯/১৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘দুনিয়া একটি উপকারের বস্তু এবং ওর সর্বোত্তম উপকারী জিনিস হচ্ছে সতী
সাধ্বী পত্নী। (মুসলিম ২/১০৯০) স্বামী যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে সে
তাকে সন্তুষ্ট করে, যদি নির্দেশ দেয় তাহলে পালন করে। আর যদি সে স্ত্রী হতে
অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে নিজের জীবনের ও স্বামীর ধন-সম্পদের
রক্ষণাবেক্ষণ করে।’ অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন :

‘আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী
হচ্ছে সালাত।’ (নাসাঈ ৫/২৮০) আয়িশা (রাঃ) বলেছেন :

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল
নারীগণ, তবে তিনি ঘোড়াও খুব পছন্দ করতেন। (নাসাঈ ৬/২১৭, ৭/৬১) আর
একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর পছন্দের জিনিস ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা।
তবে হ্যাঁ, নারীরাও ছিল। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদেরকে ভালবাসার মধ্যে
মঙ্গলও রয়েছে এবং অমঙ্গলও রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যদের উপর অহংকার
প্রকাশ করার জন্য যদি অধিক সন্তান লাভ কামনা করে তাহলে তা নিন্দনীয়।
কিন্তু যদি এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের
উম্মাতের মধ্যে একাত্মবাদী মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন :

‘ভালবাসা স্থাপনকারিণী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা
বিয়ে কর, কিয়ামাতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে অন্যান্য
উম্মাতবর্গের উপর গর্ববোধ করব।’ (ইবন হিব্বান ৬/১৩৪) ধন-সম্পদের

ব্যাপারেও একই কথা। যদি ওর প্রতি ভালবাসার উদ্দেশ্য হয় দুর্বলদের ঘণা করা ও দরিদ্রের উপর অহংকার প্রকাশ করা তাহলে তা অতি জঘন্য। আর যদি সম্পদের চাহিদার উদ্দেশ্য হয় নিকটের ও দূরের আত্মীয়দের উপর খরচ করা, সংকার্যাবলী সম্পাদন করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা তাহলে তা শারীয়াত সম্মত ও খুবই উত্তম।

قِنطَارُ এর পরিমাণের ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

মোট কথা এই যে, অত্যধিক সম্পদকে قِنطَارُ বলা হয়। যেমন যাহহাকের (রহঃ) উক্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘বারো হাজার উকিয়াহ’য় এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক আওকিয়া’ পৃথিবী ও আকাশ হতে উত্তম।’ (তাবারী ৬/২৫০) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ রকমই একটি মাওকুফ হাদীসও বর্ণিত আছে এবং এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। (তাবারী ৬/২৪৪)

ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐসব লোক যারা ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তা লালন-পালন করে। তাদের জন্য এ ঘোড়া সাওয়াবের কারণ। দ্বিতীয় হচ্ছে তারাই যারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার পালন করে। এদের জন্য শাস্তি রয়েছে। তৃতীয় হচ্ছে ওরাই যারা চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য এবং ওর বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার পালন করে এবং তারা আল্লাহ তা‘আলার প্রাপ্য বিস্মরণ হয়না। এ জন্যই এ ধরনের ঘোড়া লালন-পালন করা তাদের মালিকের জন্য আর্থিক সহায়তার রক্ষা বৃহৎ হিসাবে কাজ করে যা একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে সূরা আনফালের ৬০ আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।

مُسَوِّمَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত এবং কপালে ও পায়ে সুন্দর সাদা চিহ্নযুক্ত ঘোড়া ইত্যাদি। (তাবারী ৬/২৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবযা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবু সিনান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/১২৩-১২৫) মাকল্ল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ‘মুসাওওয়ামাহ’ বলা হয় ঐ ঘোড়াকে যার কপালে সাদা দাগ থাকে এবং পায়ের নিচের অংশও সাদা থাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/১২৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি আরাবীয়ান ঘোড়াকে প্রতিদিন ভোরে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয়। ঐ দু'আ হল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আদম সন্তানের সেবার জন্য নিয়োজিত করেছ। অতএব তুমি আমাকে তার কাছে এবং তার গৃহের জন্য উপকারী জিনিসের অন্তর্ভুক্ত কর অথবা ... আমাকে তার জন্য এবং তার গৃহের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় হিসাবে গণ্য কর। (আহমাদ ৫/১৭০)

إِنْعَامُ শব্দের অর্থ হচ্ছে উট, ছাগল ও গরু। حَرْتُ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ভূমি যা ফসলের বীজ বপন বা বৃক্ষ রোপণের জন্য তৈরী করা হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মানুষের উত্তম সম্পদ হচ্ছে অধিক বংশ বৃদ্ধি করা ঘোড়া এবং অধিক ফলবান বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।' অতঃপর বলা হচ্ছে :

‘এগুলি পার্থিব জীবনের লোভনীয় সম্পদ।’ অর্থাৎ এগুলি ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, এগুলি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উত্তম বিনিময় প্রাপ্তির জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।

আল্লাহভীরুতার পুরস্কার দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে উত্তম

এখানে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয় : قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِي أَنِّي أوفى بعهدي لَكُمْ (হে নাবী)! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি। এ পার্থিব জিনিসগুলি তো একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের কথা বলছি সেগুলি অস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী। الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا এমন সুখময় জান্নাত রয়েছে যার বিভিন্ন প্রান্তে ও যার বৃক্ষাদির মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। কোন স্থানে রয়েছে মধুর নদী, কোন জায়গায় রয়েছে দুধের নদী, কোথাও বা রয়েছে সুরার স্রোতস্বিনী এবং কোন স্থানে রয়েছে স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণ। আরও এমন এমন সুখ-সম্পদ রয়েছে যা না শ্রবণ করেছে কোন কর্ণ, না দর্শন করেছে কোন চক্ষু, আর না ধারণা করেছে

কোন অন্তর। এরূপ সুখময় ও আরামদায়ক স্থানে মুত্তাকীরা চিরকাল অবস্থান করবে। তথা হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হবেনা, তাদেরকে প্রদত্ত নি'আমাতরাজী কমে যাবেনা এবং ধ্বংসও হবেনা। وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ অতঃপর সেখানে এমন সহধর্মিণী থাকবে যারা ময়লা মালিন্য, অপবিত্রতা, ঋতু-রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিরাজ করবে। وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ সর্বোপরি খুশির কারণ এই যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এর পরেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন ভয় থাকবেনা। এ জন্যই সূরা বারআতের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে :

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৭২) অর্থাৎ নি'আমাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নি'আমাত হচ্ছে প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ। সমস্ত বান্দাই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় তা তিনিই ভাল জানেন।

১৬। যারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান।

۱۶. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
إِنَّا ءَامَنَّا فَآغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

১৭। যারা সহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, সেবানুগত, দানশীল এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।

۱۷. الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

মুত্তাকীদের বর্ণনা এবং তাদের প্রার্থনা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সংযমী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করেন যে, তারা বলে : رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সুতরাং এ ঈমানের উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন।’ এ সংযমী লোকেরা আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সমস্ত আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে এবং অবৈধ জিনিস হতে দূরে থাকে। তারা প্রতিটি কাজে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তারা ঈমানের দাবীতেও সত্যবাদী।

জীবনের উপর কঠিন ও কষ্টকর হলেও তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে তাঁর নির্দেশ মত ব্যয় করে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং তাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে। তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করে এবং ভোর রাতে উঠে আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ সময় ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব অত্যধিক। এও বলা হয়েছে যে, ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন :

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي

আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯৮) ওটার ভাবার্থ উম্মাকালই বটে। অর্থাৎ ইয়াকুব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেন : ‘প্রাতঃকালে তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।’ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক রাতে এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন : ‘কোন যাপ্গকারী আছে কি যাকে আমি দান করব? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবুল করব? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করব?’ (ফাতহুল বারী ১১/১৩৩, মুসলিম ১/৫২১, আবু দাউদ ২/৭৭, তিরমিযী ৯/৪৭১, নাসাঈ ৬/১২৩, ইবন মাজাহ ১/৪৩৫, আহমাদ ২/৪৮৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বিতর সালাত আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতর সালাত আদায়ের সর্বশেষ সময় ছিল উষার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। (ফাতহুল বারী ২/৫৬৪, মুসলিম ১/৫১২) আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য নাফিকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করতেন : ‘হে নাফি! ইহা কি রাতের শেষ অংশ? নাফি (রাঃ) ‘হ্যাঁ’ না বলা পর্যন্ত অর্থাৎ সুবহি সাদিক হওয়া পর্যন্ত দু’আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকতেন। (ইবন আবী হাতিম ২/১৪৫)

১৮। আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কেহ ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মালাক/ফেরেশতা, জ্ঞানবানগণ ও সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারীগণও সাক্ষ্য দেয় যে, এই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই।

۱۸. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

১৯। নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

۱۹. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

২০। অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল : আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যাদেরকে গ্রহণ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল : তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

۲۰. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ ۖ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ أَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন, لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ সূতরাং তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী সাক্ষী এবং তাঁরই কথা সবচেয়ে সত্য। তিনি বলেন যে, সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দাস এবং একমাত্র তাঁরই সৃষ্ট। সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। মা'বুদ ও আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি একাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া আর কেহ ইবাদাতের যোগ্য নয়। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে :

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১৬৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় সাক্ষ্যের সাথে মালাইকা/ফেরেশতাদের ও জ্ঞানীদের সাক্ষ্যকেও মিলিয়ে নিচ্ছেন। এখান হতে আলেমদের বড় মর্যাদা

সাব্যস্ত হচ্ছে। **فَإِنَّمَا** শব্দটি এখানে **حَال** হয়েছে বলে তার উপর **نَصَب** দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সদা-সর্বাবস্থায় এ রকমই। অতঃপর আরও বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য দ্বিতীয়বার ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রকৃত মা'বুদ একমাত্র তিনিই। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং কথা ও কাজে বিজ্ঞানময়।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফায় এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং **الْحَكِيم** পর্যন্ত পড়ে বলেন :

وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ

‘হে আমার রাব্ব! আমিও ওর উপর সাক্ষীগণের মধ্যে একজন।’ মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ পাঠ করেন : **وَأَنَا أَشْهَدُ يَا رَبِّ** অর্থাৎ ‘হে আমার প্রভু! আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি’।

আল্লাহর মনোনীত দীন একমাত্র ইসলাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ/ধর্ম কোনো লোকের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেননা। ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নাবী/রাসূল আগমন করেছেন তাদেরকে স্বীকার করা, যারা তাদের প্রতি অপিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সর্বযুগীয় নাবীগণের (আঃ) অহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সর্বশেষ এবং সমস্ত নাবীর (আঃ) সমাপ্তকারী হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর নাবুওয়াতের সমাপ্তির সাথে সাথে অহী নাযিলের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে কেহ তাঁর শারীয়াত ছাড়া অন্য কিছু উপর আমল করবে সে মহান আল্লাহর নিকট ধার্মিক বলে গণ্য হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৫) অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও ধর্মকে ইসলামের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ॥

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

بَيْنَهُمْ পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা মহান আল্লাহর নাবীগণের (আঃ) আগমনের পর ও তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর মতভেদ করেছিল এবং এরই কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল। একজন এক কথা বললে তা সত্য হলেও, অন্যজন তার বিরোধিতা করত।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যারা ঐগুলি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও অমান্য করে, আল্লাহ তা‘আলা সত্ত্বরই তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

হে নাবী! তারা যদি তোমার সাথে আল্লাহর একাত্মের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে বলে দাও, ‘আমি তো নির্ভেজালভাবে সেই আল্লাহরই ইবাদাত করব যার কোন অংশী নেই, যিনি অতুলনীয়, যার না আছে কোন সন্তান এবং না রয়েছে কোন পত্নী। আর যারা আমার অনুসারী, যারা আমার ধর্মের উপর রয়েছে তাদেরও এই একই কথা।’ যেমন অন্য স্থানে রয়েছে :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

তুমি বল : এটাই আমার পথ (আল্লাহর প্রতি) মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৮)

ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম এবং রাসূলকে (সাঃ) পাঠানো হয়েছিল মানব কল্যাণের জন্য

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ هَلْ هُمْ إِلَّا سُلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

হে নাবী! কিতাবধারী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে এবং নিরক্ষর মুশরিকদেরকে বলে দাও, তোমাদের সবারই সুপথ প্রাপ্তি ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। যদি তারা অমান্য করে তাহলে কোন কথা নেই। তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা এবং তুমি তোমার এই কর্তব্য পালন করেছ। আল্লাহ তাদেরকে দেখে নিবেন। তাদের সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। তিনি যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে চান

পথভ্রষ্ট করেন। স্বীয় নৈপুণ্য তাঁরই ভাল জানা আছে। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে ভ্রান্তপথের পথিক তা তিনিই ভাল জানেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আশিয়া, ২১ : ২৩) এ আয়াতে এবং এরই মত বহু আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টজীবের নিকট রাসূল হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর ধর্মের নির্দেশাবলী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিতাব ও সুন্নাহয় এ বিষয়ের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কুরআনুল হাকীমে এক জায়গায় রয়েছে :

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِیْعًا

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই জন্য আল্লাহর রাসূল। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১৫৮) অন্য আয়াতে রয়েছে :

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا

সেই আল্লাহ কল্যাণময় যিনি স্বীয় বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য ভয় প্রদর্শক হয়ে যায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনা ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুস্পার্শ্বের সমস্ত বাদশাহর নিকট এবং অন্যান্য লোকদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রগুলির মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। তারা আরাবই হোক অথবা অনারাবই হোক, কিতাবধারীই হোক অথবা অন্য কোন ধর্মের লোক হোক না কেন। এভাবে তিনি প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ১/৪২, মুসলিম ৪/১৯৯৩) মুসনাদ আবদুর রাজ্জাকে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ উম্মাতের মধ্যে ইয়াহুদই হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, যারই কানে আমার নাবুওয়াতের সংবাদ পৌঁছবে এবং আমার আনীত জিনিসের উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করবেনা, আর ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।’ (মুসলিম ১/১৩৪) সহীহ মুসলিমের হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের

উক্তিও রয়েছে : ‘আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর নিকট নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।’ (মুসলিম ৩৭১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) শুধুমাত্র তাঁর গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের নিকট নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।’ (বুখারী ৩৩৫)

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াহুদীর ছেলে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর পানি রাখত এবং তাঁর জুতা এনে দিত, সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেলেটিকে বলেন : ‘হে অমুক! তুমি **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** পাঠ কর।’ সে তখন তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং পিতাকে নীরব থাকতে দেখে সেও নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার এ কথাই বলেন। সে পুনরায় তার পিতার দিকে তাকায়। তার পিতা বলে : ‘আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নাও।’ ছেলেটি তখন বলে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা’বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে যাবার সময় বলেন : ‘সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার কারণে তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করলেন।’ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এনেছেন। এগুলি ছাড়াও আরও বহু বিশুদ্ধ হাদীস এবং কুরআনুল হাকীমের বহু আয়াত এ সম্বন্ধে রয়েছে।

২১। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে ও অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদের যারা মানবমন্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি র সুসংবাদ দাও।

২১. **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ**

	يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
২২। এদের কৃতকর্মসমূহ ইহকাল ও আখিরাতে ব্যর্থ হবে এবং তাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নেই।	۲۲. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ

ঈমান না আনা এবং নাবীগণকে হত্যা করার জন্য ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার

এখানে কিতাবধারীদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হচ্ছে। তারা পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকত এবং মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীগণের (আঃ) মাধ্যমে যেসব কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। শুধু তাই নয়, বরং তারা নাবীদেরকে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, যারা তাদেরকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করত তাদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করত। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সত্যকে অস্বীকার করা ও ন্যায় পন্থীদেরকে লাঞ্চিত করাই হচ্ছে অহংকারের শেষ সীমা।’ (মুসলিম ১/৯৩)

সুতরাং তাদের এ অবাধ্যতা, অহংকার এবং দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ইহজগতেও লাঞ্চিত ও অপদস্থ করেন এবং পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদের সমস্ত কৃতকর্ম ইহকালেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা।’

২৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের	۲۳. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا
---	---

<p>২৪। এটা এ জন্য যে, তারা বলে : নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা; এবং তারা যা স্থির করেছে, তাদের ধর্ম বিষয়ে ওটা তাদেরকে প্রতারণিত করেছে।</p>	<p>۲۴. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهمْ فِی دِینِهِم مَّا كَانُوا یَفْتَرُونَ</p>
<p>২৫। অতঃপর যে দিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তাদের কি দশা হবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা সম্যক রূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা।</p>	<p>۲۵. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لَیْوْمٍ لَا رَیْبَ فِیهِ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ</p>

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার না করার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের এ দাবীতেও মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা ঐ কিতাবগুলির নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যের এ বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের সাহস যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলে :

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র জাহান্নামে অবস্থান করব।' অর্থাৎ মাত্র সাত দিন। দুনিয়ার হিসাবে প্রতি হাজার বছর হবে একদিন। এর বিস্তারিত তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এ বাজে ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। অথচ এটা স্বয়ং তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, আর না তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন :

كَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ কিয়ামাতের দিন তাদের কি অবস্থা হবে? তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, নাবীদেরকে এবং হক পন্থী আলেমদেরকে হত্যা করেছে।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসাব দিতে হবে এবং প্রতিটি পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ঐ দিনের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ঐ দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবেনা।'।

২৬। তুমি বল : হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা

۲۶. قُلِ اَللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে রয়েছে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزُ مِنْ
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২৭। আপনি রাতকে দিনে পরিবর্তিত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, এবং জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করেন ও মৃতকে জীবিত হতে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম জীবিকা দান করেন।

٢٧. تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার প্রভুর সম্মানার্থে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ও সমস্ত কাজ তাঁর নিকট সমর্পণের উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র সত্তার উপর নির্ভর করে উপরোক্ত শব্দগুলি দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর।

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ

হে আল্লাহ! আপনি পৃথিবীর অধিপতি। সমস্ত পৃথিবী আপনারই অধিকারে রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছা সাম্রাজ্য প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন। আপনিই প্রদানকারী। আপনি যা চাননা তা হতে পারেনা। এ আয়াতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে এবং ঐ নি‘আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামের উম্মাতকে দান করা হয়েছে। তা এই যে, বানী ইসরাঈল হতে নাবুওয়াত ছিনিয়ে নিয়ে মাক্কার নিরক্ষর, কুরাইশী আরাবী নাবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁকে সাধারণভাবে নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সমস্ত মানব ও দানবের রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। পূর্বের সমস্ত নাবীর (আঃ) গুণাবলী তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে এবং তাঁকে ঐসব ফাযীলাত দান করা হয়েছে যা হতে অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) বঞ্চিত ছিলেন। ঐ ফাযীলাত আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞান সম্বন্ধেই হোক বা ঐ মহান প্রভুর শারীয়াতের ব্যাপারেই হোক অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ সম্পর্কেই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর উপর পরকালের সমস্ত রহস্য খুলে দিয়েছেন, তাঁর উম্মাতকে পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর দীন ও শারীয়াতকে সমস্ত দীন ও সমস্ত মাযহাবের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার দুরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক, আজ হতে কিয়ামাত পর্যন্ত যতদিন দিন-রাতের আবর্তন চালু থাকবে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর যেন স্বীয় করুণা সদাসর্বদার জন্য বর্ষণ করতে থাকেন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে নাবী! তুমি বল : হে আল্লাহ! আপনিই স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে আবর্তন বিবর্তন এনে থাকেন। আপনি যা চান তাই করেন। যারা বলেছিল : ‘দু’টি গ্রামের কোন একজন বড়লোকের উপর কেন আল্লাহ তা‘আলা এ কুরআন অবতীর্ণ করেননি’ তাদের এ কথা খণ্ডন করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهْمُ

يَقْسِمُونَ رَحِمْتَ رَبِّكَ

এবং তারা বলে : এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১-৩২) অর্থাৎ ‘আমি যখন তাদের আহাযেরও মালিক, যাকে চাই কম দেই এবং যাকে চাই বেশি দেই, তখন এরা আমার উপর হুকুম করার কে যে, আমি অমুককে কেন নাবী করলাম? নাবুওয়াতও আমারই অধিকারের বিষয়। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কোন্ ব্যক্তি তা আমিই জানি।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।
(সূরা আন'আম, ৬ : ১২৪) অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২১) অতঃপর বলা হচ্ছে :

تَوَلَّجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ আপনিই রাতের অতিরিক্ত অংশ দিনের কমতির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দিন-রাত সমান করে থাকেন। আবার এদিকের অংশ ওদিকে দিয়ে ঐ দু'টিকেই ছোট বড় করেন এবং পুনরায় সমান সমান করে থাকেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপর এবং সূর্য ও চন্দ্রের উপর পূর্ণ আধিপত্য আপনারই রয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীষ্মকে শীতের সাথে পরিবর্তন করারও পূর্ণ ক্ষমতা আপনারই আছে। বসন্তকাল ও শরৎকালের উপর আপনিই ক্ষমতাবান।

تَوَلَّجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ আপনিই জীবিত হতে মৃতকে এবং মৃত হতে জীবিতকে বের করেন। ক্ষেত্র শস্য হতে এবং শস্য ক্ষেত্র হতে বের করারও ক্ষমতা আপনারই। খেজুর গাছ আঁটি হতে এবং আঁটি খেজুর হতে আপনিই সৃষ্টি করে থাকেন। মু'মিনকে কাফিরের ঔরষে এবং কাফিরকে মু'মিনের ঔরষে আপনিই জন্ম দানের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং মুরগী ডিম হতে এবং ডিম মুরগী হতে সৃষ্টি করাও আপনারই কাজ। এ রকমই সমস্ত জিনিসই আপনার অধিকারে রয়েছে।

وَتَرَزُّقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ আপনি যাকে ইচ্ছা করেন এত ধন-সম্পদ প্রদান করেন যা গণনা করে ও পরিমাপ করে শেষ করা যায়না। আবার যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষুধা নিবারণের আহাৰ্য পর্যন্ত প্রদান করেননা। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনার এ সমস্ত কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ এবং সবকিছুই আপনারই ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে'।

২৮। মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা	২৮. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
যে ছেড়ে	

হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে
এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট
সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ
তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তি
ত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং
আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে
হবে।

الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا
أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ^৬ وَإِلَى
اللَّهِ الْمَصِيرُ

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার আদেশ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন না করে, বরং তাদের পরস্পরের
মধ্যে প্রণয় ও ভালবাসা থাকা উচিত। অতঃপর তিনি সতর্ক করে বলছেন যে,
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ যে ব্যক্তি এরূপ করবে অর্থাৎ
অবিশ্বাসীদের সাথে মিত্রতা করবে তার প্রতি তিনি রাগান্বিত হবেন। যেমন অন্য
জায়গায় রয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

হে মু‘মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা। (সূরা
মুমতাহানাহ, ৬০ : ১) অন্য স্থানে রয়েছে : ‘হে মু‘মিনগণ! এই ইয়াহুদী এবং
খৃষ্টানরা পরস্পর বন্ধু, তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে
সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।’

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^৭

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

হে মু‘মিনগণ! তোমরা মু‘মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ
করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?
(সূরা নিসা, ৪ : ১৪৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَآءَ ۚ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ করে বলেন :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে। (সূরা আনফাল, ৮ : ৭৩)

اَلَا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُفٰةً অতঃপর আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়া তা'আলা ঐ লোকদেরকে অনুমতি দেন যারা কোন শহরে কোন সময় অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে সাময়িকভাবে মৌখিক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে, কিন্তু তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখেনা। যেমন সহীহ বুখারীতে আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : 'কোন কোন গোত্রের সাথে আমরা প্রশস্ত বদনে মিলিত হই, কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।' (ফাতহুল বারী ১০/৫৪৪) ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : 'শুধু মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু কাজে-কর্মে কখনও তাদের সহযোগিতা করা যাবেনা।'

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : 'কিয়ামাত পর্যন্তই এ নির্দেশ।' আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন।' অর্থাৎ তিনি ঐ লোকদেরকে স্বীয় শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।' প্রত্যেকেই তাঁর কাছে স্বীয় কাজের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

২৯। তুমি বল : তোমাদের অন্তর -সমূহে যা রয়েছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

۲۹. قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৩০। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সংকাজ হতে যা করেছে ও দুষ্কর্ম হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা করবে - যদি তার মধ্যে এবং ঐ দুষ্কর্মের মধ্যে সুদূর ব্যবধান হত! আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

۳۰. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

আল্লাহ জানেন তাঁর বান্দা যা গোপন রাখে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথা ভালই জানেন। কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কথাও তাঁর নিকট লুকায়িত থাকেনা। তাঁর জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহূর্তে বেষ্টন করে রয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে, পর্বতে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, ছিদ্রে, মোট কথা, যেখানে যা কিছু আছে সবই তাঁর

গোচরে রয়েছে। সব কিছুর উপরেই তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। তিনি যেভাবেই চান রাখেন, যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ও এত বড় ক্ষমতাবান হতে সকলেরই সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, সদা-সর্বদা তাঁর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকা এবং অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা উচিত। তিনি সব জান্তাও বটে এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারীও তিনি। সম্ভবতঃ তিনি কেহকে টিল দিয়ে রাখবেন, কিন্তু যখন ধরবেন তখন এমন কঠিনভাবে ধরবেন যে, পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবেনা। এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের হিসাব সামনে রেখে দেয়া হবে। সাওয়াবের কাজ দেখে আনন্দ লাভ হবে এবং মন্দ কাজ দেখে দাঁত কামড়াতে থাকবে ও হা-হুতাশ করবে। সেদিন তারা ইচ্ছা পোষণ করবে যে, যদি তার মধ্যে ও ঐ মন্দ কাজের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান থাকত তাহলে কতই না চমৎকার হত!

দুনিয়ায় যে শাইতান তার সঙ্গে থাকত এবং তাকে অন্যায় কাজে উত্তেজিত করত সেদিন তার উপরও সে অসম্ভব প্রকাশ করবে এবং বলবে :

يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

(ওহে শাইতান) ‘হায়! আমার ও তোর মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ অতঃপর তিনি স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দয়া ও স্নেহ হতে নিরাশ না হয়। কেননা তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : ‘এটাও তাঁর সরাসরি দয়া ও ভালবাসা যে, তিনি স্বীয় অস্তিত্ব হতে বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন।’ এও ভাবার্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং বান্দাদেরও উচিত, তারা যেন সরল-সঠিক পথ হতে সরে না পড়ে, পবিত্র ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (তাবারী ৬/২০২)

৩১। তুমি বল : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে

۳۱. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

<p>ভালবাসেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।</p>	<p>فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>
<p>৩২। তুমি বল : তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর; কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেননা।</p>	<p>ۓۓ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ</p>

রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের মাধ্যমে

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে

এ পবিত্র আয়াতটি মীমাংসা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু তার ‘আমল ও বিশ্বাস যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের অনুরূপ না হয় এবং সে তাঁর সুন্নাতের অনুসারী না হয়, তাহলে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা অগ্রাহ্য।’ (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫) এ জন্যই এখানেও ইরশাদ হচ্ছে, :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ তাহলে তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সাথে ভালবাসা রাখার দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে আমার সুন্নাতের উপর আমল কর। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তোমাদের চাহিদা অপেক্ষা বেশি দান করবেন অর্থাৎ স্বয়ং তিনিই তোমাদেরকে চাইবেন। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্য বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন : কিছু লোক এ দাবী করত যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ভালবাসেন। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাছ নাযিল করেন : বল, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লাহকে ভালবাস তাহলে

আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ... । (ইব্ন আবী হাতিম ২/২০৫) অতঃপর বলা হচ্ছে :

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ হাদীসের উপর চলার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।’ এরপর সর্বসাধারণের উপর নির্দেশ হচ্ছে যে, তারা যেন সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করে। যারা এরপর ফিরে যাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়বে তারা কাফির এবং আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে ভালবাসেননা। যদিও তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা‘আলার সত্যবাদী, নিরক্ষর, রাসূলগণের (আঃ) সমাপ্তি আনয়নকারী এবং মানুষ ও জিনের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনাতের অনুসরণ ও অনুকরণ না করবে সেই পর্যন্ত তারা তাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই রাসূল যে, আজ যদি অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) এমনকি স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলগণও (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁদেরও এ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর শারীয়াতকে মান্য করা ছাড়া উপায় থাকতনা। এর বিস্তারিত বিবরণ التَّبَيِّنِ (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮১) এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৩৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের সন্তানগণকে বিশ্ব জগতের উপর মনোনীত করেছেন।

۳۳. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

৩৪। তারা একে অপরের বংশধর এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

۳۴. ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহ যাকে চান তাঁর দীনের জন্য মনোনীত করেন

মহামানবগণকে আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন। যেমন আদমকে (আঃ) তিনি স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ প্রবেশ করিয়েছেন, তাঁকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিয়েছেন, তাঁকে জান্নাতে বাস করিয়েছেন এবং স্বীয় নৈপুণ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন। যখন সারা জগত মূর্তি পূজায় ছেয়ে যায় তখন নূহকে (আঃ) প্রথম রাসূল রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তাঁর গোত্র তাঁর অবাধ্য হয়ে যায় এবং তাঁর হিদায়াতের উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন তিনি রাত-দিন প্রকাশ্য ও গোপনে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তারা কোনমতেই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) অনুরোধের পরিশ্রেক্ষিতে তাঁর অনুসারীগণ ছাড়া অন্য সকলকে স্বীয় পানির শাস্তি অর্থাৎ বিখ্যাত 'নূহের তুফানে' ডুবিয়ে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) বংশকে আল্লাহ তা'আলা মনোনয়ন দান করেন। তাঁর বংশেই মানব জাতির নেতা এবং নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। ইমরানের (আঃ) বংশকেও তিনি মনোনীত করেন। ইমরান (আঃ) ঈসার (আঃ) জননী মারইয়ামের (আঃ) পিতার নাম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে তাঁর বংশক্রম নিম্নরূপ : ইমরান ইব্ন হাশিম ইব্ন মীশা ইব্ন হিয়কিয়া ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন গারইয়া ইব্ন নাওশ ইব্ন আযর ইব্ন বাহওয়া ইব্ন মুকাসিত ইব্ন আয়শা ইব্ন আইয়াম ইব্ন সুলায়মান (আঃ) ইব্ন দাউদ (আঃ)। সুতরাং ঈসা (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর। এর বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আন'আমের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৩৫। যখন ইমরান-পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রাব্ব! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

৩৫. إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৩৬। অতঃপর যখন সে তা প্রসব করল তখন বলল : হে আমার রাব্ব! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি; এবং সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন, এবং কোনো পুত্র এই কন্যার সমকক্ষ নয়! আর আমি কন্যার নাম রাখলাম ‘মারইয়াম’ এবং আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করলাম।

۳۶. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ
إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

মারইয়ামের (আঃ) জন্ম বৃত্তান্ত

ইমরানের (আঃ) যে স্ত্রী মারইয়ামের (আঃ) মা ছিলেন তাঁর নাম ছিল হান্না বিন্ত ফাকুয। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : ‘তাঁর সন্তান হতনা। একদা তিনি একটি পাখীকে দেখেন যে, সে তার বাচ্চাগুলিকে আদর করছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তানের বাসনা জেগে উঠে। ঐ সময়েই তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট আন্তরিকতার সাথে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাও তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন; ঐ রাতেই তিনি গর্ভবতী হন।’ গর্ভ ধারণের পূর্ণ নিশ্চিত হলে তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন (নযর মানেন):

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

العَلِيمُ আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সন্তান দান করলে তিনি তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খিদমাতের উদ্দেশে আল্লাহর নামে অর্পণ করবেন। তখন পুত্র সন্তান হবে কি কন্যা সন্তান হবে তাতো আর জানা ছিলনা। কাজেই সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা গেল যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। আর বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবা কাজ পরিচালনার যোগ্যতা কন্যা সন্তানের থাকতে পারেনা। ওর জন্য তো পুত্র সন্ত

ানের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীয় দুর্বলতার কথা আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রকাশ করে বলেন : ‘হে আল্লাহ! আমি তো তাকে আপনার নামে অর্পণ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। সে যে কি সন্তান প্রসব করেছে তা আল্লাহ তা‘আলা খুব ভাল জানেন।’ হান্না বলেন : ‘নর ও নারী সমান নয়। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম।’ এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জন্মের দিনও শিশুর নাম রাখা বৈধ। কেননা পূর্ববর্তীদের শারীয়াতও আমাদের শারীয়াত। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) নামানুসারে ইবরাহীম রেখেছি’। (ফাতহুল বারী ৩/৩০৬, মুসলিম ৪/১০৮০৭)

আনাসের (রাঃ) একটি ভাই জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন এবং তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। (ফাতহুল বারী ৯/৫০১) আরও অনেক নবজাতক শিশুকে তাদের জন্মের দিন নামকরণ করা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সামুরা ইব্ন যুন্দুব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি নবজাতক শিশুর নিরাপত্তা লাভ স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকার পশু কুরবানী দেয়া হয়, নাম রাখা হয় এবং তার মাথার চুল চেঁছে ফেলা হয়। (আহমাদ ৫/৭, আবু দাউদ ৩/২৫৯, তিরমিযী ৫/১১৫, নাসাঈ ৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। এখানে আরও একটি বর্ণনার উল্লেখ করতে চাই যাতে বলা হয়েছে ‘এবং তার (শিশুর) পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয়।’ এ বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ ও মশহুর বলে পরিচিত।

وَأَيُّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ মারইয়ামের (আঃ) মা স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতানের অনিষ্টতা হতে আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনাটি কবুল করেন। ‘মুসনাদ আবদুর রায়যাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘শাইতান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে। ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু মারইয়াম (আঃ) ও ঈসা

(আঃ) এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।’ এ হাদীসটি বর্ণনা করে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : ‘তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৬) পড়ে নাও।’ (আবদুর রায়যাক ১/১১৯, ফাতহুল বারী ৮/৬০, মুসলিম ৪/১৮৩৮)

৩৭। অতঃপর তার রাব্ব তাকে উত্তম রূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন এবং যাকারিয়াকে তার ভার্য্যন করলেন; যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলত : হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলো? সে বলত : এটা আল্লাহর নিকট হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৭. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِئُмَ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

মারইয়ামের (আঃ) বয়স বৃদ্ধি এবং তাঁকে মর্যাদা প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হান্নার ‘নয়র’ তিনি সম্ভ্রষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে বর্ধিত করেন। তাঁকে তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সৌন্দর্যই দান করেন এবং সৎ বান্দাদের মধ্যে তাঁর লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন যেন তিনি চরিত্রবান লোকদের সংস্পর্শে থেকে তাঁদের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا যাকারিয়াকে (আঃ) তিনি মারইয়ামের (আঃ) দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : যাকারিয়াকে (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীর বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, যাকারিয়া (আঃ)

মারইয়ামের (আঃ) খালু ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন। যেমন মিরাজ সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যারা পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৩৯৬০) ইবন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। কেননা আরাবের পরিভাষায় মায়ের খালার ছেলেকেও খালাতো ভাই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় খালার নিকট লালিত-পালিত হন। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযার (রাঃ) পিতৃহীনা কন্যা উমরাকে (রাঃ) তাঁর খালা জাফর ইবন আবু তালিবের (রাঃ) স্ত্রীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন : ‘খালা হচ্ছেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত।’ (ফাতহুল বারী ৭/৫৭১)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা মারইয়ামের (আঃ) মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা বর্ণনা করছেন, **كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا** (আঃ) যখনই মারইয়ামের (আঃ) প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। মুজাহিদ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ), সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ), আবু আশ শা‘শা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন : তিনি গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল মওজুদ দেখতে পেতেন। (ইবন আবী হাতিম ২/২২৭-২২৯) যাকারিয়া (আঃ) একদিন জিঞ্জেস করেন :

يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا হে মারইয়াম! তোমার নিকট এ আহর্যগুণি কোথা হতে আসে? তিনি উত্তরে বলেন : ‘এগুলি আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এসে থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।’

৩৮। তখন যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিল, সে বলেছিল : হে আমার রাক্ব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন, নিশ্চয়ই

৩৮. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن

আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।	لَدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ الِدُّعَاءِ
৩৯। অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল তখন মালাইকা/ ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিল : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী হবে।	৩৯. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
৪০। সে বলেছিল : হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? নিশ্চয়ই আমার বার্বাক্য উপস্থিত হয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি বললেন : এইরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।	৪০. قَالَ رَبِّ أُنَى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
৪১। সে বলেছিল : হে আমার রাব্ব! আমার জন্য	৪১. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً

কোন নিদর্শন নির্দিষ্ট করুন;
 তিনি বললেন : তোমার
 নিদর্শন এই যে, তুমি তিন
 দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের
 সাথে কথা বলতে পারবেনা;
 এবং স্বীয় রাব্বকে বেশী
 বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায়
 ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও
 মহিমা ঘোষণা কর।

قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
 ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا ۖ وَادَّكُرَ رَبُّكَ
 كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ
 وَالْإِبْكَرِ

যাকারিয়ার (আঃ) দু‘আ এবং ইয়াহইয়ার (আঃ) জন্মের সুখবর

যাকারিয়া (আঃ) দেখেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মারইয়ামকে (আঃ) অসময়ের ফল দান করছেন। শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফল তাঁর নিকট বিদ্যমান থাকছে। সুতরাং তিনিও স্বীয় বার্বক্য ও স্বীয় সহধর্মিণীর বক্ষ্যাত্ম জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলার নিকট অসময়ে ফল অর্থাৎ সুসন্তান লাভের প্রার্থনা জানাতে থাকেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ আর যেহেতু এটা বাহ্যতঃ অসম্ভব ছিল, তাই তিনি অতি সন্তুর্পণে এ প্রার্থনা জানান। তিনি তাঁর ইবাদাতখানায়ই ছিলেন, এমন সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন : اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى আপনার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার নাম ইয়াহইয়া রাখতে হবে।’ সাথে সাথে তাঁরা এ কথাও বলে দেন : ‘এ সুসংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।’ ইয়াহইয়া নাম রাখার কারণ এই যে, তাঁর জীবন হবে ঈমানের সাথে। (ইবন আবী হাতিম ২/২৩৫) তিনি আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) সত্যতা প্রকাশ করবেন। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন : ‘ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের প্রথম স্বীকারকারীও হচ্ছেন ইয়াহইয়া (আঃ)’। কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, ইয়াহইয়া (আঃ) ঠিক ঈসার (আঃ) পথের উপর ছিলেন।

سَيِّد শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশীল, বিদ্যা ও ইবাদাতে অগ্রবর্তী, মুত্তাকী, ধর্ম শাস্ত্রবিদ, চরিত্রে ও ধর্মে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ক্রোধকে দমনকারী এবং حَصُور শব্দের অর্থ হচ্ছে যে মহিলাদের নিকট আসতে পারেনা, যার সন্তানাদি হয়না এবং যার মধ্যে কোন কামভাব থাকেনা। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি বিয়ে করেননা এবং তাদের সাথে রাত্রি যাপন করেননা। জাকারিয়া (আঃ) ইয়াহইয়ার (আঃ) ব্যাপারে দু'আ করেছিলেন, 'আমাকে আপনার তরফ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন।'

এরপর যাকারিয়াকে (আঃ) দ্বিতীয় শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর পুত্র নাবী হবেন। এ সুসংবাদ পূর্বের সুসংবাদ হতেও অগ্রগণ্য। আল্লাহ তা'আলা যেমন মূসার (আঃ) মাকে বললেন :

إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِبَ الْمُرْسَلِينَ

আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭)

এ সুসংবাদ প্রাপ্তির পর যাকারিয়ার (আঃ) ধারণা হয় যে, এর বাহ্যিক কারণগুলি তো অসম্ভব, তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন, رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً হে আমার প্রভু! আমি তো বার্ষিক্যে পদার্পণ করেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কাজেই আমার সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? মালাইকা/ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন :

আল্লাহর নির্দেশই সবচেয়ে বড়। তাঁর নিকট কোন কিছু অসম্ভবও নয় এবং কঠিনও নয়। তিনি কোন কাজে অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করে থাকেন।' তখন যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন যাঞ্চা করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় : 'নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবেনা। তুমি সুস্থ সবল থাকবে বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হবেনা। শুধুমাত্র ইশারায়-ইঙ্গিতে কাজ চালাতে হবে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

সুস্থতার সাথে তিন রাত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১০) এরপর বলা হচ্ছে— 'এ অবস্থায় খুব বেশি আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও

পবিত্রতা বর্ণনা করা তোমার উচিত। সকাল-সন্ধ্যায় ঐ কাজেই লেগে থাকবে।’ এর দ্বিতীয় অংশ এবং পূর্ণ বর্ণনা সূরা মারইয়ামের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ।

<p>৪২। এবং যখন মালাইকা/ফেরেশতা বলেছিল : ওহে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন।</p>	<p>٤٢. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَمْرَئِمُ إِنَّ ٱللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعٰلَمِيْنَ</p>
<p>৪৩। হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সাজদাহ কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর।</p>	<p>٤٣. يَمْرَئِمُ اٰقَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ</p>
<p>৪৪। এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি; এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিষ্ক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলেনা।</p>	<p>٤٤. ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ</p>

মাইয়ামের (আঃ) মর্যাদা

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) তাঁর অত্যধিক ইবাদাত, দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব, ভদ্রতা এবং শাইতানী কুধারণা হতে দূরে থাকার কারণে স্বীয় নৈকট্য লাভের যে মর্যাদা দান করেছেন এবং সারা জগতের নারীদের উপর যে মনোনীত করেছেন তারই সুসংবাদ দিচ্ছেন। আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'মহিলাদের মধ্যে (ঐ সময়ের) উত্তম হচ্ছেন মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং (আমার সময়ে) খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)।' (তিরমিযী ১০/৩৮৮ ফাতহুল বারী ৬/৫৪২, মুসলিম ৪/১৮৮৬)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া ঐ পর্যায়ে পৌছতে পেরেছেন। (তাবারী ৬/৩৯৭, ফাতহুল বারী ৬/৫৪৩, মুসলিম ৪/১৮৮৬, তিরমিযী ৫/৫৬৩, নাসাঈ ৫/৯৩, ইব্ন মাজাহ ২/১০৯১)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) ঐ পর্যায়ে পৌছতে পেরেছেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত নারীদের উপর এরূপ যে রূপ সারীদ এর (গোশতের ঝোলে ভিজানো রুটির) ফাযীলাত সমস্ত আহাযের উপর।' (ফাতহুল বারী ৭/১৩৩) আমি এ হাদীসের সমস্ত সনদ এবং প্রত্যেক সনদের শব্দগুলি স্বীয় 'কিতাবুল বিদায়াহু ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে ঈসার (আঃ) বর্ণনায় জমা করেছি। মালাইকা বলেন :

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ হে মারইয়াম!

আপনি বিনয় প্রকাশ এবং রুকু' ও সাজদায় আপনার সময় কাটিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় ক্ষমতার এক বিরাট নিদর্শন বানাতে চান। সুতরাং মহান আল্লাহর দিকে আপনার পূর্ণ মনঃসংযোগ করা উচিত। **قُنُوتٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (সূরা রুম, ৩০ : ২৬) মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমের একটি মারফু' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'কুরআনুল হাকীমে যেখানেই **فُتُوْتُ** শব্দটি রয়েছে তারই ভাবার্থ হচ্ছে আনুগত্য স্বীকার।' ইব্ন জারীরও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'মারইয়াম (আঃ) সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর জানুদ্বয় ফুলে যেত। **فُتُوْتُ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সালাতে এভাবেই লম্বা লম্বা রুকু করা।' হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তোমার রবের ইবাদাতে লিপ্ত থাক এবং যারা রুকু ও সাজদাহ করে তাদের অন্ত ভুক্ত হয়ে যাও।' আওয়াযী (রহঃ) বলেন, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় ইবাদাত কক্ষে এত বেশি পরিমাণে ও এত বিনয়ের সাথে সুদীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদদ্বয়ে হলদে পানি নেমে আসত। এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ হে নাবী! এ সব ঘটনা তুমি জানতেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম। আমি তোমাকে না জানালে তুমি জনগণের নিকট এসব ঘটনা কি করে পৌছাতে? কারণ যখন এসব ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তুমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলেনা। কিন্তু আমি ঐগুলি তোমাকে এমনভাবে জানিয়ে দিলাম যেন তুমি স্বয়ং সেখানে ছিলে।

যখন মারইয়ামের লালন-পালনের ব্যাপার নিয়ে একে অপরের উপর অগ্রাধিকার লাভের চেষ্টা করছিল, সবাই ঐ সাওয়াব লাভের আকাংখী ছিল, সেই সময় তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে সুলাইমানের (আঃ) মাসজিদে উপস্থিত হন। সে সময় সেখানের সেবক ছিলেন মূসার (আঃ) ভাই হারুনের (আঃ) বংশের লোকগণ। মারইয়ামের (আঃ) মা তাদেরকে বলেন : 'আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমার এ মেয়েকে আল্লাহ তা'আলার নামে আযাদ করে দিয়েছি। সুতরাং আপনারা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন। এটা তো স্পষ্ট যে, সে একটি মেয়ে এবং ঋতুবতী মেয়েদের মাসজিদে প্রবেশ যে নিষিদ্ধ এটাও কারও অজানা নেই। সুতরাং এর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা আপনারাই করুন।

আমি কিন্তু একে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনা।’ ইমরান (আঃ) সেখানের সালাতের ইমাম ও কুরবানীর পরিচালক ছিলেন। আর মারইয়াম (আঃ) ছিলেন তাঁরই কন্যা। অতএব সবাই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ দিকে যাকারিয়া (আঃ) তাঁর অগ্রাধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, ‘এর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আমি তার খালু। সুতরাং মেয়েটির দায়িত্ব আমারই পাওয়া উচিত’। কিন্তু অন্যেরা তাতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে ‘নির্বাচনের গুটি’ নিক্ষেপ করা হয় এবং তাতে তারা ঐসব লেখনী নিক্ষেপ করেন যা দিয়ে তাওরাত লিখতেন। এতে যাকারিয়ার (আঃ) নামই উঠে। কাজেই তিনি ঐ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। (তাবারী ৬/৩৫১)

ইকরিমাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন বর্ণনা করেন যে, ধর্ম যাজকরা জর্দান নদীতে গিয়ে তাদের কলমগুলি পানিতে নিক্ষেপ করেন। কথা হয় যে, স্রোতের মুখে যাদের কলম চলতে থাকবে তারা নয়, বরং যার কলম স্থির থাকবে সেই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা কলমগুলি পানিতে নিক্ষেপ করলে সবারই কলম চলতে থাকে, শুধুমাত্র যাকারিয়ার (আঃ) কলম স্থির থাকে। বরং ওটা স্রোতের বিপরীত দিকে চলতে থাকে। কাজেই একে তো গুটিকায় তাঁর নাম উঠেছিল, দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তাছাড়া তিনি সবারই নেতা, ইমাম, আলেম এবং সর্বোপরি নাবী ছিলেন। অতএব তাঁরই উপর মারইয়ামের (আঃ) দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৬৭, ২৬৮)

৪৫। যখন মালাইকা/ ফেরেশতারা বলেছিল : হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নন্দন ঈসা মসীহ - সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত।

٤٥. إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ
 اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ
 اَسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ
 مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

<p>৪৬। আর সে দোলনা হতে ও পরিণত বয়সে লোকের সাথে কথা বলবে এবং সে সং লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।</p>	<p>٤٦. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ</p>
<p>৪৭। সে বলেছিল : হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? কোন পুরুষ মানুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি; তিনি বললেন : এরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে থাকেন, যখন তিনি কোন কাজের মনস্থ করেন তখন তিনি ওকে ‘হও’ বলেন, ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।</p>	<p>٤٧. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ</p>

ঈসার (আঃ) জন্ম সম্পর্কে

মারইয়ামকে (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর গর্ভে একজন বড় খ্যাতিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি শুধু আল্লাহ তা‘আলার কُنْ অর্থাৎ ‘হও’ শব্দ দ্বারা সৃষ্ট হবেন এবং اللَّهُ مِّنْ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ (৩ : ৩৯) এর দা‘ওয়াত এটাই। যেমন প্রসিদ্ধ বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে। তাঁর নাম হবে মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ (আঃ)। প্রত্যেক মু‘মিন তাঁকে এ নামেই চিনবে। তাঁর নাম মাসীহ হওয়ার কারণ এই যে, তিনি জন্মান্তকে ভাল করবেন, পৃথিবীতে ভ্রমণ করবেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করার কারণ এই যে, তাঁর কোন পিতা ছিলনা। ইহকালে ও পরকালে তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট মহা সম্মানিত ও তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ তা‘আলার শারীয়াত ও কিতাব অবতীর্ণ হবে। দুনিয়ায় তাঁর উপর বড় বড় অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং

পরকালেও তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের মত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করবেন এবং সেই সুপারিশও গৃহীত হবে।

ঈসা (আঃ) মাতৃ ক্রোড়ে কথা বলেছেন

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا সে স্বীয় দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে লোকদের সাথে কথা বলবে।' অর্থাৎ তিনি শৈশবকালেই লোকদেরকে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করবেন যা তাঁর একটি অলৌকিক ঘটনারূপে গণ্য হবে। আর পরিণত বয়সেও যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করবেন তখন তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদনকারী হবেন। একটি হাদীসে রয়েছে :

‘শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন শুধুমাত্র ঈসা (আঃ) এবং জুরায়েজের সঙ্গী। (ইবন আবী হাতিম ২/২৭২, ২৭৩) অন্য একটি হাদীসে অন্য একটি শিশুর কথাও বর্ণিত আছে। ইবন আবী হাতিম (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিনটি নবজাতক শিশু ব্যতীত আর কেহই দোলনায় কথা বলেনি। তারা হলেন ঈসা (আঃ), যুরাইজের সময়ের শিশুটি এবং আর একটি বালক।’ (ইবন আবী হাতিম ২/২৭২, ফাতহুল বারী ৩৪৩৬, মুসলিম ২৫৫০)

ঈসা (আঃ) পিতাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিলেন

মারইয়াম (আঃ) এ সুসংবাদ শুনে স্বীয় প্রার্থনার মধ্যেই বলেন :

رَبِّ اَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ হে আমার প্রভু! আমার সন্তান কিরূপে হতে পারে? আমি তো বিয়ে করিনি এবং আমার বিয়ে করার ইচ্ছাও নেই। তাছাড়া আমি দূশ্চরিত্রা মেয়েও নই।’ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মালাইকা/ফেরেশতাগণ উত্তর দেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশই খুব বড় জিনিস। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই চান সৃষ্টি করে থাকেন। এ সূক্ষ্মতার বিষয় চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, যাকারিয়ার (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে يُفْعَلُ শব্দ ছিল, আর এখানে يَخْلُقُ রয়েছে, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেন বাতিল পন্থীদের কোন সন্দেহ করার সুযোগ না থাকে এবং পরিষ্কার ভাষায় বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতঃপর ওর উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করে বলেন :

كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

তিনি যে কোন কাজ যখনই করার ইচ্ছা করেন তখন শুধুমাত্র বলেন, ‘হও’ আর তেমনই হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশের পর কার্য সংঘটিত হতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়না। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে :

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫০)

৪৮। তিনি তাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিবেন।

٤٨. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

৪৯। আর তাকে ইসরাঈল বংশীয়দের জন্য রাসূল করবেন। নিশ্চয়ই আমি (ঈসা) তোমাদের রবের নিকট হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মাটি হতে পাখির আকার গঠন করব, অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দিব, অনন্তর আল্লাহর আদেশে ওটা পাখি হয়ে যাবে, এবং জন্মান্বকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যা আহার কর ও তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখ তদ্বিষয়ে

٤٩. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَكُلُونَ

<p>সংবাদ দিচ্ছি - যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।</p>	<p>وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بَيْوتِكُمْ ؕ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ</p>
<p>৫০। এবং আমি এসেছি আমার পূর্বে তাওরাতে যা ছিল তার সত্যতা প্রদান করতে এবং তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছে তার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করতে, আর তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে; অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।</p>	<p>৫০. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحْلَلْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ؕ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا</p>
<p>৫১। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব; অতএব তাঁর ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।</p>	<p>৫১. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ</p>

ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মু'জিয়া প্রদর্শন

মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) বলেন : ‘আপনার ছেলেকে অর্থাৎ ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ গ্রহণ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন’। حَكَمْتُ শব্দের তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দিবেন যা মুসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁকে ইঞ্জিল

শিক্ষা দিবেন যা তাঁর নিজের উপর অবতীর্ণ হবে। এ দু'টি কিতাব ঈসার (আঃ) মুখস্থ ছিল। **وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ** আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বানী ইসরাঈলের নিকট নাবী করে পাঠাবেন, যেন তিনি তাদেরকে স্বীয় অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি গঠন করেন। অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দেন, আর তেমনই ওটা বাস্তব পাখী হয়ে তাদের সামনে উড়তে থাকে। এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমেই হয়েছিল। ঈসার (আঃ) নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিলনা। বরং এটা তাঁর জন্য একটা মু'জিয়া ছিল। **أَكْمُهُ** ঐ অঙ্ককে বলা হয় যে মায়ের গর্ভ হতেই অঙ্ক হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এখানে এ অনুবাদই যথোপযুক্ত হবে। কেননা এর দ্বারাই অলৌকিকতার পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং বিরুদ্ধবাদীকে অসমর্থ করার জন্য এটাই উত্তম পন্থা। **أَبْرَصَ** শ্বেত কুষ্ঠকে বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঈসা (আঃ) এ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকেও নিরাময় করে দিতেন। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার হুকুমে তিনি মৃতকেও জীবিত করতেন। অধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগের নাবীকে যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ মু'জিয়া দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মূসার (আঃ) যুগে যাদুর খুব প্রচলন ছিল এবং যাদুকরদেরকে অত্যন্ত সম্মান করা হত। তাই আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) এমন মু'জিয়া দান করেন যে, যাদুকরেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা কখনও যাদু হতে পারেনা, বরং এটা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর একটা বড় দান। অতএব তারা অবনত মস্তকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবশেষে তারা আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়। ঈসার (আঃ) যুগ ছিল চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের যুগ। সেখানে তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) এমন মু'জিয়া দান করেন যার সামনে ঐ বড় বড় চিকিৎসকগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জন্মান্ধকে চক্ষু দান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ দেয়া এবং সমাধিস্থ ব্যক্তিকে জীবিত করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির কি রয়েছে? একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মু'জিয়া রূপে তাঁর দ্বারা এ সমুদয় কাজ সাধিত হয়। অনুরূপভাবে যে যুগে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে সেটা ছিল সাহিত্য, কবিতা ও বাকপটুতার যুগ। এসব বিষয়ে খ্যাতনামা কবিগণ এমন পূর্ণতা অর্জন করেছিল যে, সারা দুনিয়া তাদের

সামনে মাথা নত করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক গ্রন্থ দান করলেন যার ওজ্জ্বল্যের সামনে তাদের সমস্ত দীপ্তি ম্লান হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, এটা মানুষের কথা নয়।

অতঃপর ঈসার (আঃ) আরও মু'জিয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তিনি বলেছিলেন এবং করেও দেখিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন :

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ তোমাদের মধ্যে যে কেহ বাড়ীতে যা কিছু খেয়ে এসেছে এবং আগামীকালের জন্য সে যা কিছু জমা করে রেখেছে, আল্লাহর হুকুমে আমি তা বলে দিতে পারব। এতে আমার সত্যবাদীতার দলীল রয়েছে, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা অতীব সত্য। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানই না থাকে তাহলে আর কি হবে? আমি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে স্বীকার করছি এবং দুনিয়ায় ওর সত্যতার কথা ঘোষণা করছি। আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলি জিনিস বৈধ করতে এসেছি যেগুলি আমার পূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈসা (আঃ) তাওরাতের কতগুলি বিধান রহিত করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَا يُبَيِّنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ

আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬৩) অতঃপর তিনি বলেন :

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের নিকট আমার সত্যবাদিতার উপর আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আমার কথা মান্য কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর। هَذَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ আর এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ।

৫২। অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ করল তখন সে বলল : আল্লাহর উদ্দেশে কে আমার

۵۲. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ

<p>সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ বলল : আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, এবং সাক্ষী থেক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।</p>	<p>مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ</p>
<p>৫৩। হে আমাদের রাব্ব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি, অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।</p>	<p>۵۳. رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ</p>
<p>৫৪। আর তারা (কাফিরেরা) ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহও কৌশল করলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।</p>	<p>۵۴. وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ</p>

হাওয়ারিগণ ঈসার (আঃ) সাহায্যকারী হন

যখন ঈসা (আঃ) তাদের একগুঁয়েমী ও বিবাদ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা হঠকারিতা হতে ফিরে আসবেনা তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহর উপর আমার আনুগত্য স্বীকারকারী কেহ আছে কি?’ (ইব্ন আবী হাতিম ৩/২৯০) আবার ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, ‘এমন কেহ আছে কি যে আল্লাহর সাথে আমার সাহায্যকারী হতে পারে?’ কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার দিকে মানুষকে আহ্বানের কাজে কেহ আমার হাত শক্তকারী আছে কি?’ যেমন

আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা হতে মাদীনায হিজরাত করার পূর্বে হাজ্জের মৌসুমে বলেছিলেন :

‘কুরাইশরা তো আমাকে আল্লাহর কালাম প্রচারের কাজে বাধা দিচ্ছে, এমতাবস্থায় এ কাজের জন্য আমাকে জায়গা দিতে পারে এমন কেহ আছে কি?’ (আহমাদ ৩/৩২২) মাদীনাবাসী আনসারগণ এ সেবার কাজে এগিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জায়গা দান করেন। তারা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যও করেন এবং যখন তিনি তাদের নিকট গমন করেন তখন তারা পূরাপুরি তাঁর সহযোগিতা করেন এবং তাঁর প্রতি তুলনাবিহীন সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। দুনিয়ার সাথে মুকাবিলায় তারা নিজেদের বক্ষকে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ঢাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিফাযাতে, মঙ্গল কামনায় ও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কাজে তাদের আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। অনুরূপভাবে ঈসার (আঃ) এ আহ্বানেও কতক বানী ইসরাঈল সাড়া দেয়, তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। আর তারা ঐ আলোকের অনুসরণ করে যা আল্লাহ তা‘আলা ঈসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন, অর্থাৎ ইঞ্জিল। সাহায্যকারীকে ‘হাওয়ারী’ বলা হয়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : ‘আমার জন্য স্বীয় বক্ষকে ঢাল করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?’ এ শব্দ শোণামাত্রই যুবায়ের (রাঃ) প্রস্তুত হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বার এ কথাই বলেন, এবারেও যুবায়ের (রাঃ) অগ্রসর হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক নাবীরই ‘হাওয়ারী’ (সাহায্যকারী) থাকে এবং আমার ‘হাওয়ারী’ হচ্ছে যুবায়ের! (ফাতহুল বারী ৬/৬৩, মুসলিম ৪/১৮৭৯) এ লোকগুলি তাদের প্রার্থনায় বলে :

فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ হে আমাদের রাক্ব! সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিন।’ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে নাম লিখে নেয়া। এ তাফসীরের বর্ণনা সনদ হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট।

ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার ইয়াহুদী চক্রান্ত

অতঃপর বানী ইসরাঈলের ঐ অপবিত্র দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা ঈসার (আঃ) প্রাণের শত্রু ছিল। তারা তাঁকে হত্যা করার ও শূলে চড়ানোর ইচ্ছা

করেছিল। সেই যুগের বাদশাহর কাছে তারা তাঁর দুর্নাম করত। তারা বাদশাহকে বলত, ‘এ লোকটি জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করছে।’ বরং তারা তাঁকে দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, প্রতারক প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল। এমনকি তাঁকে ব্যভিচারিণীর পুত্র বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে বাদশাহও তাঁর জীবনের শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বলে, ‘তাকে ধরে এনে ভীষণ শাস্তি প্রদান করে ফাঁসি দাও।’

অতঃপর তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সেই বাড়ী পরিবেষ্টন করে রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে তাদের হাত হতে বাঁচিয়ে নেন এবং তাঁকে ঐ ঘরের ছিদ্র দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন। আর তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি লোককে সেখানে নিক্ষেপ করেন, যে সে ঘরেই অবস্থান করছিল। ঐ লোকগুলো রাতের অন্ধকারে তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে তারা কঠিন শাস্তি দেয় এবং তার মাথার ভিতর পেরেক ঢুকিয়ে শূলে চড়িয়ে দেয়। (ইবন আবী হাতিম ২/২৯৪) এটাই ছিল তাদের সাথে মহান আল্লাহর কৌশল যে, তাদের ধারণায় তারা আল্লাহ তা‘আলার নাবীকে (আঃ) ফাঁসি দিয়েছে, অথচ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবীকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ দুষ্কার্যের ফল তারা এই প্রাপ্ত হয়েছিল যে, চিরদিনের মত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা মিথ্যা ও অন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়ায়ও তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। ওরই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা ষড়যন্ত্র করলে হবে কি? আল্লাহ তা‘আলার কৌশলের কাছে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাবে। তিনিই সবচেয়ে বড় কৌশলী।

৫৫। যখন আল্লাহ বললেন :
হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি
তোমাকে আমার দিকে
প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে
উত্তোলন করব এবং
অবিশ্বাসকারীদের হতে

৫৫. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي
مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ
الَّذِينَ

<p>তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিন পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব।</p>	<p>كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ</p>
<p>৫৬। অতঃপর যারা কুফরী করেছে (অবিশ্বাসী হয়েছে), বস্ত্রতঃ তাদেরকে ইহকাল ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নেই।</p>	<p>৫৬. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ</p>
<p>৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করেছে ফলতঃ তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা।</p>	<p>৫৭. وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ</p>
<p>৫৮। আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও</p>	<p>৫৮. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ</p>

নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি
করছি।

الْأَيْتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

‘তোমাকে নিয়ে নিব’ কথার ভাবার্থ

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ ব্যাখ্যা দানকারীগণের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিব, অতঃপর তোমাকে মৃত্যুদান করব।

মাতরুল ওয়ারাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উত্তোলনকারী।’ এখানে وَفَاتُ শব্দের ভাবার্থ মৃত্যু নয়।’ অনুরূপভাবে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এখানে تَوَفَّى শব্দের অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে وَفَاتُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নিদ্রা। যেমন কুরআন হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। (সূরা আন‘আম, ৬ : ৬০) আর এক স্থানে রয়েছে :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

‘সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় জীবিত করলেন’। (ফাতহুল বারী ১১/১৩৪) আল্লাহ তা‘আলা এক জায়গায় বলেন :

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ هُمْ وَإِنَّ

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لِفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ...

এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য এবং “আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি” বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না গুলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি। পরন্তু আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিনে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১৫৬-১৫৯)

مَوْتِهِ শব্দের ‘হ’ সর্বনামটি ঈসার (আঃ) দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন কিতাবী সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই আসছে। সেই সময় সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনবে। কেননা না তিনি জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন, আর না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু সমর্থন করবেন। মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে হাসান বাসরী (রহঃ) হতে **أَنِّي مُتَوَفِّيكَ** এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, ঈসার (আঃ) উপর ঘুম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সে অবস্থায়ই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৯৬)

ঈসার (আঃ) ধর্মকে পরিবর্তন করা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিয়ে কাফিরদের হাত হতে পবিত্র করব এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করব।

বাস্তবে হয়েছিলও তাই। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর সঙ্গী সাথীদের কয়েকটি দল হয়ে যায়। একটি দল ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলে স্বীকার করে, আর তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, তিনি মহান আল্লাহর এক দাসীর পুত্র।

তাদের মধ্যে আর একটি দল সীমা অতিক্রম করে বসে এবং তারা বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) অন্য একটি দল স্বয়ং তাঁকেই আল্লাহ বলে। আবার একদল তিন আল্লাহর মধ্যে তাঁকে এক আল্লাহ বলে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা খণ্ডনও করেছেন। তিনশ’ বছর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকে। তারপর গ্রীক রাজাদের মধ্যে কুসতুনতান নামক এক রাজা, যে একজন দার্শনিক ছিল; বলা হয় যে, শুধুমাত্র ঈসার (আঃ) দীনকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই এক কৌশল অবলম্বন করে কপটতার আশ্রয় নিয়ে এ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। সে ঈসার (আঃ) ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সে ওর ভিতর হ্রাস বৃদ্ধিও করেছিল। সে বহু আইন কানুন আবিষ্কার করেছিল। ‘আমান-ই-কুবরা’ও তারই আবিষ্কার, যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম বিশ্বাস ভঙ্গতা। সে তার যুগে শূকরকে বৈধ করে নিয়েছিল। তারই আদেশে খৃষ্টানগণ পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে থাকে। সে‘ই গীর্জা, উপাসনালয় প্রভৃতির মধ্যে ছবি বানিয়ে নেয় এবং নিজের এক পাপের কারণে সিয়ামের মধ্যে দশটি সিয়াম বেশি করে। মোট কথা, তার যুগে ঈসার (আঃ) ধর্ম ঈসায়ী ধর্মরূপে অবশিষ্ট ছিলনা, বরং ওটা ‘দীন-ই কুসতুনতান’-এ পরিণত হয়েছিল। সে বাহ্যিক যথেষ্ট জাঁকজমক এনেছিল, যেমন সে বারো হাজারেরও বেশি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল এবং নিজের নামে একটি শহরের নাম রেখেছিল কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল)। মালিকিয়াহ দলটি তার সমস্ত কথা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এসব জঘন্য কাজ সত্ত্বেও তারা ইয়াহুদীদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই কাফির হলেও তুলনামূলকভাবে ঐ খৃষ্টানরাই সত্য ও ন্যায়ের বেশি নিকটবর্তী ছিল। তাদের সবারই উপর আল্লাহ তা‘আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা‘আলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মনোনীত রাসূল করে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন জনগণ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের ঈমান ছিল আল্লাহর সত্তার উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর। সুতরাং

প্রকৃতপক্ষে নাবীগণের (আঃ) সত্যানুসারী এরাই অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা এরা নিরক্ষর, আরাবী, সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল যিনি ছিলেন বানী আদমের নেতা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ছিল সমস্ত সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নাবীর সত্যানুসারীদেরকে ‘আমার উম্মাত’ বলার দাবীদার ছিলেন তিনিই। কারণ যারা নিজেদেরকে ঈসার (আঃ) উম্মাত বলে দাবী করত তারা ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছিল। তা ছাড়া শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মও ছিল পূর্বের সমস্ত শারীয়াতকে রহিতকারী। এ ধর্ম কিয়ামাত পর্যন্ত রক্ষিত থাকবে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশও পরিবর্তিত হবেনা। এ জন্যই এ আয়াতের অঙ্গীকার অনুসারে মহান আল্লাহ এ উম্মাতকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং এরা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ ‘উম্মাতে মুহাম্মাদী’ই বহু দেশ পদদলিত করে, বড় বড় অত্যাচারী ও শক্তিশালী কাফিরদের মস্তক ছিন্ন করে। অর্থ-সম্পদ তাদের পদতলে গড়িয়ে পড়ে। বিজয় ও গানীমাত তাদের পদ-চুম্বন করে। বহু যুগের পুরাতন সাম্রাজ্যের সিংহাসনগুলো এরা পরিবর্তন করে দেয়। পারস্য সম্রাট কিসরার জাঁকজমক পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং তার সুন্দর সুন্দর উপাসনাগারগুলি এদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রোমান সম্রাট কাইসারের মুকুট ও সিংহাসন এ মুসলিমবাহিনীর আক্রমণে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে। তাদের ধন-ভাণ্ডার মুসলিমরা দখল করে আল্লাহর সম্ভৃতি ও সত্য নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে প্রাণ খুলে খরচ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অঙ্গীকার লোকেরা উদীয়মান সূর্য ও পূর্ণিমার চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবেনা। (সূরা নূর. ২৪ : ৫৫) ঈসার (আঃ) দুর্নামকারীরা এবং তাঁর নামে শাইতানের পূজারীরা বাধ্য হয়ে সিরিয়ার শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং কোলাহলময় শরহগুলো এক আল্লাহর বন্দেগীকারীদের হাতে সমর্পণ করে অসহায় অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে রোম সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরে সেখান হতে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে বের করে দেয়া হয় এবং অবশেষে তারা স্থায়ী বাদশাহর বিশেষ শহর কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর সেখান হতেও তাদেরকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ইনশাআল্লাহ মুসলিমরা কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের উপর বিজয়ীই থাকবে। সমস্ত সত্যবাদীর নেতা যাঁর সত্যবাদিতার উপর মহান আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েই দিয়েছেন যা চিরদিন অটল থাকবে, তিনি বলেন যে, তাঁর উম্মাত কনস্টান্টিনোপল জয় করবে এবং তথাকার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাদের অধিকারে আসবে। (ইবন কাসীরের (রহঃ) মৃত্যুর পর তা অধিকারে এসেছিল)

অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ইহকাল ও পরকালের ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ

(নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব এবং অবিশ্বাসকারীদের হতে তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিন পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে

বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব।) যেসব ইয়াহুদী ঈসাকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং যেসব খৃষ্টান তাঁর সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলেছিল, দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয়েছে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর পরকালে তাদের জন্য যেসব শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও তাদের চিন্তা করা উচিত। যেখানে তাদেরকে না কেহ রক্ষা করতে পারবে, না কেহ কোন সাহায্য করতে পারবে। তাই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে :

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنِّ وَقٍ

এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৪) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'হে নাবী! ঈসা এবং তাঁর জনের প্রাথমিক অবস্থার প্রকৃত রহস্য এটাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা লাউহে মাহফুয হতে অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই। যেমন সূরা মারইয়ামে বলেন :

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۚ سُبْحٰنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন : 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৪-৩৫)

৫৯। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল।

৫৯. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

৬০। এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্ত

৬০. الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن

ভুক্ত হযোনা ।	مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
<p>৬১। অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে - তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল : এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি - অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক ।</p>	<p>৬১. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ</p>
<p>৬২। নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, নিশ্চয়ই সেই আল্লাহ বিজ্ঞানময়, মহাপরাক্রান্ত ।</p>	<p>৬২. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>
<p>৬৩। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ দুষ্কার্যকারীদের জ্ঞাত আছেন ।</p>	<p>৬৩. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ</p>

আদম (আঃ) এবং ইসার (আঃ) সৃষ্টি একই রকমের

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (আঃ) আমি বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছি বলেই কি তোমরা খুব বিস্ময়বোধ করছ? তার পূর্বে তো আমি আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি, অথচ তার বাবাও ছিলনা, মা'ও ছিলনা। বরং তাকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, 'হে আদম! তুমি 'হও', আর তেমনি সে হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাবা-মায়ে সৃষ্টি করতে পেরেছি তখন শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন কাজ? সুতরাং শুধু বাবা না হওয়ার কারণে যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখতে পারে, তাহলে তো আদম আল্লাহ তা'আলার পুত্র হওয়ার আরও বেশি দাবীদার। (নাউজুবিল্লাহ) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার করনা। অতএব ঈসাকে (আঃ) এ মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উত্তম। কেননা পুত্রত্বের দাবীর অসারতা ওখানের চেয়ে এখানেই বেশি স্পষ্ট। কারণ এখানে তো মা আছে, কিন্তু ওখানে মা ও বাবা কেহ ছিলনা। এগুলি প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদমকে (আঃ) নারী-পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হাওয়াকে (আঃ) শুধু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসাকে (আঃ) শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ

এবং তাকে (ঈসাকে (আঃ)) আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ২১) আর এখানে বলেন, الْحَقُّ مِنْ (এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েনা) ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা এটাই। এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থানই নেই।

মুবাহলার চ্যালেঞ্জ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ

যদি কোন লোক ঈসার ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তুমি তাদেরকে ‘মুবাহালার’ (পরস্পর বদ দু’আ করার) জন্য আহ্বান করে বল : ‘এসো আমরা উভয় দল আমাদের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে মুবাহালার জন্য বেরিয়ে যাই এবং আল্লাহ তা’আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ষণ করুন’।

‘মুবাহালা’য় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ। ঐ লোকেরা এখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা’আলার অংশীদার এবং তাঁর পুত্র। (নাউয়িবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন ও তাদের কথার উত্তরে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব ‘সীরাতে’ লিখেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও নিজ নিজ পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খৃষ্টানরা প্রতিনিধি হিসাবে ষাটজন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করে, যাদের মধ্যে চৌদ্দজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হল : (১) আকিব, যার নাম ছিল আবদুল মাসীহ, (২) সায্যিদ, যার নাম ছিল আইহাম, (৩) আবু হারিসা ইব্ন আলকামা, যে ছিল বাকর ইব্ন ওয়েলের ভাই, (৪) ওয়ায়িস ইব্ন হারিস, (৫) যায়িদ, (৬) কায়িস, (৭) ইয়াযীদ, (৮) নাবিহ ও (৯) তার দু’টি পুত্র (১০) খুয়াইলিদ, (১১) আমর, (১২) খালিদ, (১৩) আবদুল্লাহ এবং (১৪) ইউহান্না।

এ চৌদ্দজন ছিল তাদের নেতা এবং এদের মধ্যে আবার তিনজন বড় নেতা ছিল। তারা হচ্ছে : (১) আকিব, এ লোকটি ছিল কাওমের আমীর এবং তাকে জ্ঞানী ও পরামর্শদাতা হিসাবে গণ্য করা হত, আর তার অভিমতের উপরেই জনগণ নিশ্চিত থাকত। (২) সায্যিদ, এ লোকটি ছিল তাদের একজন বড় পাদরী ও উঁচু দরের শিক্ষক। সে বানু বাকর ইব্ন ওয়েলের আরাব গোত্রভুক্ত ছিল। কিন্তু সে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। রোমকদের নিকট তার খুব সম্মান ছিল। তারা তার জন্য বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করেছিল। তার ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে তারা অত্যন্ত খাতির সম্মান করত এবং অনেক আর্থিক সাহায্য করত। (ইব্ন হিশাম ২/২২২) সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিল।

কারণ সে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁর বিশেষণ সম্বন্ধে পড়েছিল। অন্তরে সে তাঁর নাবুওয়্যাতকে স্বীকার করত। কিন্তু খৃষ্টানদের নিকট তাঁর যে খাতির-সম্মান ছিল তা লোপ পেয়ে যাওয়ার ভয়ে সে সুপথের দিকে আসতনা এবং (৩) হারিসা ইব্ন আলকামা। মোট কথা, এ প্রতিনিধি দল মাসজিদে নাববীতে উপস্থিত হয় এবং সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করে মাসজিদে বসা ছিলেন। এ লোকগুলো মূল্যবান পোশাক পরিহিত ছিল এবং তাদের গায়ে ছিল সুন্দর ও নরম চাদরসমূহ। তাদেরকে দেখে বানু হারিস ইব্ন কা’বের বংশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, ওদের পরে ঐরকম জাঁকজমকপূর্ণ আর কোন প্রতিনিধি কখনও আসেনি।

মুখপাত্র হিসাবে নিম্নের তিনজনই কথা বলছিল : (১) হারেসা ইব্ন আলকামা, (২) আকিব অর্থাৎ আবদুল মাসীহ এবং (৩) সায়্যিদ অর্থাৎ আইহাম। এরা শাহী মাযহাবের লোক ছিল বটে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ রাখত। ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের তিনটি ধারণা ছিল। অর্থাৎ তিনি নিজেই আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং তিন আল্লাহর মধ্যে এক আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ অপবিত্র কথা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় সমস্ত খৃষ্টানেরই এ বিশ্বাস। ঈসার (আঃ) আল্লাহ হওয়ার দলীল তাদের নিকট এই ছিল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, অন্ধদেরকে দৃষ্টি দান করতেন, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন, ভবিষ্যতের সংবাদ দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখী তৈরী করে ওতে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। এর উত্তর এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার হুকুমই এ সমস্ত কাজ তাঁর দ্বারা প্রকাশ পেত। কারণ এই যে, যেন তাঁর কথা সত্য হওয়ার উপর এবং ঈসার (আঃ) নাবুওয়্যাতের উপর তাঁর নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

যারা তাঁকে আল্লাহ তা‘আলার পুত্র বলত তাদের দলীল এই যে, তাঁর পিতা ছিলনা এবং তিনি দোলনা হতে কথা বলেছেন, যা তাঁর পূর্বে কখনও ঘটেনি। আর তিন আল্লাহর তৃতীয় আল্লাহ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কালামে বলেন : ‘আমরা করেছি, আমাদের নির্দেশ, আমাদের সৃষ্ট, আমরা মীমাংসা করেছি ইত্যাদি।’ সুতরাং যদি আল্লাহ একজনই হতেন তাহলে এরূপ না বলে বরং বলতেন : ‘আমি করেছি, আমার নির্দেশ, আমার সৃষ্ট, আমি মীমাংসা করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আল্লাহ তিনজন। একজন স্বয়ং আল্লাহ, দ্বিতীয় জন মারইয়াম এবং তৃতীয় জন ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তা‘আলা ঐ অত্যাচারী কাফিরদের কথা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এ তিনজন পাদরীর সাথে আলোচনা

শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন : ‘তোমরা মুসলিম হয়ে যাও।’ তখন তারা বলে : ‘আমরা তো স্বীকারকারী রয়েছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘না, না, তোমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছি।’ তারা বলে, ‘আমরা তো আপনার পূর্বকার মুসলিম।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘না, তোমাদের এ ইসলাম গ্রহণীয় নয়। কেননা তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সন্তান সাব্যস্ত করে থাক, ত্রুশের পূজা কর এবং শূকর খেয়ে থাক।’ তারা বলে, ‘আচ্ছা, তাহলে বলুন তো ঈসার (আঃ) পিতা কে ছিলেন?’ এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকেন এবং প্রথম হতে আশিটিরও বেশি আয়াত তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়। ইবন ইসহাক (রহঃ) এগুলির সংক্ষিপ্ত তাফসীর বর্ণনা করার পর লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলি পাঠ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। মুবাহালার আয়াতটি পাঠ করে তাদেরকে বলেন : ‘তোমরা যদি স্বীকার না কর তাহলে এসো আমরা ‘মুবাহালা’য় বের হই। এ কথা শুনে তারা বলে, ‘হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে কিছুদিন সময় দিন। আমরা পরস্পর পরামর্শ করে আপনাকে এর উত্তর দিব।’

এরপর তারা নির্জনে বসে আকিবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে যাকে তাদের মধ্যে বড় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মনে করা হত। সে তার শেষ সিদ্ধান্তের কথা নিম্ন লিখিত ভাষায় স্বীয় সঙ্গীদেরকে শুনিয়ে দেয়, ‘হে খৃষ্টানের দল! তোমরা নিশ্চিতরূপে এটা জেনেছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সত্য রাসূল। তোমরা এটাও জান যে, ঈসার (আঃ) মূলতত্ত্ব তাই যা তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছো। আর তোমরা এটাও খুব ভাল জান যে, যে সম্প্রদায় নাবীর সাথে পরস্পর অভিসম্পাত দেয়ার কাজে অংশ নেয় সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় কেহ বাকি থাকেনা, বরং সবাই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। যদি তোমরা ‘মুবাহালা’র জন্য অগ্রসর হও তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করে নাও। আর যদি তোমরা কোনক্রমেই এ ধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হও এবং ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণা রয়েছে ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করে স্বদেশে ফিরে যাও। অতএব তারা এ পরামর্শ করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে : ‘হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার সাথে ‘মুবাহালা’ করতে প্রস্তুত নই। আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন এবং আমরা আমাদের ধারণার উপর

রয়েছি। আপনি আমাদের সাথে আপনার সহচরদের মধ্য হতে এমন একজনকে প্রেরণ করুন যার উপর আপনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি আমাদের আর্থিক বিবাদের মীমাংসা করে দিবেন। আপনারা আমাদের দৃষ্টিতে খুবই পছন্দনীয়।’ (ইবন হিশাম ২/২২৩)

সহীহ বুখারীতে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দু’জন নেতা আ’কিব ও সাযিদ্ ‘মুবাহালা’র জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। কিন্তু একজন অপরজনকে বলে : ‘এ কাজ করনা। আল্লাহর শপথ! যদি ইনি নাবী হন আর আমরা তাঁর সাথে ‘মুবাহালা’ করি তাহলে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিসহ ধ্বংস হয়ে যাব।’ সুতরাং তারা একমত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে : ‘জনাব! আপনি আমাদের নিকট যা চাবেন আমরা তা প্রদান করব। আপনি আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করুন এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত লোককেই পাঠাতে হবে।’ তিনি বলেন :

‘তোমাদের সাথে আমি বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করব, যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ত লোকই বটে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকে নির্বাচন করেন এটা দেখার জন্য তাঁর সহচরবর্গ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেন : ‘হে আবু উবাইদাহ! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।’ তিনি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এ লোকটিই এ উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী ৭/৬৯৫)

সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক থাকে এবং এ উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক হচ্ছে আবু উবাইদাহ ইব্নুল জাররাহ (রাঃ)। (ফাতহুল বারী ৭/৬৯৬) মুসনাদ আহমাদে ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত আবু জাহল বলেছিল : ‘আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা’বায় সালাত আদায় করতে দেখতাম তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।’ বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘সে যদি এরূপ করত তাহলে সবাই দেখতে পেত যে, মালাইকা তারই গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন এবং যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যুর আকাংখা করত তাহলে অবশ্যই তাদের মৃত্যু এসে যেত, আর তারা তাদের স্থান জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখে নিত। যেসব খৃষ্টানকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, যদি তারা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুবাহালার জন্য বের হত তাহলে তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ ও ছেলে/মেয়েকে পেতনা। (আহমাদ ১/২৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৯৫, তিরমিযী ৯/৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ إِنَّا سَمِعْنَا آمِينَ يَا كَيْدُ بَرْنَا كَرِهِي
তা অতীব সত্য। এতে চুল পরিমাণও কম/বেশি নেই। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই ইবাদাতের যোগ্য, অন্য কেহ নয়। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহান বিজ্ঞানময়। কিন্তু এখনও যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য কিছু মানতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা বাতিলপন্থী ও বিবাদীদেরকে ভাল করেই জানেন। তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি পবিত্র ও প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁর শাস্তি হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

৬৪। তুমি বল : হে আহলে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত না করি এবং তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কেহকে রাব্ব রূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে বল : সাক্ষী থেকে যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পনকারী)।

٦٤. قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا
وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اَللّٰهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ
اَللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا
اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

সকলের জানা উচিত ‘তাওহীদ’ কী

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ (তুমি বল : হে আহলে কিতাব!)

আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো) ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং ঐ প্রকারের লোকদেরকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে।

كَلِمَةٍ শব্দের প্রয়োগ جُمْلَةٌ مُفِيدَةٌ-এর উপর হয়ে থাকে। যেমন এখানে

سَوَاءٌ বলার পর سَوَاءٌ أَيْنِنَّا وَيَيْنَكُمْ বলে ওর বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

সব শব্দের অর্থ হচ্ছে সমান। অর্থাৎ যাতে মুসলিম ও ইয়াহুদ-খৃষ্টান সবাই সমান।

অতঃপর ওর তাফসীর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘ওটা এই যে, মানুষ এক

আল্লাহরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে না কোন মূর্তি/প্রতিমার উপাসনা করবে, না

ক্রুশের পূজা করবে, আর না পূজা করবে কোন ছবির। না আল্লাহ ছাড়া আগুনের

পূজা করবে, আর না অন্য কোন জিনিসের উপাসনা করবে। বরং তারা এক এবং

অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করবে। সমস্ত নাবী (আঃ) মানুষকে এ আহ্বানই

জানিয়েছিলেন। ঘোষিত হয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশিয়া, ২১ : ২৫) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) অতঃপর বলা হচ্ছে :

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

আমরা একে অপরকে প্রভু বানিয়ে নিবনা।’ ইবন জুরায়েজের (রহঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে : ‘আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করবনা।’ ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আমরা আল্লাহ ছাড়া আর

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ।’
 অতঃপর তারা যদি এ ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানেও সাড়া না দেয় তাহলে ‘হে মুসলিমগণ! তোমরা যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছ ঐ লোকদেরকে তার সাক্ষী বানিয়ে নাও ।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরাক্লিয়াসের কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা ছিল : পরম করুণাময় ও অসীম কৃপানিধান আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের কাছ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে শান্তি লাভ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে সমস্ত প্রজাদের পাপ আপনার উপর আপতিত হবে।’ অতঃপর এ আয়াতটিই লিখেছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ মনীষী লিখেছেন যে, এ সূরা অর্থাৎ সূরা আলে ইমরানের প্রথম হতে শুরু করে কিছু কম/বেশি আশি পর্যন্ত আয়াতগুলি নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম এ লোকগুলোই জিযিয়া কর প্রদান করে এবং এ বিষয়ে মোটেই মতবিরোধ নেই যে, জিযিয়ার আয়াতটি মাক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ আয়াতটি কি মাক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করে এ আয়াতটি হিরাক্লিয়াসের পত্রে লিখলেন? এর উত্তর কয়েক প্রকারের দেয়া যেতে পারে। প্রথম এই যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি দু’বার অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ একবার হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার মাক্কা বিজয়ের পর। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হয়তো সূরার প্রথম হতে এ আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত আয়াতগুলি নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এ আয়াতটি পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এ অবস্থায় ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) ‘আশির উপর আরও কিছু আয়াত’ এ উক্তি রক্ষিত হয়না। কেননা আবু সুফইয়ান (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ উল্টা। তৃতীয় উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নাজরানের প্রতিনিধিদল হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে এসেছিল এবং তারা যা কিছু দিতে সম্মত হয়েছিল তা হয়ত মুবাহালা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্ধি হিসাবেই দিয়েছিল, জিযিয়া হিসাবে নয়। আর এটাইতো সর্বসম্মত কথা যে, জিযিয়ার আয়াত এ ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে ওর সাদৃশ্য এসে যায়। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) বদরের পূর্বকাল যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন এবং এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকী অংশ

সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অতঃপর গানীমাতের মাল বন্টনের আয়াতগুলিও ওর অনুরূপই অবতীর্ণ হয় এবং এ নির্দেশই দেয়া হয়। চতুর্থ উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পত্র হিরাক্লিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এ কথাগুলো নিজের পক্ষ হতেই লিখেছিলেন, অতঃপর তাঁর ভাষায়ই অহী অবতীর্ণ হয়। যেমন উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) পর্দার নির্দেশের ব্যাপারে ঐ রকমই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দী হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও উমারের (রাঃ) মতের অনুরূপই আয়াত নাযিল হয়। মুনাফিকদের জানাযার সালাত না আদায় করার ব্যাপারেও তার মতের অনুরূপ নির্দেশ জারী করা হয়।

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

এবং মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৫)

عَسَىٰ رَبُّهُٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৫) মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানানোর ব্যাপারেও এরূপই অহী অবতীর্ণ হয়।

<p>৬৫। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন বিতর্ক করছ? অথচ তার পরে ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়নি, তবুও কি তোমরা বুঝছনা?</p>	<p>৬৫. يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖۙۤ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ</p>
<p>৬৬। হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল তা নিয়েও তোমরা কলহ</p>	<p>৬৬. هَآنَتُمْ هَآؤُلَآءِ</p>

<p>করেছিলে, কিন্তু যদ্বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই তা নিয়ে তোমরা কেন কলহ করছ এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নও।</p>	<p>حَاجَّجْتُكُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ</p>
<p>৬৭। ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।</p>	<p>৬৭. مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ</p>
<p>৬৮। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী এবং (তার সাথে) মু'মিনগণ; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক।</p>	<p>৬৮. إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لِلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ</p>

ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম নিয়ে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে মতবিরোধ

ইয়াহুদীরা বলত যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলত যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন এবং এ কথা নিয়ে তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করত। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে তাদের ঐ দাবীকে খণ্ডন করেছেন। ইবন

আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নাজরান হতে আগত খৃষ্টানদের নিকট একদল ইয়াহুদী আলেম আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই তারা কলহ আরম্ভ করে দেয়। প্রত্যেক দলেরই এ দাবী ছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে বলা হয় :

... يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ

কি করে ইবরাহীমকে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত বলছ? অথচ তার যুগে তো মূসাও ছিলেননা এবং তাওরাতও ছিলনা। মূসা এবং তাওরাত তো ইবরাহীমের পরে এসেছে। অনুরূপভাবে হে খৃষ্টানের দল! তোমরা ইবরাহীমকে কিরূপে খৃষ্টান বলছ? অথচ খৃষ্ট ধর্ম তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে প্রকাশ পেয়েছে। এ মোটা কথাটা বুঝার মতও কি তোমাদের জ্ঞান নেই? (তাবারী ৬/৪৯০) অতঃপর এ দু’টি দল যে কিছু না জেনেও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা ভর্ৎসনা করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাদের রয়েছে তা নিয়ে যদি তারা কলহ করত তাহলে কিছুটা খাপ খেতো। কিন্তু তারা এমন বিষয় নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়েছে, যে বিষয়ে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়টি সর্বজ্ঞাত আল্লাহকেই তাদের সমর্পণ করা উচিত, যিনি প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। একমাত্র মহান আল্লাহর প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। এ জন্যই তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও ছিলেননা এবং খৃষ্টানও ছিলেননা। বরং তিনি অংশীবাদকে ঘৃণা করতেন এবং মুশরিকদের হতে বহু দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার। তিনি কখনও মুশরিক ছিলেননা।’ এ আয়াতটি সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির মত :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহলেই সুপথ প্রাপ্ত হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৩৫) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِّلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

ইবরাহীমের অনুসরণের বেশি দাবীদার ঐ সব লোক যারা তাঁর যুগে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখন এ নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী মু‘মিনদের দল, যারা হচ্ছে মুহাজির ও আনসার এবং তাদের

পরেও কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর অনুসারী যত লোক আসবে। সাঈদ ইব্ন মানসুর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘প্রত্যেক নাবীর (আঃ) অন্তরঙ্গ বন্ধু নাবীগণের (আঃ) মধ্য হতে হয়ে থাকে এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছেন নাবীগণের মধ্য হতে আমার পিতা, আল্লাহ তা‘আলার বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)।’ অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (সাঈদ ইব্ন মানসুর ৩/১৪৭) তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যে কেহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনবে তার অভিভাবক হবেন আল্লাহ।

<p>৬৯। এবং কিতাবীদের মধ্যে এক দলের বাসনা যে, তোমাদেরকে পথভ্রান্ত করে; কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কেহকে বিপথগামী করেনা এবং তারা তা বুঝছেন।</p>	<p>৬৯. وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ</p>
<p>৭০। হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরাই ওর সাক্ষী।</p>	<p>৭০. يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ</p>
<p>৭১। হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিলিয়ে নিচ্ছ এবং সত্যকে গোপন করছ? অথচ তোমরা তো অবগত আছ।</p>	<p>৭১. يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ</p>

وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

৭২। আর আহলে
কিতাবের মধ্যে একদল
এটাই বলে যে, বিশ্বাস
স্থাপনকারীদের প্রতি যা
অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি
পূর্বাঙ্কে বিশ্বাস স্থাপন কর
এবং অপরাঙ্কে তা অস্বীকার
কর, তাহলে তারা ফিরে
যাবে -

۷۲. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ
عَلَى الَّذِينَ ءَامِنُوا وَجْهَ
النَّهَارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

৭৩। আর যারা তোমাদের
ধর্মের অনুসরণ করে তারা
ব্যতীত অন্যদের বিশ্বাস
করনা। তুমি তাদেরকে বল :
আল্লাহর পথই একমাত্র সুপথ।
এই আহলে কিতাবীরা বিশ্বাস
করেনা যে, তাদের পরিবর্তে
অন্য কারও উপর অহী অবতীর্ণ
হতে পারে। অথবা তারা
তোমার রবের কাছে পৌছা
পর্যন্ত তর্ক/বিতর্ক করতেই
থাকবে। তুমি বল : অনুগ্রহ
আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে
ইচ্ছা ইহা দান করেন এবং
আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণকারী,
মহাজ্ঞানী।

۷۳. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبَعَ
دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ
أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ
يَحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۖ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<p>৭৪। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন স্বীয় করুণা নির্দিষ্ট করেন এবং আল্লাহ মহান, অনুগ্রহশীল।</p>	<p>٧٤. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ</p>
---	--

মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসা এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিকল্পনা

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘ঐ ইয়াহুদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে মুসলিমদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। অতঃপর তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ তারা সত্য জেনে শুনে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে। তাদের বদ-অভ্যাস এও আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। তাদের কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী বর্ণিত আছে, তারা তা গোপন করছে। মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার যেসব পন্থা তারা বের করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন :

تَارَا آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ তারা পরস্পর পরামর্শ করে, ‘তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং মুসলিমদের সাথে সালাত আদায় করবে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে মূর্থদেরও এ ধারণা হবে যে, এরা এ ধর্মের ভিতর কিছু ক্রটি বিদ্যুতি পেয়েছে বলেই এটা গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, অতএব তারাও এ ধর্ম ত্যাগ করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।’ (তাবারী ৬/৫০৮)

মোট কথা, তাদের এটা একটা কৌশল ছিল যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা ইসলাম হতে ফিরে যাবে এই জেনে যে, এ বিদ্বান লোকগুলি যখন ইসলাম গ্রহণের পরেও তা হতে ফিরে গেল তাহলে অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষক্রটি রয়েছে। ঐ লোকগুলি বলত : ‘তোমরা নিজেদের ধর্মের লোক ছাড়া মুসলিমদেরকে বিশ্বাস করনা, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করনা এবং নিজেদের গ্রন্থের কথা তাদেরকে বলনা, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার নিকটও তাদের জন্য ওটা আমাদের উপর দলীল হয়ে যাবে।’ তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। তিনি মু'মিনদের অন্তরকে ঐ প্রত্যেক জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ঐ দলীলগুলির উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও তোমরা নিরক্ষর নাবীর গুণাবলী তোমাদের পূর্বের নাবীদের কিতাব থেকে জেনেও গোপন রাখছ, তথাপি যারা ভাগ্যবান, তাঁরা তাঁর নাবুওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন একবার দেখেই চিনে নিবে। অনুরূপভাবে তারা তাদের লোককে বলত :

تَوَّابُوا أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ তোমাদের নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তা তোমরা মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করনা, তাহলে তারা তা শিখে নিবে, এমনকি তাদের ঈমানী শক্তির কারণে তোমাদের চেয়েও বেড়ে যাবে কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই তারা তোমাদের উপর দোষারোপ করবে এবং তোমাদেরই উপর তোমাদেরই দলীল প্রতিষ্ঠিত করে বসবে।' আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ তোমরা বলে দাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। সমস্ত কাজ তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তিনিই প্রদানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ঈমান, আমল এবং অনুগ্রহ রূপ সম্পদ পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন সত্যপথ হতে অন্ধ, ইসলামের কালেমা হতে বধির এবং সঠিক বোধ হতে বঞ্চিত করেন। তাঁর সমস্ত কাজই নিপুণতাপূর্ণ এবং তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যাকে চান স্বীয় করুণার সাথে নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত নাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ শারীয়াত তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।

৭৫। কিতাবীদের মধ্যে
এরূপ আছে যে, যদি তুমি
তার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও
গচ্ছিত রাখ তবুও সে তা

৭৫. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ

তোমার নিকট প্রত্যর্পণ করবে এবং তাদের মধ্যে এরূপও আছে যে, যদি তুমি তার নিকট একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ তাহলে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবেনা যে পর্যন্ত তুমি তার শিরোপরি দন্ডায়মান থাক। কারণ তারা বলে যে, আমাদের উপর ঐ অশিক্ষিতদের কোন দায় দায়িত্ব নেই এবং তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যা তারাও জানে।

تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ
قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ
عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

৭৬। হ্যাঁ, যারা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও সংযত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে ভালবাসেন।

৭৬. بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

ইয়াহুদীরা কতখানি বিশ্বাসী

ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে, এখানে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না পড়ে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্যই বিশ্বস্ত রয়েছে, কিন্তু কেহ কেহ বড়ই আত্মসাৎকারী। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি রাশি সম্পদ রাখলেও সে যেমনভাবে দেয়া হয়েছিল তেমনভাবেই প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু কেহ কেহ এত বড় আত্মসাৎকারী যে, তার নিকট শুধুমাত্র একটি ‘দীনার’ গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দিবেনা। তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা দেয়া

হয় তাহলে হয়তো ফিরিয়ে দিবে, নচেৎ একেবারে হজম করে নিবে। সে যখন একটা দীনারেরও লোভ সামলাতে পারলনা তখন বেশি সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত রাখলে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। **فَنَظَارٌ** শব্দটির পূর্ণ তাফসীর সূরার প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে। আর দীনারের অর্থতো সর্বজন বিদিত।

আহলে কিতাবের ভুল ধারণা এই ছিল যে, অশিক্ষিতদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করলে কোন দোষ নেই, ওটা তাদের জন্য বৈধ। তাদের এ বদ ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কেননা ওটা যে তাদের জন্য বৈধ নয় তা তারাও জানে। আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, শা'শাহ ইব্ন ইয়াজিদ (রহঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন : 'জিহাদের অবস্থায় কখনও কখনও আমরা জিম্মী কাফিরদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি পেয়ে থাকি এবং মনে করি যে, ঐগুলো গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই (এতে আপনার মত কি?)।' তিনি বলেন : 'কিতাবধারীরাও ঠিক এ কথাই বলত, **لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ** মূর্খদের সম্পদ গ্রহণে কোন দোষ নেই। জেনে রেখ যে, যখন তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে তখন তাদের কোন সম্পদ তোমাদের জন্য বৈধ হবেনা। তবে যদি তারা খুশি মনে দেয় তা অন্য কথা'। (তাফসীর আবদুর রায্যাক ১/১২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'কিছ্র যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পূরা করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আর আহলে কিতাব হয়েও স্বীয় ধর্মগ্রন্থের হিদায়াত অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে, যে অঙ্গীকার সমস্ত নাবীর (আঃ) নিকট হতে নেয়া হয়েছিল এবং যে অঙ্গীকার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁদের উম্মাতগণের উপরও রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবৈধকৃত জিনিস হতে দূরে থাকে, তাঁর শারীয়াতের অনুসরণ করে এবং নাবীগণের (আঃ) নেতা শেষ নাবী মুহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, নিশ্চয়ই সেই মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরলোকে তাদের কোনই অংশ নেই এবং উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেননা এবং পরিশুদ্ধও করবেননা। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

اللَّهُ وَأَيَّمَنِهٖمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই

গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গীকারের কোন ধার ধারেনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেনা, তাঁর গুণাবলীর কথা জনগণের সামনে প্রকাশ করেনা, তাঁর সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেনা এবং মিথ্যা শপথ করে থাকে আর এসব জঘন্য কাজের বিনিময়ে এ নশ্বর জগতে কিছু উপকার লাভ করে, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেননা। তাদেরকে তিনি পাপ হতে পবিত্রও করবেননা, বরং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিবেন। সেখানে তারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি হাদীস এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে :

(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা না কথা বলবেন, না তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন।’ এ কথা শুনে আবু যার (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ লোকগুলো কারা? এরা তো বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার এ কথাই বলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দেন : (১) যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় বুলিয়ে

দেয়, (২) মিথ্যা শপথ করে যে নিজের পণ্য বিক্রি করে এবং (৩) দান করার পরে যে তা প্রকাশ করে।' (আহমাদ ৫/১৪৮, মুসলিম ১/১০২, আবু দাউদ ৪/৩৪৬, তিরমিযী ৪/১০৪, নাসাঈ ৭/২৪৫, ইব্ন মাজাহ ২/৭৪৪)

(২) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, কিন্দাহ গোত্রের ইমরুল কায়েস নামের এক লোকের সঙ্গে হাযরে মাউতের একটি লোকের জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন : 'হাযরামী ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করুক।' তার নিকট কোন প্রমাণ ছিলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'কিন্দাহ ব্যক্তি শপথ নিক।' তখন হাযরামী লোকটি বলে : 'আপনি যখন তার শপথের উপরেই ফাইসালা করলেন তখন কা'বার প্রভুর শপথ করে আমি বলতে পারি যে, সে আমার জমি নিয়ে নিবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কারও সম্পদ নিজের করে নিবে সে যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হবেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন ইমরুল কায়েস বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি কেহ তার দাবী ছেড়ে দেয় তাহলে সে কি ধরনের প্রতিদান পাবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'জান্নাত।' সে বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি তাকে সমস্ত ভূমি ছেড়ে দিলাম।' (আহমাদ ৪/১৯১, নাসাঈ ৩/৪৮৬)

(৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশে মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হবেন।' আশ্'আস (রাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! এটা আমারই সম্বন্ধে। আমার ও একজন ইয়াহুদীর মধ্যে ভাগে এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করে বসে। আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বললেন : 'তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?' আমি বললাম : না। তিনি ইয়াহুদীকে শপথ করতে বলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি শপথ করে আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/৩৭৯, ফাতহুল বারী ৫/৩৩৬, মুসলিম ১/১২২)

(৪) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তিন ব্যক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা’, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১) প্রথম ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে কিন্তু কোন মুসাফিরকে সে তা প্রদান করেনা। (২) দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে মিথ্যা শপথ করে স্বীয় সম্পদ বিক্রি করে। (৩) তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে মুসলিম শাসকের হাতে বাইআত গ্রহণ করে, অতঃপর যদি শাসক তাকে সম্পদ প্রদান করেন তাহলে সে বাইআত পূরা করে এবং সম্পদ না দিলে তা পূরা করেনা।’ (আহমাদ ২/৪৮০, আবু দাউদ ৩/৭৪৯, তিরমিযী ৫/২১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৭৮। আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুক্ষিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে, যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়; এবং তারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত, অথচ ওটা আল্লাহর নিকট হতে নয়, এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তারাও তা অবগত আছে।

۷۸. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودْنَ
الْكِتَابَ بِالْكَتَبِ لِتَحْسَبُوهُ
مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ
الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ইয়াহুদীরা আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করেছে

এখানেও ঐ অভিশপ্ত ইয়াহুদীদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে একটি দল এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা‘আলার কথাকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়, তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পরিবর্তন করে এবং প্রকৃত অর্থ ও সঠিক ভাবার্থ বিকৃত করে। আর এর মাধ্যমে তারা মূর্খদেরকে এই চক্রে ফেলে দেয় যে,

এটাই আল্লাহর কিতাব। আবার তারা ওটাকে আল্লাহর কিতাবের নাম দিয়ে পাঠ করে তাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ তারা জেনে শুনে এভাবে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। এখানে ভাষাকে বক্র বা কুণ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করে দেয়া। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৩৬১)

সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকগুলি আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করে দিত এবং সরিয়ে দিত। সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের কোন শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। ঐ লোকগুলো অর্থ পরিবর্তন করত এবং বাজে ব্যাখ্যা করত। অহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল ঐ রূপই রয়েছে, যে রূপ আল্লাহ তা‘আলা ওগুলি অবতীর্ণ করেছেন। ওগুলির একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু ঐ লোকেরা অর্থের পরিবর্তন, মনগড়া ব্যাখ্যা করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করত। তারা নিজেদের পক্ষ হতে সে পুস্তকগুলো লিখত এবং আল্লাহ তা‘আলার কিতাব বলে প্রচার করত, ওগুলো দ্বারাও লোকদেরকে বিপথে চালিত করত। অথচ ওগুলো আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলার পক্ষ হতে ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার প্রকৃত কিতাবগুলি রক্ষিতই রয়েছে, ঐগুলি কখনও পরিবর্তিত হবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম) অহাবের (রহঃ) এ ঘোষণার ভাবার্থ যদি এই হয় যে, তাদের নিকট এখন যে গ্রন্থসমূহ রয়েছে তাহলে তো আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ওগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং ওগুলো হ্রাস/বৃদ্ধি করা হতে মোটেই পবিত্র নয়। অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে যেগুলো আমাদের হাতে এসেছে ওগুলো তো খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং এগুলোর মধ্যে খুবই বাড়াবাড়ি আছে ও মূল কিতাব হতে বহু ঘাটতিও রয়েছে। তাছাড়া ওগুলোর মধ্যে স্পষ্ট সন্দেহ ও প্রকাশ্য ত্রুটি বিদ্যমান। আর যদি অহাবের (রহঃ) ঘোষণার ভাবার্থ হয় আল্লাহ তা‘আলার কিতাব, অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কিতাব, তাহলে তা নিঃসন্দেহে রক্ষিত রয়েছে। ওর মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবই নয়।

৭৯। এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ যাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও নাবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে মানবমন্ডলীর

৭৭. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ

মধ্যে বলে - তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও; বরং বলবে : রবের ইবাদাতকারী হও - কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষা দান কর এবং গুটা পাঠ করে থাক।

يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا
رَبِّنِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
أَلِكْتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

৮০। আর তিনি আদেশ করেননা যে, তোমরা মালাক/ফেরেশতা ও নাবীগণকে রাক্ষ রূপে গ্রহণ কর; তোমরা আত্মসমর্পণকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীতে ফিরে যাবার আদেশ করবেন?

১০. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا
أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ

কোন নাবীই তাঁকে কিংবা অন্য কেহকে

আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদাত করতে বলেননি

বলা হয়েছে, ‘কোন মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় নয় যে, ধর্মীয় গ্রন্থ, নাবুওয়াত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের পর সে মানুষকে স্বীয় ইবাদাতের জন্য আহ্বান করে।’ এত বড় বড় নাবী যাঁদেরকে এত বেশি শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করা হয়েছে, তাঁদেরকেই যখন মানুষের ইবাদাত গ্রহণের মর্যাদা দেয়া হয়নি তখন অন্য লোক কোন মুখে মানুষকে নিজের ইবাদাতের জন্য আহ্বান করতে পারে? এখানে এটা বলার কারণ এই যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পরের মধ্যেই একে অপরের ইবাদাত করত। পবিত্র কুরআনই তার সাক্ষী। ইরশাদ হচ্ছে :

اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَزُهَبَنَّهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৩১) মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত্ তিরমিযীর এ

হাদীসও আছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেন যে, তারা তো তাদের পূজা করতনা। তখন তিনি বলেন : ‘কেন নয়? তারা তাদের উপর হারামকে হালাল করত এবং হালালকে হারাম করত এবং লোকেরা ওদের কথা মেনে চলত। এটাই ছিল তাদের ইবাদাত।’ সুতরাং মূর্খ দরবেশ এবং নির্বোধ আলেমরা এ ধমকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী আলেমগণ এটা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা তাঁরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই প্রচার করে থাকেন এবং ঐ সব কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখেন যেসব কাজ হতে নাবীগণ (আঃ) বিরত রাখতেন। নাবীগণ তো হচ্ছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে দূত স্বরূপ। তাঁরা তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্যের কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করেন এবং আল্লাহ তা‘আলার আমানাত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছে থাকেন। রাসূলদের সুপথ প্রদর্শন হচ্ছে মানুষকে তার প্রভুর ইবাদাতকারী বানিয়ে দেয়া। এর মাধ্যমে তারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মুত্তাকী এবং সাওয়াবকারী হয়ে যায়। যাহহাক (রহঃ) বলেন, ‘কুরআনুল কারীম শিক্ষাকারীদের উপর এ দাবী রয়েছে যে, তারা যেন বিবেচক হয়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

سَ لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا

যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত কর, সে আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত রাসূলই হোক বা তাঁর নৈকট্য লাভকারী মালাকই হোক। এ কথা ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে কুফরী করে এবং কুফরী করা নাবীগণের (আঃ) কাজ নয়। তাদের কাজ তো হচ্ছে ঈমানের দিকে দা‘ওয়াত দেয়া। আর ঈমান হচ্ছে একক আল্লাহর ইবাদাত করার নাম। নাবীগণের কণ্ঠে এ শব্দই উচ্চারিত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশিয়া, ২১ : ২৫) অন্য জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে :

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا
يَعْبُدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৫) মালাইকার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন :

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ
نَجْزِي الظَّالِمِينَ

তাদের মধ্যে যে বলবে : আমিই মা'বুদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৯)

৮১। এবং আল্লাহ যখন নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও

৮১. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

বলেছিলেন : তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন : তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ
ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ
قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ

৮২। অতঃপর এর পরে যারা ফিরে যাবে তারা ই দুস্কার্যকারী।

۸۲. فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

সমস্ত নাবীগণই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ওয়াদা করেছিলেন

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে : **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنْ** আদম (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নাবীর নিকট আল্লাহ তা'আলা এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন তাদের মধ্য থেকে কেহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা গ্রহ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করবেন এবং তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন, তখন যদি তাঁর যুগেই অন্য কোন নাবী এসে যান তাহলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা ঐ নাবীর অবশ্য কর্তব্য। এই নয় যে, স্বীয় জ্ঞান ও নাবুওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তাঁর পরবর্তী নাবীর (আঃ) অনুসরণ ও সাহায্য হতে বিরত থাকবেন। অতঃপর তিনি নাবীদেরকে বলেন : 'তোমরা কি এটা স্বীকার করলে এবং আমার সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করলে?' তাঁরা তখন বললেন : 'আমরা স্বীকার করলাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন : 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও সাক্ষী থাকলাম। অতঃপর যে কেহ এই অঙ্গীকার হতে ফিরে যাবে সে নিশ্চিতরূপে দুস্কার্যকারী।' (ইবন আবী হাতিম ২/২৭৩)

আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নাবী থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তাদের জামানায় যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন তাহলে তাঁরা তাঁকে সমর্থন করবেন ও মেনে চলবেন। (তাবারী ৬/৫৫৫) তাউস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা নাবীগণের (আঃ) নিকট অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা যেন একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদন করেন।’ কেহ যেন এটা মনে না করেন যে, এ তাফসীর উপরের তাফসীরের বিপরীত, বরং এটা ওরই পৃষ্ঠপোষক।

সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সবচেয়ে বড় ইমাম। যে কোন যুগে তিনি নাবী হয়ে এলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা সবারই জন্য অবশ্য কর্তব্য হত। আর সেই যুগের সমস্ত নাবীর (আঃ) আনুগত্যের উপর তাঁর আনুগত্য অগ্রগণ্য হত। এ কারণেই মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে তাঁকেই সমস্ত নাবীর (আঃ) ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠেও আল্লাহ তা‘আলার নিকট একমাত্র সুপারিশকারী তিনিই হবেন। এটাই ঐ ‘মাকাম-ই মাহমুদ’ যা তিনি ছাড়া আর কারও জন্য উপযুক্ত নয়। (দেখুন ১৭ : ২৯) সমস্ত নাবী এবং প্রত্যেক রাসূল সেদিন এ কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। অবশেষে তিনিই বিশেষভাবে এ স্থানে দণ্ডায়মান হবেন। কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা সদা-সর্বদার জন্য তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন।

৮৩। তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে - ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাভর্তিত হবে।

৮৩. أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَالِيهِ يُرْجَعُونَ

৮৪। তুমি বল : আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মুসা, হারুন ও অন্যান্য নাবীগণকে তাদের রাব্ব কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা তাদের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য জ্ঞান করিনা এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

۸۴. قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

৮৫। আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

۸۵. وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ইসলামই হল আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ ও রাসূলদের মাধ্যমে যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করা, এছাড়া যদি কোন ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তাহলে তা কখনই গৃহীত হবেনা। এ কথাই এখানে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু খুশি মনেই হোক অথবা অসন্তুষ্ট চিত্তেই হোক, তাঁর বাধ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। (সূরা রাদ, ১৩ : ১৫) (সাজদাহর আয়াত)
অন্য জায়গায় রয়েছে :

أُولَئِكَ يَرْوُونَ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদায় নত হয়? আল্লাহকেই সাজদা করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকা/ফেরেশতাগণও; তারা অহংকার করেনা। তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রাব্বকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (সূরা নাহল, ১৬ : ৪৮-৫০) সুতরাং মু'মিনদের ভিতর ও বাহির দু'টিই আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে। আর কাফিরেরাও তাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে নত হয়ে আছে। সর্বদিক দিয়েই তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর প্রতাপ ও ক্ষমতার বাইরে নেই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মত :

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ! (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৮) (তাবারী

৬/৫৬৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ প্রথম দিন বুঝানো হয়েছে যেদিন তাদের সবারই নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল।

‘সবাই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সকলকেই আল্লাহ তা‘আলা তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

... قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ... হে মু‘মিনগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআনুল হাকীমের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূবের উপর যে পুস্তিকাসমূহ ও অহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলির উপর, আর তাঁদের সন্তানদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

الْأَسْبَاطُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের গোত্র যারা ইয়াকূবের (আঃ) বংশোদ্ভূত ছিল। এরা ছিল ইয়াকূবের বারোটি পুত্রের সন্তান। মূসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল তাওরাত এবং ঈসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল ইঞ্জীল। আরও যত নাবী (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট হতে যা কিছু এনেছেন ঐগুলির উপরও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আনয়ন করিনা। অর্থাৎ কেহকে মানব এবং কেহকে মানবনা, এ কাজ আমরা করিনা, বরং সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রয়েছে, আমরা আল্লাহ তা‘আলার অনুগত। সুতরাং এ উম্মাতের মু‘মিনগণ সমস্ত নাবী (আঃ) ও গ্রন্থ মেনে থাকে। তারা কোন নাবীকে অস্বীকার করেনা এবং তারা প্রত্যেক নাবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ... আল্লাহর দীন-ই ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসন্ধান যে লেগে থাকে তা কখনও গৃহীত হবেনা এবং সে পরকালে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার নির্দেশ বহির্ভূত, তা প্রত্যাখ্যাত।’ (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫)

৮৬। কিরূপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর, রাসূলের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্যদানের

১৬. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا

<p>পর এবং তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ আসার পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।</p>	<p>أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ</p>
<p>৮৭। ওরাই - যাদের প্রতিফল এই যে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর, তাঁর মালাক/ফেরেশতার এবং সমস্ত মানবের অভিসম্পাত।</p>	<p>۸۷. أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ</p>
<p>৮৮। তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে, তাদের উপর হতে শাস্তি প্রশমিত হবেনা এবং তাদেরকে বিরাম দেয়া হবেনা।</p>	<p>۸۸. خَالِدِينَ فِيهَا لَا تُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ</p>
<p>৮৯। কিন্তু যারা এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।</p>	<p>۸۹. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>

ঈমান আনার পর আবার যারা কাফির হয় তারা তাওবাহ করে

ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেননা

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একজন আনসারী ধর্ম ত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর যে অনুশোচনা করে স্বগোষ্ঠীয় লোকের

মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে, পুনরায় তার তাওবাহ গৃহীত হবে কিনা? তখন كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ۖ

কিরাপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলে পাঠায় এবং সে তাওবাহ করে নতুনভাবে মুসলিম হয়ে হাযির হয়। (তাবারী ৬/৫৭২, নাসাঈ ৬/৩১১, হাকিম ৪/৩৬৬, ইব্ন হিব্বান ৬/৩২৩)

ইমাম হাকিম (রহঃ) এ ইসনাদকে সহীহ বলেছেন। **بَيِّنَاتٌ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর দলীল প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করেছে, দলীল প্রমাণাদি স্বচক্ষে দেখেছে, অতঃপর শিরকের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে, তারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য নয়। কেননা চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধত্বকে তারা পছন্দ করেছে। অবিবেচক লোকদেরকে আল্লাহ তা‘আলা সুপথ প্রদর্শন করেননা।

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
তাদের উপর আল্লাহও অভিশাপ দেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবও তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়ে থাকে। এ অভিশাপ হচ্ছে চিরস্থায়ী অভিশাপ। স্বল্প সময়ের জন্যও তাদের শাস্তি না হালকা করা হবে, আর না বন্ধ করা হবে। তারপর মহান আল্লাহ স্বীয় করুণা ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করেছেন যে, এ জঘন্য পাপ কাজের পরেও যদি কেহ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায় তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

৯০। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস
স্থাপনের পর অবিশ্বাসী
হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাস
পরিবর্ধিত করেছে - তাদের
ক্ষমা প্রার্থনা কখনই
পরিগৃহীত হবেনা এবং
তারাই পথভ্রান্ত।

٩٠. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ
إِيمَانِهِمْ ثُمَّ آزَدُوا كُفْرًا لَّنْ
تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الضَّالُّونَ

৯১। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। ওদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই।

۹۱. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۚ أُؤْتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

কাফিরের মৃত্যুর পর তার তাওবাহ কিংবা

কিয়ামাত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা

বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসকারী এবং ঐ অবিশ্বাসের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণকারীদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেছেন। বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় তাদের তাওবাহ গৃহীত হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে - যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়। (সূরা নিসা, ৪ : ১৮) এখানেও ঐ কথাই বলা হয়েছে :

لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ তাদের তাওবাহ কখনই গৃহীত

হবেনা এবং এরাই তারা যারা সুপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। হাফিয আবু বাকর আল বাযযার (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ‘কতক লোক মুসলিম হয়ে আবার ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে। তারপর তারা স্বীয় গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, এখন তাদের তাওবাহ গৃহীত হবে

কিনা? তাদের গোত্রের লোক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।’ (দুররুল মানসুর ২/২৫৮) এর ইসনাদ খুবই উত্তম। এরপর বলা হচ্ছে :

كُفِّرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ارْذَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
উপর মৃত্যুবরণকারীদের তাওবাহ কখনও গৃহীত হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে খরচ করে।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আবদুল্লাহ ইব্ন জাদআন একজন বড় অতিথি সেবক ও গোলাম আযাদকারী লোক ছিল। তার এ সাওয়াব কোন কাজে আসবে কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

‘না, কেননা সে সারা জীবনে একবারও الدِّينِ يَوْمَ خَطِيئَاتِي’ হে আমার প্রভু! কিয়ামাতের দিন আমাকে ক্ষমা করণ বলেনি।’ (মুসলিম ১/১৯৬) অনুরূপভাবে অবিশ্বাসী কাফিরেরা যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণও তাদের মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে চায় তাহলে তাও গ্রহণ করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ

কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশও ফলপ্রদ হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৩) আর এক জায়গায় বলেন :

لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩১) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমাণ আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবুল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৩৬) ঐ বিষয়ই এখানেও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কাফিরদেরকে আল্লাহ তা‘আলার শাস্তি হতে কোন জিনিসই রক্ষা করতে পারবেনা, যদিও সে অত্যন্ত সৎ ও খুবই

দানশীল হয়। যদিও সে পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, কিংবা পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি এবং সিক্ত মাটি পরিমাণ সোনা শাস্তি র বিনিময়ে খরচ করে তবুও তা তার কোন উপকারে আসবেনা।

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘এক জান্নাতবাসীকে আনা হবে এবং তাকে আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : ‘বল, তুমি কিরূপ জায়গা পেয়েছ।’ সে উত্তরে বলবে : ‘হে আল্লাহ! আমি খুব উত্তম জায়গা পেয়েছি।’ আল্লাহ তা‘আলা তখন বলবেন : ‘আচ্ছা, আরও চাইতে হলে চাও এবং মনের কোন আকাংখা থাকলে তা প্রকাশ কর।’ সে বলবে, ‘হে আমার প্রভু! আমার শুধুমাত্র বাসনা এটাই এবং এ একটি মাত্রই যাঞ্চা যে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমি আপনার পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হব, আবার জীবিত হব এবং পুনরায় শহীদ হব। দশবার যেন এ রকমই হয়।’ কেননা শাহাদাতের প্রকৃষ্টতা এবং শহীদের পদ-মর্যাদা সে স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। অনুরূপভাবে একজন জাহান্নামবাসীকে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : ‘হে আদম সন্তান! তুমি তোমার স্থান কিরূপ পেয়েছ?’ সে বলবে : ‘হে আল্লাহ! খুবই জঘন্য স্থান।’ আল্লাহ তা‘আলা তখন বলবেন : ‘পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়া তুমি পছন্দ কর কি?’ সে বলবে : ‘হে প্রভু! হ্যাঁ।’ সেই সময় মহান প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেন : ‘তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট এর চেয়ে বহু কম ও অত্যন্ত সহজ জিনিস চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি ওটাও করনি।’ অতএব, তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/২০৭) তাই এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং এমন কোন জিনিস নেই যা তাদেরকে এ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে বা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে।

তৃতীয় পারা সমাপ্ত।

<p>৯২। তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা; এবং</p>	<p>۹۲. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا</p>
--	--

তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর,
আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।

تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

সম্পদ থেকে উত্তম জিনিস আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করতে হবে

إِمَامٌ (রহঃ) তার

তাহসীরে আমর ইবন মাইমুন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **بِرٍّ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে জান্নাত। (তাবারী ৬/৫৮৭) বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর সে পর্যন্ত তোমরা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তির মধ্যে ‘বাইরুহা’ নামক বাগানটিকে সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করতেন। বাগানটি মাসজিদ-ই নাববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই ঐ বাগানে গমন করতেন এবং ওর কূপের নির্মল পানি পান করতেন। যখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলা এরূপ কথা বলেছেন এবং ‘বাইরুহা’ নামক বাগানটিই হচ্ছে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এ জন্য আমি ওটি আল্লাহর পথে সাদাকাহ করছি এ আশায় যে, তার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে তাই আমার জন্য জমা থাকবে। সুতরাং আপনাকে অধিকার দিলাম যেভাবে ভাল মনে করেন ওটা বন্টন করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে বলেন :

‘বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ, বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ, এটা খুবই উপকারী সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। আমার মতে, তুমি এ সম্পদ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও।’ আবু তালহা (রাঃ) বলেন, ‘খুব ভাল।’ অতঃপর তিনি ওটা তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী

৮/৭১, মুসলিম ২/৬৬৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, একবার উমারও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম সম্পদ ওটাই যা খাইবারে আমার জমির একটি অংশ রয়েছে। (আমি ওটা আল্লাহর পথে সাদাকাহ করতে চাই) আপনার মতামত কি?’ তিনি বলেন : ‘মূলকে (জমিকে) তোমার অধিকারে রাখ এবং ওর উৎপাদিত শস্য, ফল ইত্যাদি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক।’ (মুসলিম ৩/১২৫৬, নাসাঈ ৬/২৩২)

<p>৯৩। তাওরাত অবতরণের পূর্বে বানী ইসরাঈল নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল; তুমি বল : যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত আনয়ন কর, অতঃপর ওটা পাঠ কর।</p>	<p>৯৩. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَآتُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ</p>
<p>৯৪। অতঃপর যদি কেহ এরপর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী।</p>	<p>৯৪. فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ</p>
<p>৯৫। তুমি বল : আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে</p>	<p>৯৫. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا</p>

<p>অংশীবাদীদের ছিলনা।</p>	<p>مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ</p>
-------------------------------	--

আমাদের নাবীকে (সাঃ) ইয়াহুদীদের কয়েকটি প্রশ্ন

ইমাম আহমাদ (রহঃ) স্বীয় মুসনাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল : ‘আমরা আপনাকে এমন কতগুলি কথা জিজ্ঞেস করছি যেগুলি নাবী ছাড়া অন্য কেহ জানেনা। আপনি ঐগুলির উত্তর দিন।’ তিনি বললেন : ‘যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলাকে সম্মুখে বিদ্যমান জেনে আমার নিকট ঐ অঙ্গীকার কর যে অঙ্গীকার ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের (বানী ইসরাঈল) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি ঐ কথাগুলি তোমাদেরকে ঠিক ঠিক বলে দেই তাহলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার অনুগত হয়ে যাবে?’ তারা শপথ করে বলল : ‘আমরা এ কথা মেনে নিলাম। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার অনুগত হয়ে যাব।’

অতঃপর তারা বলল : ‘আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন : (১) ইসরাঈল (ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর কোন্ খাদ্য হারাম করেছিলেন? (২) পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনও পুত্র ও কখনও কন্যা হয় কেন? (৩) নিরক্ষর নাবীর ঘুম কিরূপ হয়? এবং (৪) মালাইকা/ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন্ মালাক তাঁর নিকট অহী বা বার্তা নিয়ে আসেন?’ এরপর তিনি দ্বিতীয়বার তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বললেন : (১) ইসরাঈল (আঃ) কঠিন রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ঐ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তাহলে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ করবেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য উটের গোশত এবং প্রিয় পানীয় কি উটের দুধ ছিলনা? তারা উত্তরে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! আপনি তাদের এ স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকুন! অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন : ঐ আল্লাহর

শপথ দিয়ে তোমাদেরকে প্রশ্ন করছি যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নয় এবং যিনি মূসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। (২) তোমরা কি জান যে, পুরুষের শুক্রানু কিছুটা ঘন এবং সাদা, আর মহিলাদের ডিম্বানু হলুদ এবং পাতলা? পুরুষ ও মহিলার মিলনের ফলে যার শুক্রানু কিংবা ডিম্বানু অন্যটির উপর প্রবল হয়, জন্ম নেয়া শিশু সেই প্রবলতর শুক্রানু কিংবা ডিম্বানুর রূপ ধারণ করে। যদি পুরুষের শুক্রানু ডিম্বানুর উপর প্রবল হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় শিশুটি বালক হবে, আর ডিম্বানু যদি শুক্রানুর উপর প্রবল হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় শিশুটি বালিকা হবে। তারা বলল : হ্যাঁ, এটি সঠিক কথা। তিনি বললেন : হে আল্লাহ, আপনি তাদের উপর সাক্ষী থাকুন! (৩) তিনি তাদেরকে বললেন : ঐ সত্তার শপথ দিয়ে বলছি যিনি মূসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছিলেন! তোমরা কি জান যে নিরক্ষর নাবীর চোখ ঘুমায়ে, কিন্তু তাঁর অন্তর জেগে থাকে? তারা উত্তর দিল : হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! এটা সত্য। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। তারা বলল : এবার আপনি বলুন যে, মালাইকার মধ্য থেকে আপনার কাছে কে আগমন করে, আপনার এর উত্তরের উপর নির্ভর করছে যে, আপনার কথা আমরা মানবো নাকি ফিরে যাব। (৪) তিনি বললেন : আমার নিকট বাণী বাহক হলেন, জিবরাঈল (আঃ)। বাণী বাহক হিসাবে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহকে কোন নাবীর কাছে প্রেরণ করেননি। তখন তারা বলল : তাহলে আমরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ আপনার কাছে বাণী বাহক হিসাবে এলে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারেই **لَجِبْرِيلَ** (২ : ৯৭) এ আয়াতটি নাযিল করেন।

(তাবারী ১/২৮৭) ইয়াকুবের (আঃ) সন্তানাদিও তাঁর নীতির উপরই ছিলেন এবং তাঁরাও উটের গোশত খেতেননা। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক এক তো এ রয়েছে যে, ইসরাঈল (আঃ) যেমন তাঁর প্রিয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার 'নয়র' করেছিলেন তদ্রূপ তোমরাও কর। কিন্তু ইয়াকুবের (আঃ) শারীয়াতের নিয়ম এই ছিল যে, তারা স্বীয় পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামে পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু আমাদের শারীয়াতে ঐ নিয়ম নেই। বরং আমাদেরকে এই বলা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করি। যেমন তিনি বলেন :

وَأَنَّى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ

ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সে তা ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭৭) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন ও বন্দীকে আহাৰ্য দান করে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৮)

দ্বিতীয় সম্পর্ক এও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে খৃষ্টানদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত ছিল। কাজেই এখানে অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, তাদের রীতিতে ঈসার (আঃ) সঠিক জন্মের ঘটনা বর্ণনা করে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হচ্ছে। এখানে তাদের ধর্ম রহিতকরণের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর তাদের বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান ছিল যে, নূহ (আঃ) যখন নৌকা হতে স্থলভাগে অবতরণ করেন তখন তাঁর জন্য সমস্ত জন্তু হালাল ছিল। অতঃপর ইয়াকুব (আঃ) তাঁর নিজের জন্য উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নেন এবং তাঁর সন্তানেরাও ও দু'টো জিনিস হারামই মনে করতে থাকে। অতএব তাওরাতের ওর অবৈধতা অবতীর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু জিনিস হারাম করা হয়। এটা রহিত ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রাথমিক যুগে আদমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে পরস্পর সহোদর ভাই বোনের বিয়েও বৈধ ছিল। কিন্তু পরে তা হারাম করে দেয়া হয়। ইবরাহীমের (আঃ) যামানায় স্ত্রীর সাথে সহযোগী হিসাবে দাসীকে সাথে নেয়া বৈধ ছিল। এ কারণেই ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে বের হন তখন হাজারাকেও তার সাথে নিয়ে নেন।

কিন্তু আবার তাওরাতের এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সাথে দু' ভগ্নীকে বিয়ে করা ইয়াকুবের (আঃ) যুগে বৈধ ছিল। স্বয়ং ইয়াকুবের (আঃ) ঘরে একই সাথে দু' সহোদরা ভগ্নী পত্নীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাওরাতের এটাও হারাম করা হয়। এটাকেই রহিতকরণ বলে। এগুলি তারা দেখছে এবং স্বীয় গ্রন্থে পাঠ করেছে। অথচ রহিতকরণকে অস্বীকার করে ইঞ্জিল ও ঈসাকে (আঃ) অমান্য করেছে। অতঃপর তারা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও এ ব্যবহারই করেছে। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে :

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ

তাওরাত অবতরণের পূর্বে বানী ইসরাঈল

নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল। অতঃপর তিনি বলেন :

فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
যদি কেহ এরপর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী।

তোমরা তাওরাত আনয়ন করে তা পাঠ কর। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ সব কিছুই ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের ব্যাপারেই ইহা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলত এবং এ দাবী করত যে, তাওরাতের সাথে সাথে শনিবার দিনও পবিত্র। তারা এ কথাও দাবী করত যে, সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণসহ আল্লাহ তা'আলা আর কোন নাবীকে প্রেরণ করেননি; যদিও তারা তাদের যে ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে সেই তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা সত্য সংবাদ প্রদান করেছেন :

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ওটাই যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। তোমরা এ কিতাব ও এ নাবীর অনুসরণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কোন নাবীও নেই এবং তাঁর শারীয়াত অপেক্ষা উত্তম শারীয়াতও আর নেই।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

তুমি বল : নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৬১) অন্য জায়গায় বলেছেন :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২৩)

৯৬। নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা

৯৬. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্তৃত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।

لِّلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ

৯৭। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি কেহ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত।

৯৭. فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ
إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

ইবাদাতের প্রথম স্থান হল কা'বা ঘর

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ, তাওয়াফ, সালাত, ই'তিকাফ ইত্যাদির জন্য আল্লাহর ঘর, যার নির্মাতা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ), যে ঘরের আনুগত্যের দাবী ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক এবং মুসলিম সবাই করে থাকে ওটা ঐ ঘর যা সর্বপ্রথম মাক্কায় নির্মিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ইবরাহীমই (আঃ) ছিলেন হাজ্জের ঘোষণাকারী। কিন্তু বড়ই বিস্ময় ও দুঃখের কথা এই যে, তারা ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী করে, অথচ এ ঘরের সম্মান করেনা, এখানে হাজ্জ করতে আসেনা, বরং নিজের কিবলা ও কা'বা পৃথক পৃথক করে বেড়ায়। আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সর্বপ্রথম কোন্ মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে?'

তিনি বলেন : ‘মাসজিদ-ই হারাম।’ তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন : ‘তারপরে কোন্টি?’ তিনি বলেন : ‘মাসজিদ-ই বাইতুল মুকাদ্দাস।’ আবু যার (রাঃ) আবার প্রশ্ন করেন : ‘এ দু’টি মাসজিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘চল্লিশ বছর।’ তারপরে আবু যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘এরপরে কোন্ মাসজিদ?’ তিনি বলেন : ‘যেখানেই সালাতের সময় হয়ে যাবে সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে, সমস্ত ভূমিই মাসজিদ’। (আহমাদ ৫/১৫০, ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩৭০)

মাক্কার অপর নাম বাক্কা

‘বাক্কা’ হচ্ছে মাক্কার প্রসিদ্ধ নাম। বড় বড় স্বেচ্ছাচারীর মাথাও এখানে বিনয়ে নুইয়ে যেত এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মাথা এখানে নুইয়ে পড়ত বলে একে মাক্কা বলা হয়েছে। একে মাক্কা বলার আর একটি কারণ এই যে, এখানে জনগণের ভীড় জমে থাকে। এর আরও বহু নাম রয়েছে। যেমন বাইতুল আতীক, বাইতুল হারাম, বালাদুল আমীন, বালাদুল মামুন, উম্মে রহাম, উম্মুল কুরা, সালাহ, আল বালাদাহ, আল বায়েনাহ, আল কা’বা ইত্যাদি।

মাকামে ইবরাহীম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ** এতে বিদ্যমান রয়েছে নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) যে কা’বায়ের নির্মাণ করেছেন তা হল একটি নিদর্শন, যাতে আল্লাহ তা‘আলা মর্যাদা ও রাহমাত নাযিল করেছেন। এর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার প্রমাণ বহন করে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলার ঘর এটাই। এখানে মাকামে ইবরাহীমও (আঃ) রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসমাঈলের (আঃ) নিকট হতে পাথর নিয়ে নিয়ে কা’বার দেয়াল উঁচু করতেন। এটা প্রথমে বাইতুল্লাহর দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। কিন্তু উমার (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন, যেন তাওয়াফ পূর্ণভাবে হতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করতে চান তাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। ঐ দিকেই সালাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় পূর্ণ তাফসীরও (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৫) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। (তাবারী ৭/২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, ইবরাহীমের (আঃ) কা'বাঘর নির্মাণের সময় যে পাথরে পায়ের ছাপ পড়েছিল তা একটি নিদর্শন। (তাবারী ৭/২৭) উমার ইব্ন আবদুল আজিজ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪১২, ৪১৩)

‘আল হারাম’ হল পবিত্র ও নিরাপদ স্থান

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا যারা এ ঘরে প্রবেশ করে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। অজ্ঞতার যুগেও মাক্কা নিরাপদ জায়গা হিসাবে গণ্য হত। এখানে পিতৃহতাকে পেলেও তারা তাকে হত্যা করতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন : (জাহিলিয়াত আমলে) কোন ব্যক্তি যদি কেহকে হত্যা করত এবং এরপর সে তার গলায় এক টুকরা উলের কাপড় পেঁচিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করত, অতঃপর যাকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন পুত্র যদি হত্যাকারীকে প্রত্যক্ষ করত তবুও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতনা, যতক্ষণ না সে ঐ পবিত্র জায়গা ত্যাগ করত।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুঃপার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়।' সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৭)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٤) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ

مِنْ خَوْفٍ

অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহাৰ্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সূরা কুরাইশ, ১০৬ : ৩-৪) শুধু যে মানবের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে তা নয়, বরং সেখানে শিকার করা, শিকার করার উদ্দেশ্যে শিকারকে সেখান হতে তাড়িয়ে দেয়া, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, তাকে তার অবস্থান স্থল হতে বা বাসা হতে সরিয়ে দেয়া বা উড়িয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ। সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং ঘাস উঠিয়ে ফেলাও বৈধ নয়। এ বিষয়ে বহু হাদীস সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন : এখন থেকে আর কোন হিজরাত নেই, একমাত্র জিহাদ ও উত্তম আমল ছাড়া। তোমরা সমবেত হও এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হও।

মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলেন : ‘সাবধান! আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেইদিন থেকে এ শহর (মাক্কা) পবিত্র এবং আল্লাহর আদেশে যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন পর্যন্ত ইহা পবিত্র। আমার পূর্বে মাক্কায় যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করা আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিল ঐ দিনের জন্য। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর আদেশে এই মুহূর্ত থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এ জায়গা পবিত্র। এখানের কাঁটায়ুক্ত গাছপালাও উপড়ানো নিষেধ। এখানে শিকার করা এবং রাস্তায় পরে থাকা কোন কিছু তুলে নেয়াও নিষেধ, যদি না তা লোকদের মাঝে ঘোষণা করার ইচ্ছা থাকে। এখানে গাছপালাও উচ্ছেদ করা যাবেনা।’ আব্বাস (রাঃ) বলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একমাত্র টক জাতীয় এক প্রকার ঘাস ছাড়া যা আমরা গৃহে অথবা কাবরে ব্যবহার করি? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘ইল্লাল ইযথিয়া।’ (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬)

আমর ইব্ন সাঈদ (রহঃ) যখন মাক্কায় আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তখন আবু শুরাইহ (রাঃ) আল আদাবীকে (রহঃ) বলেন : হে সেনাপ্রধান! মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আপনাকে বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। আমার কান তা শুনেছিল এবং আমার হৃদয় তা পুংখানুপুংখ মনে রেখেছে। আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসা করার পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন মানুষ নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা মাক্কাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। অতএব যে আল্লাহর বিশ্বাস করে এবং কিয়ামাতকে বিশ্বাস করে সে যেন এখানে রক্তপাত না ঘটায় এবং এখানকার গাছপালা না কাটে। আল্লাহর নাবী এখানে যুদ্ধ করেছেন এ অজুহাতে এখানে যদি কেহ যুদ্ধ অনুমোদন যোগ্য বলে তর্ক করে তাহলে তাকে বল : ‘আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাকে নয়।’ মাক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা‘আলা আমাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন ইহা অনুরূপ পবিত্র যেমনটি ইতোপূর্বে ছিল। সুতরাং তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন অন্যদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয় যারা এ ব্যাপারে জানেনা। আবু শুরাইহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল : এর জবাবে আমর (রহঃ) কি

বললেন? তিনি জানালেন যে, আমার (রহঃ) বললেন : হে আবু শূরাইহ! এ বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে ভাল জানি। মাক্কা কখনো পাপী, হত্যাকারী অথবা মিথ্যাবাদীকে আশ্রয় দেয়না। (মুসলিম ২/৯৮৭) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : মাক্কায় অস্ত্র বহন করতে কেহকেই অনুমতি দেয়া হয়নি। (মুসলিম ২/৯৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্নুল হামরা আয-যুহরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কার ‘হাজওয়ারাহ’ বাজারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : ‘হে মাক্কা! তুমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার উপর হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা।’ (আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্ন মাজাহ ২/১০৩৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন।

হাজ্জ করার আবশ্যিকতা

আয়াতের শেষাংশ হচ্ছে হাজ্জ ফারয হওয়ার দলীল। وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে) কয়েকটি হাদীসে এসেছে যে, হাজ্জ ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন। এটা যে ফারয এর উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। আর এ কথাও সাব্যস্ত যে, সামর্থ্য থাকা ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফারয। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলেছিলেন :

‘হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হাজ্জ ফারয করেছেন, সুতরাং তোমরা হাজ্জ করবে।’ একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রতি বছরই কি?’ তিনি তখন নীরব হয়ে যান। লোকটি তিনবার ঐ প্রশ্নই করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন :

‘আমি যদি ‘হ্যাঁ’ বলতাম তাহলে প্রতি বছরই হাজ্জ ফারয হয়ে যেত। অতঃপর তোমরা পালন করতে পারতেনা। এরপর তিনি বলেন, আমি যা বলবনা, তোমরা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অধিক প্রশ্ন করার ফলে এবং নাবীগণের (আঃ) উপর মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস

হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন কর এবং যে বিষয় হতে আমি নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক’। (আহমাদ ২/৫০৮, মুসলিম ২/৯৭৫)

‘সামর্থ্য বা ক্ষমতা’ বলতে কি বুঝায়

এখন বাকী থাকল ক্ষমতা বা সামর্থ্য। ওটা কখনও কারও মাধ্যম ব্যতীতই মানুষের হয়ে থাকে, আবার কখনও কারও মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন আহকামের পুস্তকগুলির মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম তিরমিযীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হাজী কে?’ তিনি বলেন : ‘বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত ব্যক্তি।’ অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ হাজ্জ উত্তম?’ তিনি বলেন : ‘যে হাজ্জে খুব বেশি কুরবানী করা হয় এবং ‘লাব্বায়েক’ শব্দ অধিক উচ্চারিত হয়।’ আর একটি লোক প্রশ্ন করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! سَائِل শব্দের ভাবার্থ কি?’ তিনি বলেন : ‘পাথেয় বা পানাহারের যথোপযুক্ত খরচ এবং সোয়ারী।’ (তিরমিযী ৮/৩৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/৯৬) ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াত (৩ : ৯৭) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় : ‘যাদের ভ্রমণ করার সামর্থ্য আছে’ এ কথার অর্থ কি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যার ভ্রমণ করার মত যথেষ্ট খাদ্য ও অর্থ রয়েছে। হাকিম (রহঃ) বলেন যে, হাদীসটির বর্ণনাধারা মুসলিমের শর্তে সঠিক, যদিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। (হাকিম ১/৪৪২)

মুসনাদ আহমাদে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা যারা ফারয হাজ্জ করতে ইচ্ছুক তারা তাড়াতাড়ি আদায় করে নাও। আবু দাউদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে : ‘হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন শীঘ্রই স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করে।’ (আহমাদ ১/২২৫, আবু দাউদ ২/৩৫০)

হাজ্জ অস্বীকারকারী কাফির

বলা হয় যে, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ হাজ্জের অস্বীকারকারী কাফির। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন : যারা হাজ্জ করার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে তারা কাফির, আল্লাহ তাদের থেকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। হাফিয আবু বাকর ইসমাইলী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার ইবন খাতাব (রাঃ) বলেছেন : যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করেনা তাদের সাথে ঐ লোকদের কোনো পার্থক্য নেই যারা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মারা যায়। (আল হিলইয়াহ)

<p>৯৮। তুমি বল : হে কিতাবধারীরা! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ? তোমরা যা করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে সাক্ষী।</p>	<p>৯৮. قُلْ يٰٓاَهْلَ ٱلْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ ٱللّٰهِ وَٱللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ</p>
<p>৯৯। হে গ্রন্থপ্রাপ্তরা! যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার মধ্যে কুটিলতার কামনায় কেন তোমরা তাকে আল্লাহর পথে রোধ করছ, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ এবং তোমরাই সাক্ষী রয়েছ? আর তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।</p>	<p>৯৯. قُلْ يٰٓاَهْلَ ٱلْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَن سَبِيلِ ٱللّٰهِ مِّنْ ءٰمَنَ تَبَغُّوهَا عِوَجًا وَّأَنتُمْ شُهَدَآءٌ ۚ وَمَا ٱللّٰهُ بِغَفْلٍۭ عَمَّا تَعْمَلُونَ</p>

আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আহলে কিতাবীদের তিরস্কার

কিতাবীদের ঐ কাফিরদেরকে আল্লাহ ধমক দিচ্ছেন যারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকেও জোরপূর্বক ইসলাম হতে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি ছিল। পূর্ববর্তী নাবী

রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁদের শুভ সংবাদ তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। নিরক্ষর, হাশেমী, আরাবী, মাক্কা, বানী আদমের নেতা ও নাবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা তাদের গ্রন্থসমূহে মণ্ডুদ ছিল। তথাপি তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বলেন : ‘আমি খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করছি যে, তোমরা কিভাবে আমার নাবীদেরকে অস্বীকার করছ, কি প্রকারে শেষ নাবীকে কষ্ট দিচ্ছ এবং কিরূপে আমার খাঁটি বান্দাদেরকে তাদের ইসলামের পথে বাধা প্রদান করছ। আমি তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। তোমাদের প্রত্যেক অন্যায় কাজের আমি পূর্ণ প্রতিদান দিব। আমি তোমাদেরকে সেদিন ধরব যেদিন তোমরা তোমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী পাবেনা।’

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ৮৮)

<p>১০০। হে মু‘মিনগণ! যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে, যদি তোমরা তাদের এক দলের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর কাফির বানিয়ে দিবে।</p>	<p>۱۰۰. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تُطِيعُوْا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوتُوْا اَلْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمٰنِكُمْ كٰفِرِيْنَ</p>
<p>১০১। আর কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করতে পার - যখন আল্লাহর নিদর্শনাবলী তোমাদের সামনে পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বিদ্যমান রয়েছে? আর যে আল্লাহর পথ দৃঢ় রূপে</p>	<p>۱۰۱. وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ ءَايٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ</p>

ধারণ করে, অবশ্যই সে
সরল পথ প্রদর্শিত হবে।

هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী

মহান আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে আহলে কিতাবের ঐ দলটির অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমায়ুক্ত। কেননা তারা হিংসুটে এবং তারা মু'মিনের শত্রু। আল্লাহ তা'আলা যে আরাবে নাবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ

কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন :

إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ
হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার মোটেই ত্রুটি করবেনা। আমি জানি যে, তোমরা কুফর হতে বহু দূরে রয়েছ, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা তোমরা রাত-দিন আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী পাঠ করছ এবং স্বয়ং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে :

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।

(সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৮) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈমানদার কে? তারা বললেন : মালাইকা। তিনি বললেন : কেনই বা তারা ঈমানদার হবেননা? তারা তো সব সময় আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন। অতঃপর তারা নাবীদের কথা উল্লেখ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তারাও কেন মু’মিন হবেননা? তাদের কাছে তো অহী নাযিল হয়েছে। তারা বললেন : তাহলে আমরা (মু’মিন)। তিনি বললেন : তোমরাই বা কেন ঈমানদার হবেনা, যেহেতু তোমাদের সাথে আমি রয়েছি? তখন তারা প্রশ্ন করলেন : তাহলে আপনিই বলুন যে, সবচেয়ে ঈমানদার ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমাদের পরে এমন সব ব্যক্তি দুনিয়ায় আসবে যারা একমাত্র কিতাব (কুরআন) প্রাপ্ত হবে এবং (ওতে যা লিখা আছে তাতে) তারা ঈমান আনবে। (তাবারানী ৪/২২, ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ আল্লাহর দীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করলেই তারা সরল সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং ভ্রান্ত পথ হতে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে সাওয়াব লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।

<p>১০২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।</p>	<p>১০২. يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ</p>
<p>১০৩। আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেওনা, এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা</p>	<p>১০৩. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^১ وَادْكُرُوا</p>

পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে শ্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্ব আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

نِعِمَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

‘আল্লাহতীতি’র অর্থ

বলা হয়েছে, اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিত। আল্লাহ তা‘আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবেনা, তাঁকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়েই তাঁকে ভুলে যাওয়া চলবেনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতঘ্ন হতে পারবেনা। (ইবন আবী হাতিম ২/৪৪৬) কোন কোন বর্ণনায় এ তাফসীর মারফু‘ রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাওকুফ হওয়াই সঠিক কথা। অর্থাৎ এটা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) উক্তি। আনাসের (রাঃ) বক্তব্য এই যে, মানুষ আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করার দাবী পূরণ করতে পারেনা যে পর্যন্ত সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত করতে না পারে। (ইবন আবী হাতিম ২/৪৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা। অর্থাৎ আজীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও ওর উপরেই হয়। ঐ মহান প্রভুর নিয়ম এই যে, মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে চালিত করে ঐভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। যার উপর তার মৃত্যু সংঘটিত হবে ওর উপরেই কিয়ামাতের দিন তাকে উত্থিত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা

এর বিপরীত হতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন, আমীন। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, মানুষ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন এবং ইবন আব্বাসও (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হাতে হাটা-চলার জন্য একটি লাঠি ছিল। তিনি বর্ণনা করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন :

‘যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তাহলে দুনিয়াবাসীদের আহাৰ্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে কল্পনা কর যে, ঐ জাহান্নামীদের অবস্থা কি হতে পারে যাদের আহাৰ্য হবে এ যাক্কুম।’ (আহমাদ ১/৩০০, তিরমিযী ৭/৩০৭, নাসাঈ ৬/৩১৩, ইবন মাজাহ ২/১৪৪৬, ইবন হিব্বান ৯/২৭৮, হাকিম ২/২৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন এবং ইমাম হাকিম (রহঃ) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত পূরণে বর্ণনা করেছেন, যদিও তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

অন্য হাদীসে রয়েছে, যাবির (রাঃ) বলেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তাঁর মুখে শুনেছি : ‘মৃত্যুর সময় তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে’। (মুসলিম ৪/২২০৫, আহমাদ ৩/৩১৫) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তার ধারণার মতই রয়েছি।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২০৬১)

আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা এবং মু‘মিনদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা

তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়োনা) **اللَّهُ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার অঙ্গীকার।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ

তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১২) অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে : তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। ঐ রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন।

তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করনা এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেওনা।’ সহীহ মুসলিমের রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

আল্লাহ তা‘আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করবেনা। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিম শাসকদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে বাজে ও অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা।’ (মুসলিম ৩/১৩৪০) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে খুবই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা সাওয়াবের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে।

هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْتَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ

তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং মু‘মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন ও করবেন। আর তিনি মু‘মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৬২-৬৩) আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন :

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬২. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬৩. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬৪. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬৫. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬৬. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬৭. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬৮. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৬৯. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭০. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭১. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُফْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭২. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭৩. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭৪. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭৫. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭৬. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭৭. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭৮. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৭৯. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮০. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮১. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮২. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮৩. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮৪. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮৫. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮৬. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮৭. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮৮. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৮৯. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯০. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯১. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯২. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯৩. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯৪. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯৫. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯৬. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯৭. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯৮. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ৯৯. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ১০০. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

করিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে তোমাদেরকে ঐ আগুন থেকেও বাঁচিয়ে নিয়েছেন।’

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে কোন কোন লোককে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন আনসারগণের কেহ কেহ গানীমাতের মালামাল বন্টন করার ব্যাপারে খুশি হতে পারেননি, যদিও আল্লাহর তরফ থেকে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবেই বন্টন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন :

‘হে আনসারবৃন্দ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলেনা? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে সুপথ-প্রদর্শন করেন? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেন। তোমরা দরিদ্র ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেন?’ প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ করে সম্মুখে বলে উঠেন : ‘আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশি রয়েছে।’ (নাসাঈ ৫/৯১)

<p>১০৪। এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত - যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।</p>	<p>১০৪. وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ</p>
<p>১০৫। এবং তাদের মত হয়োনা যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।</p>	<p>১০৫. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ</p>

	عَذَابٌ عَظِيمٌ
১০৬। সেদিন কতকগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলি মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।	۱۰۶. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
১০৭। আর যাদের মুখমন্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভুক্ত, তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে।	۱۰۷. وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
১০৮। এগুলি হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমার প্রতি সত্যসহ আবৃত্তি করছি এবং আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেননা।	۱۰۸. تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ
১০৯। আর যা নভোমন্ডলের মধ্যে আছে ও যা ভূমন্ডলের	۱۰۹. وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ

মধ্যে রয়েছে তা আল্লাহর এবং
আল্লাহর কাছেই সব কিছু
প্রত্যাবর্তনশীল।

وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا تَرْجَعُ
إِلَىٰ اللَّهِ تَرَجُعُ
الْأُمُورُ

আল্লাহর দা‘ওয়াতকে মানুষের কাছে প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে) যাহাহক (রহঃ) বলেন যে, ‘এই দল/সম্প্রদায়’ এর ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবা ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুজাহিদ এবং আলেমগণ। ইমাম আবু জাফর বাকের (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন, অতঃপর বলেন : **خَيْر** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের প্রচার ফারয। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দলের এ কাজে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তোমাদের মধ্যে যে কেহকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তাহলে যেন জিহ্বা (কথা) দ্বারা বাধা প্রধান করে, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।’ অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে যে, ‘ওর পরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নেই’। (মুসলিম ১/৬৯, ৭০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক, নতুবা সত্তুরই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা গৃহীত হবেনা।’ (আহমাদ ৫/৩৮, তিরমিযী ৬/৩৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ বিষয়ের আরও অনেক হাদীস রয়েছে সেগুলি ইনশাআল্লাহ অন্যত্র বর্ণিত হবে।

দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার নির্দেশ

অতঃপর বলা হচ্ছে :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করনা। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা তোমরা পরিত্যাগ করনা।’ মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবু আমীর আবদুল্লাহ ইব্ন লুহাই (রাঃ) বলেন : আমরা মু‘আবিয়া ইব্ন আবু সুফইয়ানের (রাঃ) সাথে হাজ্জ পালন করি। তিনি মাঝায় উপস্থিত হন এবং যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

আহলে কিতাবরা ৭২ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমার উম্মাত ৭৩ ভাগে ভাগ হবে। শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামী। সেই একটি দল হল যারা জামা‘আতভুক্ত। আমার উম্মাতের এক দল তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে, যেমনটি আহলে কিতাবরা তাদের রাবীদের অনুসরণ করে। তাদের ঐ খেয়াল-খুশির অনুসরণের ফলে (তাওহীদের সাথে) সম্পর্ক রাখা কোন কাজে আসবেনা। (আহমাদ ৪/১০২) ইমাম আবু দাউদও (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্মাল (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ ৫/৫)

একতা এবং আত্মত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কুফল

এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ সেদিন কতকগুলি লোকের মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করবে এবং কতকগুলো লোক কৃষ্ণ চেহারা বিশিষ্টও হবে।’ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে সুনাত ওয়াল জামা‘আতের মুখমণ্ডল শ্বেত বর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদ‘আতের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণ বর্ণের। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৬৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট লোকেরা

মুনাফিকের দল। (ইবন আবী হাতিম ২/৪৬৫) তাদেরকে বলা হবে, **فَذُوقُوا** তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে অস্বীকার করেছিলে বলে আজ তার স্বাদ গ্রহণ কর। আর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট লোকগণ আল্লাহ তা'আলার করুণার মধ্যে সদা অবস্থান করবে।

আবু উমামা (রাঃ) খারেজীদের মাথাগুলো দামেস্কের মাসজিদের স্তম্ভে লটকানো দেখে বলেন : ‘এরা নরকের কুকুর, এদের চেয়ে বেশি জঘন্য নিহত ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও নেই। এদেরকে হত্যাকারীগণ উত্তম মুজাহিদ।’ অতঃপর এ আয়াতটি (৩ : ১০৬) পাঠ করেন। আবু গালিব (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন : ‘আপনি কি এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ হতে শুনেছেন?’ তিনি বলেন : ‘একবার দু’বার নয়, বরং সাতবার শুনেছি। এরূপ না হলে আমি আপনার কাছে বর্ণনাই করতামনা।’ (তিরমিযী ৮/৩৫১, ইবন মাজাহ ১/৬২, আহমাদ ৫/২৫৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে ‘হাসান’ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

হে **تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ** নাবী! ইহকাল ও পরকালের এ কথাগুলি আমি তোমার নিকট প্রকাশ করে দিচ্ছি। আল্লাহ ন্যায় বিচারক, তিনি মোটেই অত্যাচারী নন। প্রত্যেক জিনিসকেই তিনি খুব ভালই জানেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবানও বটে। সুতরাং তিনি কারও উপর অত্যাচার করবেন এটা মোটেই সম্ভব নয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সমুদয় কৃতকর্ম তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। ইহজগতের ও পরজগতের পূর্ণ ক্ষমতাবান শাসক একমাত্র তিনিই।’

১১০। তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

১১০. **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**

স্থাপন করবে; আর যদি গ্রহু প্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কার্যকারী।

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ ءَامَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

১১১। সামান্য দুঃখ প্রদান ব্যতীত তারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা; আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।

۱۱۱. لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا
أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلَوْكُمْ
الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

১১২। আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ এবং মনুষ্যগণের নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল;

۱۱۲. ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّيلَةَ أَيْنَ
مَا تُقِفُوا إِلَّا نَحْبِلٍ مِّنَ اللَّهِ
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

যেহেতু তারা বিরুদ্ধাচরণ
করেছিল ও সীমা অতিক্রম
করেছিল।

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

রাসূলের (সাঃ) উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন, **كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** (তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : ‘তোমরা অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম উম্মাত। তোমরা মানুষের ঘাড় ধরে ধরে তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে আকৃষ্ট করছ এবং অতঃপর তারা ইসলাম কবূল করছে। (ফাতহুল বারী ৮/৭২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ‘তোমরা মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ লোক।’ (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৭২, ৪৭৩)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই সবচেয়ে বেশি মুসলিমদের উপকার সাধনকারী।’ ইমাম আহমাদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এবং হাকিম (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকিম ইব্ন মুয়াবিয়া ইব্ন হাইদাহ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তোমরা পূর্ববর্তী উম্মাতদের সংখ্যা সত্তরতম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ। আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমরা তাদের অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।’ আহমাদ ৫/৩, তিরমিযী ৮/৩৫২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩৩) এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে, এ উম্মাতের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি সমস্ত মাখলূকের নেতা, সমস্ত রাসূল অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। তাঁর শারীয়াতের সামান্য আমল অন্যান্য উম্মাতের অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম ও

শ্রেষ্ঠ। আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আমি ঐ নি‘আমাত প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি।’ জনগণ জিজ্ঞেস করেন : ‘ঐ নি‘আমাতগুলি কি?’ তিনি বলেন : (১) ‘আমাকে প্রভাব প্রদান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমাকে পৃথিবীর চাবি প্রদান করা হয়েছে। (৩) আমার নাম আহমাদ রাখা হয়েছে। (৪) আমার জন্য মাটিকে পবিত্র করা হয়েছে। (৫) আমার উম্মাতকে সমস্ত উম্মাত অপেক্ষা বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে’। (আহমাদ ১/৯৮) এ হাদীসটির ইসনাদ উত্তম। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যুহরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্য থেকে ৭০ হাজারের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত চক চক করবে। তখন উক্বাশাহ ইব্ন মিহসান আল আসাদী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন যেন আমি তাদের একজন হই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাদের একজন হিসাবে গ্রহণ করুন। আনসারগণের মধ্যে থেকেও এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এ ব্যাপারে উক্বাশাহ তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭) আমি এমন কতগুলি হাদীস বর্ণনা করতে চাই যেগুলির বর্ণনা এখানে যথোপযুক্ত হবে।

ইহকাল ও পরকালে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান

যাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : শুধুমাত্র আমার অনুসারী উম্মাত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে।’ সাহাবীগণ খুশি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পুনরায় তিনি বলেন : ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে।’ আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করি। আবার তিনি বলেন : ‘আমি আশা করছি যে, তোমরা অর্ধেক হবে’। (আহমাদ ৩/৩৪৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি অন্য রিওয়াযাতেও বর্ণনা করেছেন এবং ঐ বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। (হাদীস নং ৩/৩৮৩)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে এতে কি সন্দেহ নও?’ তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা‘আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ‘তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও?’ তাঁরা পুনরায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি তখন বলেন : ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক।’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫, মুসলিম ১/২০০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের একশ’ বিশটি সারি হবে, তন্মধ্যে আশিটি সারি এ উম্মাতেরই হবে। (হাদীস নং ৫/৩৫৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৫/৩৪৭, তিরমিযী ৭/২৫৬, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে এসেছি এবং বিচার শেষে জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করব। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব পূর্বে দেয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদেরকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক প্রদান করেছেন। জুমু‘আর দিনও এরূপই যে, ইয়াহুদীরা আমাদের পিছনে রয়েছে, অর্থাৎ শনিবার এবং খৃষ্টানরা তাদেরও পিছনে রয়েছে অর্থাৎ রবিবার।’ (বুখারী ৮৯৬, ৩৪৮৬, ৩৪৮৭; মুসলিম ৮৫৫) ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : (দুনিয়ায় আবির্ভাবের দিক দিয়ে) আমরা মুসলিমরা শেষ (জাতি), কিন্তু কিয়ামাত দিবসে আমরাই হব প্রথম। জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে আমরাই হব অগ্রবর্তী ... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (মুসলিম ৮৫৫)

এগুলিই ছিল ঐ সব হাদীস যেগুলিকে আমরা এখানে বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। উম্মাতের উচিত, এখানে এ আয়াতের মধ্যে যতগুলি গুণাগুণ রয়েছে সেগুলির উপর যেন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান, মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান এবং আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনয়ন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় হাজ্জে এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন : ‘যদি তোমরা এ আয়াতের প্রশংসার মধ্যে আসতে চাও তাহলে এ সমুদয় গুণও নিজেদের ভিতর

সৃষ্টি কর।’ (তাবারী ৭/১০২) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, ‘এছ প্রাণ্ডগণ ঐ সব কাজ পরিত্যাগ করেছিল বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা স্বীয় কালামে তাদেরকে নিন্দা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন :

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ

তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে অপরকে নিষেধ করতনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭৯) যেহেতু উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাই পরে এছধারীদের নিন্দা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ এ লোকগুলোও যদি আমার শেষ নাবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তারাও এ মর্যাদা লাভ করত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অবিশ্বাস, দুষ্কার্য ও অবাধ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের মধ্যে কতক লোক ঈমানদারও রয়েছে।

মুসলিমদের জন্য সুখবর যে, তারা আহলে কিতাবদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা মুসলিমদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন :

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلَوْكُمْ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ
তোমরা হতবুদ্ধি ও চিন্তিত হয়ে পড়না, আল্লাহ তা’আলা তোমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত করবেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা খাইবারের যুদ্ধে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন এবং এর পূর্বে মাদীনার বানু কাইনুকা, বানু নাযীর এবং বানু কুরাইয়াকেও লাঞ্ছিত ও পরাভূত করেছিলেন। অনুরূপভাবে সিরিয়ার খৃষ্টানরা সাহাবীগণের (রাঃ) সময়ে পরাজিত হয়েছিল এবং সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং চিরদিনের জন্য মুসলিমদের অধিকারে এসে পড়ে। সেখানে এক সত্যপন্থী দল ঈসার (আঃ) আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ঈসা (আঃ) এসে ইসলাম ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত অনুযায়ী নির্দেশ দান করবেন এবং ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া কর গ্রহণ করবেননা এবং শুধুমাত্র ইসলামই কবুল করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন : ‘তাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও

হীনতা নিষ্কিণ্ড হয়েছে। কোন জায়গায়ই তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নেই, তবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় দানের দ্বারা নিরাপত্তা পেতে পারে।' অর্থাৎ যদি তারা জিযিয়া প্রদান করে ও মুসলিম শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে নিরাপত্তা পেতে পারে। কিংবা মুসলিমদের আশ্রয়দানের দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তি হয় অথবা কোন মুসলিম যদি তাদেরকে আশ্রয় দান করে তাহলেও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। যদি সে নিরাপত্তা কোন মহিলা অথবা কোন ক্রীতদাসও দেয় তবুও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আলেমদের একটি উক্তি এও রয়েছে।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে حَبْل শব্দের অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার। তারা আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার লাভ করবে এবং মুসলিমরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। (তাবারী ৭/১১২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আ'তা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৮০, ৪৮১) তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে পতিত হয়েছে এবং দারিদ্রে আক্রান্ত হয়েছে। এটাও তাদের কুফর, নাবীদেরকে হত্যা, অহংকার, হিংসা এবং অবাধ্যতারই প্রতিফল। এ কারণেই তাদের উপর চিরদিনের জন্য লাঞ্ছনা, হীনতা এবং দৈন্য নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের অবাধ্যতা এবং সত্যের সীমা অতিক্রমেরই প্রতিদান। এ ধরনের আচরণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি, কারণ তিনিই খারাবী থেকে বেঁচে থাকা এবং সাহায্য করার একমাত্র মালিক।

<p>১১৩। তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে থাকে।</p>	<p>۱۱۳. لَيَسُوْا سَوَاءً ۙ مِّنْ اَهْلٍ اَلَكِتٰبِ اُمَّةٌۢ قٰیْمَةٌ يَّتْلُوْنَ ءَاٰیٰتِ اَللّٰهِ ءَاِنَاۤءَ اَلَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُوْنَ</p>
<p>১১৪। তারা আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে এবং</p>	<p>۱۱۴. یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَاَلْیَوْمِ</p>

<p>সং কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করে এবং সং কাজসমূহে তৎপর থাকে, আর তারাই সং কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।</p>	<p>الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ</p>
<p>১১৫। আর তারা যে সং কাজ করবে তা কখনও অবজ্ঞা করা হবেনা; এবং আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে অবগত আছেন।</p>	<p>১১৫. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ</p>
<p>১১৬। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র কাজে আসবেনা; এবং তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।</p>	<p>১১৬. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p>
<p>১১৭। তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ। যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে -</p>	<p>১১৭. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ</p>

ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের
শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হয়
এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং
আল্লাহ তাদের প্রতি
অত্যাচার করেননি, বরং
তরাই স্বীয় জীবনের প্রতি
অত্যাচার করেছে।

فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ

আহলে কিতাবের যারা মুসলিম হয়েছেন তাদের মর্যাদা

আল আউফী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের ঐ সমস্ত ধর্ম যাজকদের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), আসাদ ইব্ন উবায়দ (রাঃ) শালাবা ইব্ন শু'বা (রহঃ), উসাইদ ইব্ন শু'বা (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে কিতাব এবং নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণ সমান নয়। এসব লোক এসব আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নন পূর্বে যাদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হয়েছে এবং এ ঈমানদার লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, মুহাম্মাদের শারীয়াতের তারা অনুসারী, তাদের মধ্যে ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে। এ নির্মল নিষ্কলুষ লোকগুলি রাতে তাহাজ্জুদের সালাতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম পাঠ করে থাকে এবং জনগণকেও তারা এসব কাজেরই নির্দেশ দেয় এবং এর বিপরীত কাজ করা হতে তারা বিরত রাখে। ভাল কাজে তারা সদা অগ্রগামী থাকে।' এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেন যে, তারা ভাল লোক। এ সূরার শেষেও বলেন :

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি

অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়ান্বিত থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৯) এখানেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সৎকার্যাবলী বিনষ্ট হবেনা এবং তাদেরকে তাদের সমুদয় কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। সমস্ত আল্লাহ-ভীরু মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দৃষ্টিতেই রয়েছে। তিনি কারও সৎকাজ বিনষ্ট করেননা।

কাফিরদের দান-সাদাকাহর আলোচনা

تَارَا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ বাতাস-বায়ুর অনুরূপ। ধর্মদ্রোহী লোকদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন উপকারে আসবেনা। তারা জাহান্নামের অধিবাসী। صِرٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা যা শস্যসমূহ ধ্বংস করে ফেলে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) সাদ্দিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরা صِرٌّ এর অর্থ করেছেন 'হিমেল হাওয়া' বা ভীষণ ঠান্ডা বাতাস (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৪, ৪৯৫) 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা এবং তুষার। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে আগুন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৫) শেষোক্ত বর্ণনাটির সাথে প্রথমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোন বৈপরীত্য নেই, এ কথা বলা যেতে পারে। কারণ যখন তুষার পাতের সাথে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে তখন গাছপালা এবং অন্যান্য বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, যা আগুন লাগার ফলেও ধ্বংস হয়ে থাকে।

মোট কথা, যেমন শস্য ক্ষেত্রে বরফ জমে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়, এ কাফিরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এরা যা কিছু খরচ করে তার সাওয়াব লাভ তো দূরের কথা, বরং তাদের আরও শাস্তি হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং এটা তাদের মন্দ কার্যাবলীরই শাস্তি।

১১৮।	হে	বিশ্বাস	
স্থাপনকারীগণ!		তোমরা	
নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতিরেকে			۱۱۸. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا

অন্য কেহকে মিত্র রূপে গ্রহণ করনা, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সংকুচিত হবেনা; এবং তোমরা যাতে বিপন্ন হও তারা তাই কামনা করে; বস্তুতঃ তাদের মুখ হতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয়, এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে তা আরও গুরুতর; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করছি, যেন তোমরা বুঝতে পার।

تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

১১৯। সাবধান হও - তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসেনা; এবং তোমরা সমস্ত গ্রহুই বিশ্বাস কর; আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে : আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ দংশন করে। তুমি বল : তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও! নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন।

১১৯. هَاتَيْنِئْتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا تُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১২০। যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন তারা আনন্দিত হয়ে থাকে, এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তারা যা করে - নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

۱۲۰. إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

কাফিরদেরকে বন্ধু/পরামর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এরা তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাদের বাহ্যিক মিষ্টি কথায় ভুলে যেওনা এবং তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়না। তাহলে তারা সুযোগ পেয়ে তোমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তাদের ভিতরের শত্রুতা তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমরা তাদের নিকট তোমাদের গুপ্ত কথা কখনও প্রকাশ করনা'। **بَطَانَةٌ** বলা হয়

মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধুকে এবং **مِنْ دُونِكُمْ** দ্বারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলকে বুঝানো হয়েছে। সহীহ বুখারী, নাসাঈ ইত্যাদিতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'আল্লাহ তা'আলা যে নাবীকেই প্রেরণ করেছেন এবং যে প্রতিনিধিকেই নিযুক্ত করেছেন, তাঁর জন্য তিনি দু'জন পরামর্শদাতা নির্ধারিত করেছেন। একজন তাঁকে ভাল কথা বুঝিয়ে থাকেন ও ভাল কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং অপরজন তাঁকে মন্দ কাজের পথ-প্রদর্শন করে ও সেই কাজে উত্তেজিত করে। সুতরাং আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষা পেতে পারে।' (ফাতহুল বারী ১৩/২০১, নাসাঈ ৭/১৫৮) উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) বলা হয় : 'এখানে 'হীরার' (ইরাকী

খৃষ্টান) একজন লোক রয়েছে, খুব ভাল লিখতে পারে এবং তার স্মরণশক্তি খুব ভাল। সুতরাং আপনি তাকে আপনার লেখক নিযুক্ত করুন।' এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বলেন : 'তাহলে তো আমি একজন অমুসলিমকে আমার পরামর্শদাতা বানিয়ে নিলাম যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন!' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫০০) এ ঘটনাটিও এ আয়াতটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, যিস্মী/কাফিরদেরকে এরূপ কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। কেননা হতে পারে যে, তারা শত্রুপক্ষকে মুসলিমদের গোপনীয় কথা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিবে। কারণ মুসলিমদের পতনই তাদের কাম্য। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ তাদের কথায়ও শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখেই শুভাশুভ নিরূপকগণ তাদের ভিতরের দুষ্টামির কথা জানতে পারে। তাদের অন্তরে যে ধ্বংসাত্মক মনোভাব রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম। সুতরাং জ্ঞানীরা কখনও তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়বেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَآأَنْتُمْ أَولَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ দেখ, এটা কত বড় দুর্বলতার কথা যে, তোমরা তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদের মঙ্গল চায়না। তোমরা সমস্ত গ্রন্থকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। তোমরা তাদের গ্রন্থে বিশ্বাস কর বটে, কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থে বিশ্বাস করেনা। অতএব উচিত তো ছিল যে, তোমরা তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে দেখবে। অথচ তারা কিন্তু তোমাদের প্রতি শত্রুতাই পোষণ করছে। (তাবারী ৭/১৪৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ তারা মুসলিমদের মুখোমুখি হলে নিজেদের ঈমানদারীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখনই তাদের হতে পৃথক হয় তখনই হিংসা ও ক্রোধে নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, তারা যেন মুনাফিকদের বাহ্যিক ভাব দেখেই তাদেরকে বন্ধু মনে না করে। মুনাফিকরা মুসলিমদের উন্নতি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরলেও আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিমদের উন্নতি সাধন করতেই থাকবেন। মুসলিমরা সর্বদিক দিয়ে বেড়েই চলবে, যদিও মুশরিক

ও মুনাফিকরা হিংসা ও ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অন্তরের কথা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রের উপর মাটি পড়ে যাবে এবং তারা তাদের জঘন্য কাজে কৃতকার্য হবেনা। তারা মুসলিমদের উন্নতি চায়না, তথাপি মুসলিমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করতেই থাকবে এবং পরকালেও তাদেরকে সুখময় জান্নাতে দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে এ মুশরিক ও মুনাফিকরা ইহজগতেও লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তারা জাহান্নামের জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হবে। তারা যে তোমাদের চরম শত্রু তার বড় প্রমাণ এই যে, যখন তোমাদের কোন মঙ্গল সাধিত হয় তখন তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় তখন তারা তাতে আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তখন ঐ মুনাফিকরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যখন মু'মিনগণ পরাজয় বরণ করে তখন তারা কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এখন মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন :

هَٰؤُلَاءِ يَمْشُونَ بِالْمُنَافِقِينَ ۖ وَهُمْ لَا يُدْرِكُهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَخَفُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

তাদের দুষ্টামি হতে মুক্তি পেতে চাও তাহলে ধৈর্যধারণ কর, সংযমী হও এবং আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমাদের শত্রুদেরকে ঘিরে নিব। কোন মঙ্গল লাভ করা এবং কোন অমঙ্গল হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা। তোমরা যদি আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর তাহলে তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সম্পর্কেই এখন উল্লেখ যুদ্ধের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যার মধ্যে মুসলিমদের ধৈর্য ও সহনশীলতার বর্ণনা রয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষার পূর্ণচিত্র ও যদ্দ্বারা মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পেয়েছে।

১২১। (স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন ও জানেন।

۱۲۱. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ
لِّلْقِتَالِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<p>১২২। যখন তোমাদের দুই দল ভীকৃত প্রকাশের সংকল্প করেছিল এবং আল্লাহ সেই দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং মু'মিনগণই আল্লাহর উপর নির্ভর করে থাকে।</p>	<p>১২২. إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ</p>
<p>১২৩। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।</p>	<p>১২৩. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p>

উহুদের যুদ্ধ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, ইহা উহুদ যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১০) তবে কোন কোন মুফাস্সির এটাকে পরিখার ঘটনাও বলেছেন। কিন্তু এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা হওয়াই সঠিক কথা। উহুদের যুদ্ধ হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে রোজ শনিবার সংঘটিত হয়। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়। আল্লাহই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখেন।

উহুদ যুদ্ধের কারণ

বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। তাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক সেই যুদ্ধে মারা যায়। তখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঐ ব্যবসায়ের সম্পদ যা বদরের যুদ্ধের সময় অন্য পথে রক্ষা পেয়েছিল ঐ সবগুলিই তারা এ যুদ্ধের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। চতুর্দিক থেকে লোক সংগ্রহ করে তারা তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ণ আসবাবপত্রসহ মাদীনার কাছে উহুদ প্রান্তরে এসে সমবেত হয়। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর

সালাত শেষে মালিক ইব্ন আমরের (রাঃ) জানায়ার সালাত আদায় করেন, তিনি ছিলেন বানী নাজ্জার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি জনগণকে পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বলেন : ‘এ আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বোত্তম পন্থা তোমাদের নিকট কি আছে?’ তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই (সর্বোচ্চ মুনাফিক) বলে : ‘আমাদের মাদীনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়, যদি তারা এসে বাইরে অবস্থান করে তাহলে যেন জেলখানার মধ্যে পড়ে যাবে, আর যদি মাদীনার ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে একদিকে রয়েছে আমাদের বীর পুরুষদের তরবারীসমূহ এবং অপর দিকে রয়েছে আমাদের তীরন্দাজদের লক্ষ্যভ্রষ্টহীন তীরগুলি। আর যদি তারা এমনি ফিরে যায় তাহলে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই ফিরে যাবে।’ কিন্তু তার মতের বিপরীত মত পেশ করেছিলেন ঐ সাহাবীবৃন্দ যাঁরা বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাঁরা খুব জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মাদীনার বাইরে গিয়ে প্রাণ খুলে কাফির শত্রুদের মুকাবিলা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ী গমন করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তখন ঐ সাহাবীগণের ধারণা হয় যে, না জানি তাঁরা হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার বিপরীত মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁরা বলেন : ‘হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি এখানে থেকেই যুদ্ধ করা ভাল মনে করেন তাহলে তাই করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন হঠকারিতা নেই।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

‘নাবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পর তা খুলে ফেলবেন। এখন আমি আর ফিরে যেতে পারিনা। যে পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যা চান তা‘ই সংঘটিত না হয়।’ (ফাতহুল বারী) অতএব তিনি এক হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মাদীনার বাইরে বেরিয়ে পড়েন। ‘শাওত’ নামক স্থানে পৌঁছার পর ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তার তিনশ’ লোক নিয়ে ফিরে আসে এই অজুহাত দেখিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন উপদেশই শুনছেননা বলে সে অশুশি। সে এবং তার সহযোগীরা বলল : আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আজই যুদ্ধ শুরু করবেন তাহলে আপনার সাথে থাকতাম, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আজ যুদ্ধ করবেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গ্রাহ্য না করে অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে নিয়েই উহুদ পর্বত অভিযুখে রওয়ানা হন। পর্বতকে পিছনে করে পর্বত উপত্যকায় তিনি সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেন এবং তাঁদের নির্দেশ দেন :

‘আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবেনা।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে ৭০০ জনের সেনা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। আমার ইব্ন আউফ গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমাদের থেকে অশ্ব বাহিনীকে অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং খেয়াল রাখবে যে, অপর দিক থেকে তোমাদেরকে আক্রমণ করা হতে পারে। আমরা যদি বিজয়ী হই অথবা পরাজিত হই তথাপিও তোমরা তোমাদের স্থান পরিত্যাগ করবেনা। যদি তোমরা দেখতে পাও যে, পাখি আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তবুও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবেনা।

এসব সুব্যবস্থা করার পর স্বয়ং তিনিও প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি দু’টি লৌহবর্ম পরিধান করেন। মুসআব ইব্ন উমায়েরকে (রাঃ) তিনি পতাকা প্রদান করেন। এদিন কয়েকজন বালককেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। এ ক্ষুদ্রে সৈনিকেরাও আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্যান্য বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে নেননি। পরিখার যুদ্ধে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিখার যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধের দু’বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল। কুরাইশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। তাদের সৈন্য সংখ্য ছিল তিন হাজার। তাদের সঙ্গে দু’শটি সুসজ্জিত অশ্ব যেগুলো সময়ে কাজে আসতে পারে বলে সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তাদের ডান অংশে ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এবং বাম অংশে ছিলেন ইকরিমাহ ইব্ন আবু জাহল (এরা দু’জন পরে মুসলিম হয়েছিলেন)। তাদের পতাকা বাহক ছিল বানু আবদুদ্দার গোত্র। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলী ঐ সম্পর্কীয় আয়াতগুলির তাফসীরের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকবে। মোট কথা, এ আয়াতে ওরই বর্ণনা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা হতে বের হয়ে সৈন্যগণকে যুদ্ধের যথাস্থানে নিযুক্ত করতে থাকেন। সৈন্যশ্রেণীর ডান বাহ ও বাম বাহ নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত কথা শুনে থাকেন এবং তিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন।

বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, শুক্রবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্য মাদীনা হতে বের হন। কুরআন কারীম ঘোষণা করছে, ‘হে নাবী! বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য তুমি প্রভাতেই পরিজন হতে বের হয়েছিলে।’ তাহলে ভাবার্থ এই যে, শুক্রবার বের হয়ে তিনি শিবির

স্থাপন করেন এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম শুরু হয় শনিবার। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : ‘আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ বানু হারিসা ও বানু সালামাহ গোত্রদ্বয় সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা দু’টি দল কাপুরক্ষতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছিলে।’ এতে আমাদের একটি দুর্বলতার বর্ণনা রয়েছে বটে, কিন্তু এ আয়াতটিকে আমাদের পক্ষে অতি উত্তম বলে মনে করি। কেননা এ আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ঐ দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৩, মুসলিম ৪/১৯৪৮)

মুসলিমদেরকে বদরের যুদ্ধে বিজয়ী করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
আমি তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধেও বিজয়ী করেছি, অথচ তোমরা অতি অল্পসংখ্যক ছিলে এবং তোমাদের আসবাবপত্রও ছিল অতি নগণ্য। বদরের যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ রামাযানুল মুবারাক রোজ শুক্রবার সংঘটিত হয়। ঐ দিনকেই ‘ইয়াওমুল ফুরকান’ বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় ও সম্মান লাভ হয় এবং শিরুক ধ্বংস হয়ে যায়, শিরকের স্থান বিধ্বস্ত হয়। অথচ সেই দিন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ’ তেরজন। তাঁদের নিকট ছিল মাত্র দু’টি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং অবশিষ্ট সবাই পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র এত অল্প ছিল যে, যেন ছিলইনা।

পক্ষান্তরে শত্রুর সংখ্যা ছিল সে দিন মুসলিমদের তিনগুণ, নয় শত থেকে এক হাজারের কিছু কম ছিল। তারা সবাই ছিল বর্ম পরিহিত। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘোড়া। তারা এত বড় বড় ধনী ছিল যে, তাদের নিকট স্বর্ণের অলংকার ছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান ও বিজয় দান করেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং শাইতান ও তার সঙ্গীদেরকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করেন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় মু‘মিন বান্দাদেরকে ও জান্নাতী সৈন্যদেরকে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘তোমাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও বাহ্যিক আসবাবপত্রের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন, যেন তোমরা জানতে পার যে, বিজয় লাভ বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমকের উপর নির্ভর করেনা।’ এ জন্যই দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, -হুলাইনের যুদ্ধে তোমরা বাহ্যিক

আসবাবপত্রের প্রতি লক্ষ্য করেছিলে এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে খুশি হয়েছিলে। কিন্তু ঐ সংখ্যাধিক্য ও আসবাবপত্রের বিদ্যমানতা তোমাদের কোন উপকারে আসেনি।’ অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

‘এবং হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ২৫)

বদর ইব্ন নারীণ নামক এক লোক ছিল। তার নামেই একটি কূপের নামকরণ করা হয় এবং যে প্রান্তরে ঐ কূপটি ছিল ওটাও বদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বদরের যুদ্ধও ঐ নামেই খ্যাতি লাভ করে। মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে এ জায়গাটি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।

১২৪। যখন মু‘মিনদেরকে বলেছিলেন : এটা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রাব্ব তিন সহস্র মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন?

১২৪. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ

১২৫। বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয় তাহলে তোমাদের রাব্ব পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট মালাইকা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

১২৫. بَلَىٰ ۖ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمِدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

১২৬। আর আল্লাহ এই সাহায্য শুধু এ জন্যই করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তরে শান্তি আসে। আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

১২৬. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

১২৭। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে - তিনি এরূপে তাদের একাংশকে কর্তিত করেন অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন, যাতে তারা অকৃতকার্য সহকারে ফিরে যায়।

১২৭. لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ

১২৮। এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।

১২৮. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

১২৯। আর নভোমন্ডলে যা রয়েছে ও ভূমন্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

১২৯. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মালাইকার সাহায্য করা

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ মহান আল্লাহ এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাব্বুনা দিচ্ছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। হাসান বাসরী (রহঃ), আমর আশ শা’বী (রহঃ), রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমুখের এটাই উক্তি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১৯-৫২১) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুসলিমদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, কার্য ইব্ন যাবির মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে, কেননা সে মুশরিকদের নিকট এটা অঙ্গীকার করেছিল। এটা মুসলিমদের নিকট খুব কঠিন ঠেকে। তখন আল্লাহ তা‘আলা **أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ** হতে **مُسُومِينَ** পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কার্য ইব্ন যাবির মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাদের সাহায্যার্থে আসেনি এবং আল্লাহ তা‘আলাও পাঁচ হাজার মালাইকা পাঠাননি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫২০) রাবী’ ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য প্রথমে এক হাজার মালাইকা পাঠিয়েছিলেন, পরে তা তিন হাজারে পৌঁছে যায় এবং শেষে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। (তাবারী ৭/১৭৮) এখানে এ আয়াতে তিন হাজার ও পাঁচ হাজার মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য দানের অঙ্গীকার রয়েছে এবং বদরের যুদ্ধের সময় এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করার অঙ্গীকার ছিল। তাহলে কিভাবে নিম্নের আয়াতের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে? সেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

مُرْدِفِينَ

স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে। (সূরা আনফাল, ৮ : ৯)

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমতা এভাবেই হতে পারে, কেননা সেখানে **مُرْدِفِينَ** শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে পাঠানো হয়েছিল এক হাজার, অতঃপর তাঁদের পরে আরও দু’হাজার পাঠিয়ে তাঁদের সংখ্যা তিন হাজার করা হয় এবং সবশেষে আরও দু’হাজার প্রেরণ করে তাঁদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে

পৌছে যায়। বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এ অঙ্গীকার ছিল বদরের যুদ্ধের জন্য, উহুদের যুদ্ধের জন্য নয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, এ অঙ্গীকার উহুদের যুদ্ধের জন্যই ছিল। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মূসা ইব্ন উকবা (রহঃ) প্রমুখের এটাই উক্তি। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, মুসলিমগণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরে পড়েছিলেন বলে মালাইকা অবতীর্ণ করা হয়নি। কেননা সাথে সাথেই আল্লাহ তা‘আলা **وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا** অর্থাৎ ‘যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও’ এ কথা বলেছেন। **فَوْزٌ** শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে : (১)

নিমিষে, (২) ক্রোধ ও (৩) ভ্রমণ। **مُسَوِّمِينَ** শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বিশিষ্ট। আলী (রাঃ) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল সাদা পশম। আর তাদের ঘোড়ার চিহ্ন ছিল মাথার শুভ্রতা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ মালাইকা অবতীর্ণ করা এবং তোমাদেরকে এর সুসংবাদ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও তোমাদের মনে শান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা‘আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি মালাক অবতীর্ণ না করেও এবং যুদ্ধ ছাড়াও তোমাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। সাহায্য শুধু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতেই এসে থাকে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۚ سَيُجْزِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۚ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শান্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সং পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪-৬)

তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রত্যেক কাজে বড় বিজ্ঞানময়। এ জিহাদের নির্দেশও বিভিন্ন প্রকারের নিপুণতায় পরিপূর্ণ। এর ফলে কাফিরেরা ধ্বংস হবে বা লাঞ্ছিত হবে কিংবা তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে। এরপরে বলা হচ্ছে :

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
কিছু আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। হে নাবী! কোন কাজের অধিকার তোমার নেই।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে :

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

হে নাবী! তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৪০) অন্য জায়গায় রয়েছে :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭২) অন্যত্র রয়েছে :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬) لَيْسَ لَكَ مِنْ

الْأَمْرِ شَيْءٌ সূতরাং হে নাবী! আমার বান্দাদের কাজের সাথে তোমার কোন

সম্বন্ধ নেই। তোমার কাজ তো শুধু তোমাকে যে দা'ওয়াতের কথা বলা হয়েছে

তা তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। (তাবারী ৭/১৯৫) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাতে যখন দ্বিতীয়

রাক'আতের রুকু' হতে মাথা উত্তোলন করতেন এবং سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও

وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন তখন তিনি কাফিরদের উপর বদ দু'আ করে বলতেন :

'হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।' সে

সম্বন্ধেই এ আয়াতটি (৩ : ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৭৩, নাসাঈ

৬/৩১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ)

বলেন যে, তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হে আল্লাহ! তুমি অমুক অমুককে ধ্বংস কর। হে আল্লাহ! হারিস ইব্ন হিসামকে ধ্বংস কর; হে আল্লাহ! সুহাইল ইব্ন আমরকে ধ্বংস কর, হে আল্লাহ! সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে ধ্বংস কর। তখন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী। এ আয়াতটি (৩ : ১২৮) অবতীর্ণ হয়। ওর মধ্যেই রয়েছে যে, শেষে ঐ লোকগুলি হিদায়াত প্রাপ্ত হয় ও মুসলিম হয়ে যায়। (আহমাদ ২/৯৩)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও উপর বদ দু‘আ বা ভাল দু‘আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রক্ষুর পরে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ বলার পর দু‘আ করতেন। কখনও বলতেন : ‘হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সালমা ইব্ন হিশাম, আইয়াশ ইব্ন আবু রাবী‘আ এবং দুর্বল মু‘মিনদেরকে কাফিরদের হাত হতে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর ধর-পাকড় শাস্তি অবতীর্ণ করুন এবং তাদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফের (আঃ) যুগে ছিল।’ এ প্রার্থনা তিনি উচ্চৈঃস্বরে করতেন। আবার কোন সময় ফাজরের সালাতের কুনূতে এ কথাও বলতেন : ‘হে আল্লাহ! অমুক অমুকের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন’ এবং আরাবের কতকগুলো গোত্রের নাম নিতেন। তখন আয়াতটি (৩ : ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/৯০, মুসলিম ১৭৯১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তিনি কপালে আঘাত প্রাপ্ত হন। ফলে তাঁর মুখ মন্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে যারা মহান মর্যাদাময় আল্লাহ তা‘আলার নাবীর সাথে এরূপ ব্যবহার করে, যিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দিচ্ছেন। তখন এ আয়াতটি (৩ : ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৫)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আকাশ ও পৃথিবীর

সমুদয় বস্তু তাঁরই। সবাই তাঁর দাস। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি যা চান তাই নির্দেশ দেন। কেহ তাঁর কাজের হিসাব নিতে পারেনা। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

<p>১৩০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করনা এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।</p>	<p>۱۳۰. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَبًا أُضْعَفًا مُّضْعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p>
<p>১৩১। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।</p>	<p>۱۳۱. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ</p>
<p>১৩২। আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর যেন তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও।</p>	<p>۱۳۲. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ</p>
<p>১৩৩। তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে -</p>	<p>۱۳۳. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ</p>

১৩৪। যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও লোকদেরকে ক্ষমা করে; এবং আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালবাসেন।

۱۳۴. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

১৩৫। এবং যখন কেহ অশীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা -

۱۳۵. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

১৩৬। তাদের পুরস্কার হবে তাদের রবের নিকট হতে মার্জনা এবং এমন উদ্যানসমূহ যেগুলির তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এবং কর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান!

۱۳۶. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করা এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সুদ আদান প্রদান করতে এবং ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করেছেন। অজ্ঞতা যুগের লোকেরা সুদের উপর ঋণ প্রদান করত। ঋণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হত। ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হত। এভাবে চক্রাকারে সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন থেকে কয়েক গুণ হয়ে যেত। মহান আল্লাহ স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে এরূপ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে ওর উপর মুজিদানের অঙ্গীকার করছেন। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ দান করে ওর উপর করুণা প্রদর্শনের ওয়াদা দিচ্ছেন। এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎ কাজের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন।

সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ হবে

এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎকার্যের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রশংসা করছেন। আল্লাহ সুবহানুল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৎ কাজ করা এবং অনুগত হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলছেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে) জান্নাতের প্রস্থ বর্ণনা করে দৈর্ঘ্যের অনুমানের ভার শ্রোতাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। যেমন তিনি জান্নাতী বিছানার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

بَطَّأْنَهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

ওতে রয়েছে নরম রেশমের আন্তর। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৫৪) ভাবার্থ এই যে, ওর ভিতরই যখন এরূপ তখন বাহির কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে এখানেও বলা হচ্ছে যে, জান্নাতের প্রস্থই যখন সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীনের সমান, তখন দৈর্ঘ্য কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা জান্নাত গম্বুজের মত আরশের নীচে রয়েছে এবং যে জিনিস গম্বুজ সদৃশ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তোমরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট জান্নাত যাক্ষণ করলে ফিরদাউস যাক্ষণ কর। এটাই সবচেয়ে উঁচু ও সর্বোত্তম জান্নাত। এ জান্নাতের মধ্য দিয়েই সমস্ত নদী প্রবাহিত হয় এবং ওর ছাদই হচ্ছে পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর আরশ।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৪) একটি মারফু‘ হাদীসে রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহান্নাম কোথায় এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন : ‘যখন প্রত্যেক জিনিসের উপর রাত এসে যায় তখন দিন কোথায় যায়?’ তখন সে বলে : ‘যেখানে আল্লাহ চান’। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘এ রকমই জাহান্নামও সেখানেই যায়, যেখানে আল্লাহ চান’। (বায়যারা) এ বাক্যটির দু’টি অর্থ হতে পারে। একতো এই যে, রাতে যদিও আমরা দিনকে দেখতে পাইনা, তথাপি দিন কোন জায়গায় থাকা অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদিও জান্নাতের বিস্তার এত বেশি তথাপি জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেতে পারেনা। যেখানে আল্লাহ তা‘আলা চেয়েছেন সেখানে ওটাও রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন দিন একদিকে সরে যায় তখন রাত অন্য দিকে থাকে। তদ্রূপ জান্নাত সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে এবং জাহান্নাম সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২১)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জান্নাতবাসীদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং স্বচ্ছলতায় ও অভাবে, মোট কথা, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা‘আলার পথে ব্যয় করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭৪) কোন কিছু তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত রাখতে পারেনা। তারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সৃষ্টজীবের উপর অনুগ্রহ করে থাকে। এমন কি তারা তাদের ক্রোধ পর্যন্তও প্রকাশ করেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কেহকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে, বরং প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করতে পারে।’ (আহমাদ ২/২৩৬, ফাতহুল বারী ১০/৫৩৫, মুসলিম ৪/২০১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ নিজের সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়?’ জনগণ বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেহই নেই।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আমি তো দেখেছি যে, তোমরা তোমাদের নিজস্ব সম্পদ অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদকেই বেশি পছন্দ করছ! কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব সম্পদতো ওটাই যা তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ তা‘আলার পথে ব্যয় করে থাক, যা তোমরা ছেড়ে যাও তা তো তোমাদের সম্পদ নয়, বরং তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পথে খরচ কম করা এবং জমা বেশি রাখা ওরই প্রমাণ যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারীদের সম্পদকেই বেশি ভালবাস।’ অতঃপর তিনি বলেন : ‘তোমরা কোন্ লোককে বীর পুরুষ মনে কর?’ জনগণ বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ ব্যক্তিকে (আমরা বীর পুরুষ মনে করি) যাকে কেহ মল্লযুদ্ধে নীচে ফেলতে পারেনা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘না, বরং প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে সামলে নিতে পারে।’ তারপর তিনি বলেন : ‘তোমরা নিঃসন্তান কাকে বল?’ জনগণ বলেন : ‘যাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।’ তিনি বলেন : ‘না, বরং নিঃসন্তান ঐ ব্যক্তি যার সামনে তার কোন সন্তান মারা যায়নি’। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে থাকেন। হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখ যে, জান্নাতের কাজ খুব কঠিন

এবং জাহান্নামের কাজ সহজ। সৎ ঐ ব্যক্তি যে গণ্ডগোল হতে বেঁচে যায়। কোন মাত্রাকে পান করে নেয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে ততো পছন্দনীয় নয় যত পছন্দনীয় ক্রোধের মাত্রাকে পান করে নেয়া। এরূপ ব্যক্তির অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে বসে যায়।' (আহমাদ ১/৩২৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নেই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন মুয়াজ ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দা কর্তৃক নিজকে সংযত করার চেয়ে ভাল আর কোন উদাহরণ নেই। তাকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূকের সামনে ডেকে অধিকার প্রদান করবেন যে, সে যে কোন হুরকে ইচ্ছা মত পছন্দ করতে পারে।' (আহমাদ ৩/৪৩৮, ৪৪০; আবু দাউদ ৫/১৩৭, তিরমিযী ৬/১৩৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন।

ইবন মারদুয়াই (রহঃ) ইবন উমার (রাঃ) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দা কর্তৃক নিজকে সংযত রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। যে বান্দা তা করতে পারবে সে আল্লাহর চেহারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। (আহমাদ ২/২১৮, ইবন মাজাহ ২/১৪০১)

এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, তাদের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পায়না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন অন্যায় করা হয়না। বরং তারা উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে। আর তারা আল্লাহকে ভয় করে সাওয়াবের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করে। তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করেনা। একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরূপ অনুগ্রহশীল বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ করছি : (১) সাদাকাহ দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায়না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।’ (আহমাদ ৪/২৩১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা পাপ কাজ করার পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যখন কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলার সামনে হাযির হয়ে বলে : ‘হে আমার রাব্ব! আমার দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমার বান্দা যদিও পাপ কাজ করেছে, কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে যে, তার রাব্ব তাকে পাপের কারণে ধরতেও পারেন, আবার ক্ষমা করতেও পারেন, আমি আমার ঐ বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম।’ সে আবার পাপ করে ও তাওবাহ করে, আল্লাহ তা‘আলা এবারেও ক্ষমা করেন। সে তৃতীয়বার পাপ করে ও তাওবাহ করে, আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা তৃতীয়বারও ক্ষমা করেন। সে চতুর্থবার পাপ করে ও তাওবাহ করে তখন আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে বলেন : ‘আমার বান্দা এখন যা ইচ্ছা আমল করুক’। (আহমাদ ২/২৯৬, ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৪)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, ইহাই সেই কল্যাণময় আয়াত (৩ : ১৩৫) যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইবলীস কাঁদতে শুরু করেছিল। (আবদুর রায্যাক ১/১৩৩) ইবলীস পাপের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করতে চায় এবং তার নিজের ধ্বংস রয়েছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠে ও ক্ষমা প্রার্থনায়। হঠকারিতা না করার ভাবার্থ এই যে, তাওবাহ না করেই সে পাপ কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকেনা। কয়েকবার পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তারা জানে।’ অর্থাৎ তারা জানে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাওবাহ কবুলকারী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যে তাওবাহ করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০৪) অন্য স্থানে রয়েছে :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

এবং যে কেহ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১১০)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘তাদের ঐ সব সৎকাজের পুরস্কার হবে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমা, আর এমন উদ্যানসমূহ যেগুলির তলদেশ দিয়ে

স্রোতস্থিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং সৎ কর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান।’

<p>১৩৭। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে বহু জীবনাচরণ অতিক্রান্ত হয়েছে, পৃথিবীতে বিচরণ কর, এবং লক্ষ্য কর যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।</p>	<p>۱۳۷. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ</p>
<p>১৩৮। এটা মানবমন্ডলীর জন্য বিবরণ এবং আব্বাহভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শন ও উপদেশ।</p>	<p>۱۳۸. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ</p>
<p>১৩৯। আর তোমরা নিরাশ হয়োনা ও বিষন্ন হয়োনা এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।</p>	<p>۱۳۹. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ</p>
<p>১৪০। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়েরও তদ্রূপ আঘাত লেগেছে, এবং এই দিনসমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে</p>	<p>۱۴۰. إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ</p>

আল্লাহ এই রূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা।

ءَامِنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

১৪১। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে নিপাত করেন।

۱۴۱. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامِنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

১৪২। তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জানাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে কখনও পরীক্ষা করেননি?

۱۴۲. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

১৪৩। এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই ওর সাক্ষাৎ কামনা করছিলে, অনন্তর নিশ্চয়ই তোমরা এখন তা প্রত্যক্ষ করছ তোমাদের নিজেদের চোখে।

۱۴۳. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ
رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পিছনে কল্যাণ রয়েছে

যেহেতু উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বলছেন :

‘قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ’ তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্মভীরু লোকদেরকেও জান ও সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ তাদেরই হয়েছে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই তোমাদের কাছে এ রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। এ পবিত্র কুরআনে তোমাদের শিক্ষার জন্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের বর্ণনাও রয়েছে। মুসলিমদেরকে ঐ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বেশি সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলছেন :

‘وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ’ তোমরা এ যুদ্ধের ফলাফল দেখে মন খারাপ করা এবং চিন্তিত হয়ে বসে পড়না। ‘إِنْ يَمْسَسْكُمْ’
‘فَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ’ এ যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে থাক এবং তোমাদের লোক শহীদ হয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে; কেননা এর পূর্বে তো তোমাদের শত্রুরাও আহত ও নিহত হয়েছিল। ‘وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ’
এরূপ উত্থান-পতন তো পৃথিবীতে চলেই আসছে। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত কৃতকার্য ওরাই যারা পরিণামে বিজয়ী হয়, আর আমি তো তোমাদের জন্য এ বিজয় নির্দিষ্ট করেই রেখেছি। তোমাদের কোন কোন সময় পরাজয় এবং বিশেষ করে এ উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ ছিল তোমাদের মধ্যকার ধৈর্যশীল ও অধৈর্যশীলদেরকে পরীক্ষা করা। আর যারা বহুদিন হতে শাহাদাত লাভের আকাংখী ছিল তাদের আকাংখা পূর্ণ করাও ছিল একটি কারণ। তারা যেন স্বীয় জান ও মাল আমার পথে ব্যয় করার সুযোগ পায়। আল্লাহ তা‘আলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা। এর আরও কারণ এই যে, ঈমানদারদের পাপ থাকলে তা মোচন হয়ে যাবে, আর পাপ না থাকলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং এর দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করারও উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা তারা বিজয়ী হয়ে গর্বিত হবে এবং তাদের অবাধ্যতা ও অহংকার আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষে তারা সমূলে বিধ্বস্ত হবে। তিনি আরও বলেন :

‘أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ’
(তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ

কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি?) কঠিন বিপদাপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেহ জান্নাত লাভ করতে পারেনা। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৪) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

মানুষ কি মনে করেছে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?’ সূরা আনকাবূত, (২৯ : ২) এখানেও ঐ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়, অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে পরীক্ষিত না হয় সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘তোমরা এর পূর্বে তো এরূপ সুযোগেরই আকাংখা করছিলে যে, নিজেদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং তাঁর পথে শাহাদাত বরণ করবে। অতএব এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ সুযোগ প্রদান করলাম, তোমরা এখন তোমাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর।’ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তোমরা শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আকাংখা করনা, আল্লাহ তা‘আলার নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা কর এবং যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন অটল ও স্থির থাক এবং জেনে রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৮১, মুসলিম ৩/১৩৬২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ তোমরা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছ যে, তরবারী ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ করছে, বর্শা তীব্র বেগে বের হচ্ছে, তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং এদিকে-ওদিকে মৃতদেহ ঢলে পড়তে রয়েছে।

১৪৪। এবং মুহাম্মাদ রাসূল
ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই

۱۴۴. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ
أَفَلَا يَنْفَكُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ
عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۚ

১৪৫। আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়না; এবং যে কেহ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা দুনিয়ায় প্রদান করে থাকি; পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করে আমি তাকে তা প্রদান করব এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করব।

۱۴۵. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا
مُّؤَجَّلًا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ
ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۚ

১৪৬। আর এমন অনেক নাবী ছিল যারা সঙ্গীসহযোগে অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছিল; পরন্তু আল্লাহর পথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি ও শক্তিহীন

۱۴۶. وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ
مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا
لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا

<p>হয়নি এবং বিচলিত হয়নি। এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।</p>	<p>زَعُفُوا وَمَا أَسْتَكْنُوا ۖ وَاللَّهُ مُحِبُّ الصَّابِرِينَ</p>
<p>১৪৭। আর এতদ্ব্যতীত তাদের কথা ছিলনা যে, তারা বলত : হে আমাদের রাব্ব! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজের বাড়াবাড়ি হেতু কৃত অন্যায়সমূহ ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।</p>	<p>١٤٧. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْرَفَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ</p>
<p>১৪৮। অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করলেন এবং পরলোকের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর; এবং আল্লাহ সৎ কর্মশীলগণকে ভালবাসেন।</p>	<p>١٤٨. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ</p>

উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন বলে কাফিরেরা প্রচারণা চালায়

উহুদ প্রান্তরে মুসলিমগণ পরাজিতও হয়েছিলেন এবং তাদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদও হয়েছিলেন। সেদিন শাইতান এও প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও শহীদ হয়েছেন। আর এদিকে ইব্ন কামিআ’ নামক এক কাফির মুশরিকদের মধ্যে প্রচার করে, ‘আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে এসেছি।’ প্রকৃতপক্ষে শাইতানের কথা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং ঐ উক্তিও মিথ্যা ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে শুধুমাত্র তাঁর মুখমণ্ডল কিছুটা আহত হয়েছিল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। এ মিথ্যা সংবাদে মুসলিমদের মন ভেঙ্গে যায়, তাদের পা টলে যায় এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নে উদ্যত হন।

তখন **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, পূর্বের নাবীগণের মত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন নাবী। হতে পারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার দীন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবেন। একটি বর্ণনায় রয়েছে, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে উহদের যুদ্ধে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তিনি উক্ত আনসারীকে বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেন : ‘যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহলে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই আপনাদের ধর্মের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন।’ ঐ সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/২৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنِ يَصْرُنَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

রাসূলুল্লাহর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ধর্ম হতে পশ্চাদ পদে ফিরে যাবে এবং যে এভাবে ফিরে যাবে সে মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তে কালের সংবাদ শুনে আবু বাকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মাসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে আয়িশার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করেন। ওখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিবরার চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুমু দেন এবং কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন : ‘আমার পিতা-মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা‘আলার শপথ! তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দু’বার মৃত্যু দিতে পারেননা। যে মৃত্যু তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল তা তাঁর উপর

এসে গেছে।’ এরপর তিনি পুনরায় মাসজিদে আগমন করেন এবং দেখেন যে, উমার (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেন : ‘নীরবতা অবলম্বন করুন।’ তাঁকে নীরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে সম্বোধন করে বলেন : ‘যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপাসনা করত সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করত সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জীবিত আছেন। মৃত্যু তাঁর উপর আপতিত হয়না।’ অতঃপর তিনি

الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
فَلَنَ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত
কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয়
অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ
পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ
কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। এ আয়াতটি পাঠ করেন। জনগণের অনুভূতি
এই হয় যে, আয়াতটি যেন তখনই অবতীর্ণ হল। তখন তো প্রত্যেকের মুখেই
আয়াতটি উচ্চারিত হল এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, মহানাবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর এ জগতে নেই। আবু বাকরের (রাঃ) মুখে
এ আয়াতটির পাঠ শ্রবণ করে উমারের (রাঃ) পা দু’টি যেন ভেঙ্গে পড়ল এবং
তিনি মাটিতে বসে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৭/৭৫১) তাঁরও পূর্ণ বিশ্বাস হল যে,
প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নশ্বর জগত হতে বিদায়
গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَلًّا
আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তার উপর নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পরেই মৃত্যুমুখে
পতিত হয়ে থাকে।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না।
কিন্তু তাতে রয়েছে কিতাবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১১) অন্য স্থানে রয়েছে :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ

অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ২) উপরোক্ত আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, বীরত্ব প্রকাশের কারণে বয়স হ্রাস পায়না, আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরে থাকার ফলে বয়স বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়না। মৃত্যু তো নির্ধারিত সময়ে আসবে, মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদে যোগদান করুক বা ভীৰুতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরেই থাকুক। হুজর ইব্ন আদী (রাঃ) ধর্মীয় শত্রুদের সম্মুখীন হতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সে সময় তিনি **وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا** (আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ন।) এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন : 'নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেহই মারা যায়না। এসো, এ টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিক্ষেপ কর।' এ কথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিক্ষেপ করেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শত্রুদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে : এরা তো পাগল, এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করেনা। কাজেই চল আমরা পলায়ন করি। অতএব তারা সবাই পালিয়ে যায়। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৮৪) এর পরে ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا যার কাজ শুধু মাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়ে থাকে সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ পেয়ে যায় বটে, কিন্তু পরকালে সে একেবারে শূন্য হস্ত হয়ে যায়। আর যার উদ্দেশ্য থাকে পরকাল লাভ সে পরকাল তো পায়ই, এমনকি দুনিয়ায়ও সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

যে কেহ আখিরাতে প্রতীদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতীদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ : ২০) অন্যত্র রয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তারাই প্রশংসনীয় হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৮-১৯) এ জন্যই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি।
এরপর আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেন :

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ
দলবল নিয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তাঁরা দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞই রয়েছিলেন। তাঁরা অলস ও দুর্বল হননি এবং ঐ ধৈর্যের বিনিময়ে তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার ভালবাসা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।

رِبِّيُّونَ শব্দটির বহু অর্থ এসেছে। যেমন জ্ঞানবান, সৎ, ধর্মভীরু, সাধক, নির্দেশ পালনকারী ইত্যাদি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), রাবী (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে একটি বৃহৎ দল-গোষ্ঠী। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৮৭, ৫৮৮) কুরআন কারীম সেই বিপদের সময় তাদের প্রার্থনা বর্ণনা করেছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন :

فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে তাদের জন্য পারলৌকিক পুরস্কারও বিদ্যমান রয়েছে, আর পরকালের পুরস্কার দুনিয়ার পুরস্কার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। এ সৎ কর্মশীল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা।

<p>১৪৯। হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে, যদি তোমরা তাদের আজ্ঞাবহ হও তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদে ফিরিয়ে নিবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।</p>	<p>۱۴۹. يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقَلِبُوا خَاسِرِينَ</p>
<p>১৫০। বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতর সাহায্যকারী।</p>	<p>۱۵۰. بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِيرِينَ</p>
<p>১৫১। যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সেই বিষয়ে অংশী স্থাপন করেছে যদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং জাহান্নাম তাদের অবস্থান স্থল এবং ওটা অত্যাচারীদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান!</p>	<p>۱۵۱. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ</p>
<p>১৫২। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দেয়া তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তোমাদের শত্রুদের বিনাশ করছিলে তোমরা সাহসহারা</p>	<p>۱۵۲. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُۥٓ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي</p>

হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করছিলে ও অবাধ্য হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং কিছু লোক পরকাল পছন্দ করে। অতঃপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শত্রুদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

১৫৩। আর যখন তোমরা আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও দেখছিলেনা এবং রাসূল তোমাদেরকে পশ্চাদ হতে আহ্বান করছিল; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করলেন। কিন্তু যা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তোমাদের উপর যা উপনীত হয়নি, তোমরা তজ্জন্য দুঃখ করনা; এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ

১৫৩. إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُوتُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَانِكُمْ فَأَتْبَبَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ

অবিশ্বাসী কাফিরদের অনুগত হওয়া যাবেনা এবং উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করতে নিষেধ করছেন এবং বলছেন :

إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ যদি তোমরা তাদের কথামত চল তাহলে তোমরা ইহকালে ও পরকালে লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে। তাদের চাহিদা তো এই যে, তারা তোমাদেরকে দীন ইসলাম হতে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর তিনি বলেন : بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ

النَّاصِرِينَ আল্লাহই তোমাদের রক্ষক, তোমাদের সাহায্যকারী। তাঁর সাথেই ভালবাসা স্থাপন কর, তাঁর উপরেই নির্ভর কর। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ঐ বিধর্মী কাফিরদের দুষ্টামির কারণে আমি তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিব। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নাবীকে (আঃ) দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য ভূমিকে মাসজিদ ও উযূর জন্য পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমার নাবুওয়াতকে সারা জগতের জন্য সাধারণ করা হয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এরপরে ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ অঙ্গীকার ছিল উহুদের যুদ্ধে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন : إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ তাঁর আদেশে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। প্রথম দিনেই আল্লাহ তা‘আলা

তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেন। কিন্তু তোমরা ভীৰুতা প্রদর্শন করলে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয়ে গেলে ও তাঁর নির্দেশিত স্থান হতে সরে পড়লে, আর পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করলে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস প্রদর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরা স্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছিলে। গানীমাতের মাল তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করেছিল।

مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ

لِيَسْتَلِيَكُمْ অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং কিছু লোক পরকাল পছন্দ করে। কাফিরদের পরাজয় দেখে নাবীর নির্দেশ ভুলে গিয়ে তোমাদের কেহ কেহ দুনিয়া লাভের উদ্দেশে গানীমাতের সম্পদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি জানেন যে, স্পষ্টতঃই তোমরা সংখ্যা ও আসবাবপত্রে খুবই নগণ্য ছিলে।’ ভুল ক্ষমা হওয়াও عَفَا عَنْكُمْ এর অন্তর্ভুক্ত। আর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এভাবে কিছু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শাহাদাত দানের পর তিনি স্বীয় পরীক্ষা উঠিয়ে নেন এবং অবশিষ্টকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বাসী লোকদের প্রতিই অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করে থাকেন।

সহীহ বুখারীতে বারা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ‘মুশরিকদের সাথে আমাদের উহ্দের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজদের একটি দলকে একটি পৃথক স্থানে নিযুক্ত করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়েরকে (রাঃ) তাদের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। তাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন : ‘যদি তোমরা আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত দেখতে পাও তবুও এখান হতে সরে যেওনা। আর তারা আমাদের উপর বিজয়ী হলেও তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করনা।’ যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহর ফযলে মুশরিকদের চরণগুলো পিছনে সরে পড়ে। এমনকি নারীরাও তাদের কাপড় গাঁড়া ও নলার উপর উঠিয়ে পর্বতের উপর এদিক ওদিক দৌড়াতে আরম্ভ করে। তখন তীরন্দাজ দলটি ‘গানীমাত’ ‘গানীমাত’ বলতে বলতে নীচে নেমে আসে। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেননা। এ সুযোগে মুশরিকরা মুসলিমদেরকে পিছন দিক

থেকে আক্রমণ করে। ফলে সন্তরজন মুসলিম শহীদ হন। আবু সুফিয়ান একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বলেন : ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছে কি? আবু বাকর কি বিদ্যমান আছে? উমার জীবিত আছে কি?’ কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে সবাই নীরব থাকেন। তখন তিনি আত্মহারা হয়ে বলতে থাকেন : ‘এরা সবাই আমাদের তরবারীর ঘাটে অবতরণ করেছে। এরা জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত।’ তখন উমার (রাঃ) অধৈর্য হয়ে বলে উঠেন : ‘হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহর ফযলে আমরা সবাই বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমাকে ধ্বংসকারী আল্লাহ আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন।’ আবু সুফিয়ান বলল : হে হু বল, তুমি মহান! ইহা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে তার প্রতিউত্তর দিতে বললেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন : আমরা কি বলব? তিনি বললেন : বল, আল্লাহই মহান এবং তিনিই সবার উপরে। আবু সুফিয়ান বলল : আমাদের উজ্জা রয়েছে এবং তোমাদের উজ্জা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন : আমরা জবাবে কি বলব? তিনি বললেন : বল, আল্লাহই আমাদের রক্ষাকারী, তোমাদের কোন রক্ষক নেই। আবু সুফিয়ান বলল : বদরের যুদ্ধের বদলা আজ আমরা নিয়ে নিলাম, এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের পর্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদেরকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাবে; যদিও আমি আমার লোকদেরকে এটা করতে বলিনি, কিন্তু আমি তাদের এ কাজে অনুতপ্তও নই। (ফাতহুল বারী ৭/৪০৫)

সীরাতে ইব্ন ইসহাকে রয়েছে, যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রাঃ) বলেন : ‘আমি স্বয়ং দেখেছি যে, মুশরিকরা মুসলিমদের প্রথম আক্রমণেই পালাতে আরম্ভ করে, এমনকি তাদের নারীরা যেমন হিন্দা প্রভৃতি কাপড় উঁচু করে দ্রুত দৌড়াতে থাকে। কিন্তু এরপরে যখন তীরন্দাজগণ কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করে এবং কাফিরেরা একত্রিত হয়ে পিছন দিক হতে আমাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে ও একজন সশব্দে ঘোষণা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। নচেৎ আমরা তাদের পতাকা বাহক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং তার হাত হতে পতাকা নীচে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমরা’ বিনতে আলকামা হারেসিয়্যা’ নাম্নী এক মহিলা ওটা উঠিয়ে নিয়েছিল এবং কুরাইশরা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল।

আনাস ইব্ন মালিকের চাচা আনাস ইব্ন নাযর (রাঃ) এ পরিস্থিতি দেখে উমার (রাঃ), তালহা (রাঃ) প্রমুখের নিকট আগমন করে বলেন : ‘আপনারা সাহস হারিয়েছেন কেন?’ তাঁরা বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ তো শহীদ হয়েছেন।’ আনাস (রাঃ) বলেন : ‘তাহলে আপনারা জীবিত থেকে কি করবেন?’ এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে বাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন। ইনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাই অঙ্গীকার করে বলেছিলেন : ‘আগামী কোন দিন সুযোগ এলে দেখা যাবে।’ এ যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন মুসলিমদের মধ্যে পলায়নপরতা প্রকাশ পায় তখন তিনি বলেন :

‘হে আল্লাহ! আমি মুসলিমদের এ কাজের জন্য দায়ী নই এবং আমি মুশরিকদের এ কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।’ অতঃপর তিনি তরবারী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। পথে সা’দ ইব্ন মু‘আযের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সা’দ (রাঃ) তাকে বলেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন : আমি তো উহুদ পাহাড় হতে জান্নাতের দ্বাণ পাচ্ছি।’ এ কথা বলেই মুশরিকদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর আশিটিরও বেশি যখম ছিল। তাকে চেনার কোন উপায় ছিলনা। অঙ্গুলির গ্রস্থি দেখে চেনা গিয়েছিল।’ (ফাতহুল বারী ৭/৪১১, মুসলিম ৩/১৫১২)

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে

এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

যখন তোমরা শত্রুদের হতে পলায়ন করে পর্বতের উপর আরোহণ করছিলে এবং ভয়ের কারণে কারও দিকে ফিরেও দেখছিলেননা, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে পশ্চাৎ হতে আহ্বান করছিলেন এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছিলেন, তোমরা পলায়ন করনা, বরং ফিরে এসো। সুদী (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকদের এ আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুসলিমদের পদসমূহ টলটলায়মান হয়ে যায়। তারা মাদীনার পথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেহ কেহ পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পিছন হতে ডাক দিয়ে বলছিলেন : ‘হে আল্লাহর বান্দাগণ!

তোমরা আমার দিকে এসো।' এ ঘটনারই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৭/৩০৩)

আনসার ও মুহাজিরগণ রাসূলকে (সাঃ)

রক্ষার জন্য বৃহৎ সৃষ্টি করেছিলেন

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, কায়েস ইব্ন আবী হাযিম (রাঃ) বলেন : আমি দেখতে পেলাম যে, 'তালহা (রাঃ) তার যে হাতখানা ভালরূপে ব্যবহার করছিলেন তাও অচল হয়ে গিয়েছিল।' ঐ হাত দিয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আড়াল করে রাখছিলেন। আবু উসমান ইব্ন নাহদী (রহঃ) বলেন, উহুদের যে যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করছিলেন তখন তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) এবং সা'দ (রাঃ) তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। (বুখারী ৪০৬০, মুসলিম ২৪১৪)

সাদ্দ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন : 'উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় তুণ হতে সমস্ত তীর আমার নিকট ছড়িয়ে দেন এবং বলেন : 'তোমার উপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোন। নাও, নিষ্কেপ করতে থাক।' তিনি আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করে করে মুশরিকদেরকে মেরে চলছিলাম। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে-বামে এমন দু'জন লোককে দেখেছিলাম যাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন এবং যাঁদেরকে আমি ওর পূর্বেও কখনও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।' এ দু'জন ছিলেন জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাইল (আঃ)। (বুখারী ৪০৫৪, ৪০৫৫; মুসলিম ২৩০৬) মাক্কায় উবাই ইব্ন খালফ শপথ করে বলেছিল, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, 'সে তো নয় বরং ইনশাআল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করব।' উহুদের যুদ্ধে সেই দুরাচার আপাদমস্তক লৌহ বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হয় এবং বলতে বলতে আসে : 'যদি মুহাম্মাদ বেঁচে যান তাহলে আমি নিজেকেই ধ্বংস করে দিব'। এদিকে মুসআব ইব্ন উমায়ের (রাঃ) ঐ দুরাচারের দিকে অগ্রসর হন। তার সারা দেহ লৌহবর্মে আবৃত ছিল। শুধুমাত্র কপালের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল। তিনি ঐ স্থান লক্ষ্য করে স্বীয় বর্শা দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। তা ঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগে যায়। এর ফলে সে

কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। আঘাত প্রাপ্ত স্থান হতে রক্তও বের হয়নি, অথচ তার অবস্থা এই ছিল যে, সে আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তার লোকেরা তাকে উঠিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট নিয়ে যায় এবং সাব্বুনা দিতে থাকে যে, বেশি আঘাত তো লাগেনি, তুমি এত কাপুরুষতা প্রদর্শন করছ কেন? অবশেষে সে তাদের বিদ্রোহে বাধ্য হয়ে বলে, ‘আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি উবাইকে হত্যা করব।’ তোমরা এটা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, আমি অবশ্যই বাঁচবনা। এটা তোমরা মনে করনা যে, এ সামান্য আঁচড়ে কি হতে পারে? যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি সারা আরাববাসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ হাতের এ সামান্য আঘাত লাগত তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।’ এরকম অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে সেই পাপিষ্ঠের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে জাহান্নামে চলে যায়।

فَسُخِّقُوا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ

অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মূলক, ৬৭ : ১১) এ হাদীসটি মুসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে এবং তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডল আহত হয়, সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং মস্তকের শিরস্ত্রাণ পড়ে যায়। ফাতিমা (রাঃ) রক্ত ধৌত করছিলেন এবং আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করছিলেন। যখন দেখেন যে, রক্ত কোন কোনক্রমেই বন্ধ হচ্ছেনা তখন ফাতিমা (রাঃ) মাদুর পুড়িয়ে ওর ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ প্রদান করলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এক দুঃখ তো পরাজয়ের দুঃখ, যখন এটা প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ না করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে বিজয়ী বেশে মুশরিকদের পর্বতের উপর আরোহণ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন : ‘তাদের জন্য এ উচ্চতা বাঞ্ছনীয় ছিলনা।’ আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বলেন : ‘প্রথম দুঃখ হচ্ছে পরাজয়ের দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহীদ হওয়ার সংবাদ। এ দুঃখ প্রথম দুঃখ অপেক্ষা অধিক ছিল।’ অনুরূপভাবে এক

দুঃখ গানীমাত হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ পরাজয়ের দুঃখ। এরূপভাবে এক দুঃখ স্বীয় ভাইদের শহীদ হওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জঘন্য সংবাদে দুঃখ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ যে গানীমাত ও বিজয়

তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল তার জন্য দুঃখ করা। প্রবল প্রতাপান্বিত ও মহা সম্মানিত আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত আছেন। তোমাদের প্রতি যা আপত্তি হয়েছে সেই জন্যও দুঃখ করা’ এমনটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) ভাবার্থ করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম)

১৫৪। অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর একদল নিজেদের জীবনের জন্য চিন্তা করছিল; তারা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলেছিল : এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নেই? তুমি বল : সকল বিষয়ে আল্লাহর অধিকার। তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা তোমার নিকট প্রকাশ করেনা; তারা বলে : যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার

১৫৪. ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ
الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً
مِّنْكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ
أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ
الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ
هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ تَخْفَوْنَ فِي
أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ
يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

থাকত তাহলে এখানে আমরা নিহত হতামনা। তুমি বল : যদি তোমরা তোমাদের গৃহের মধ্যেও থাকতে তবুও যাদের প্রতি মৃত্যু বিধিবদ্ধ হয়েছে তারা নিশ্চয়ই স্বীয় মৃত্যু স্থানে এসে উপস্থিত হত; তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, আল্লাহ তা পরীক্ষা করে থাকেন; এবং আল্লাহ মনের অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন।

شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১৫৫। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদবর্তী হয়েছিল তার কারণ শাইতান তাদেরকে প্রতারিত করেছিল তাদেরই কোনো পাপের কারণে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

১৫৫. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ آتَتْهُمُ الشَّيْطَانُ بَعْضُ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

মু'মিনদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং কাফিরদের উপর ভীতির প্রভাব

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ ও চিন্তার সময় যে অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে তন্দ্রাভিভূত করেছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র হাতে রয়েছে এবং শত্রু সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু

অন্তরে এত শান্তি রয়েছে যে, চক্ষু তন্দ্রায় ঢলে পড়েছে যা শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষণ। যেমন সূরা আনফালের মধ্যে বদরের ঘটনায় রয়েছে :

إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّيْلُ أَمَنَةً مِّنْهُ

যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন। (সূরা আনফাল, ৮ : ১১) আবু তালহা (রাঃ) বলেন : ‘উভ্দের যুদ্ধের দিন আমার চোখে এত বেশি তন্দ্রা এসেছিল যে, আমার হাত হতে তরবারী বারবার পড়ে যাচ্ছিল এবং তুলে নিচ্ছিলাম।’ (ফাতহুল বারী ৭/২২) ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ছাড়াই তার গ্রন্থের ‘যুদ্ধ বিষয়ক বর্ণনায়’ এই হাদীসটি স্থান দিয়েছেন এবং তার তাফসীরে বর্ণনাক্রমসহ এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ((ফাতহুল বারী ৮/৭৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং আল হাকিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবু তালহা (রাঃ) বলেছেন : ‘আমি চোখ তুলে দেখি যে, প্রায় সবারই ঐরূপ অবস্থাই ছিল। (তিরমিযী ৮/৩৫৮, নাসাঈ ৬/৩৪৯, হাকিম ২/২৯৭) তবে অবশ্যই একটি দল এরূপও ছিল যাদের অন্তর ছিল কপটতায় পরিপূর্ণ এবং তারা ছিল সদা ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের কু-ধারণা শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং সত্যপন্থী লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। কিন্তু কপট সন্দেহ পোষণকারী এবং টলমলে ঈমানের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের প্রাণ শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা সদা হায় হায় করছিল এবং তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের কু-মন্ত্রণা ঢুকে পড়েছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা মরতে চলেছে। মুনাফিকদের অন্তরে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু‘মিনগণ আর দুনিয়ায় থাকবেননা। অতএব বাঁচার কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا

না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু‘মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবেনা। (সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১২) প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা এই হয় যে, যেখানেই তারা সামান্য নিম্নভূমি দেখে, তাদের নৈরাশ্যের ঘনঘটা তাদেরকে ঘিরে নেয়। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ মন্দ হতে মন্দতম অবস্থায়ও আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ভাল ধারণাই রাখেন। মুনাফিকদের মনের ধারণা ছিল এই যে, যদি তাদের কোন অধিকার থাকত

তাহলে তারা সেদিনের মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যেত এবং তারা গোপনে গুটা বলতও বটে।

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ) বলেন : ‘ঐ কঠিন ভয়ের সময়েও আমাদেরকে এত ঘুম পেয়ে বসে যে, আমাদের চিবুকগুলি বক্ষের সাথে লেগে যায়। আমি আমার সে অবস্থায়ই মু’আত্তিব ইবন কুশাইরের নিম্নের উক্তি শুনতে পাই :

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا
সুযোগ থাকত তাহলে এখানে নিহত হতামনা। (ইবন আবী হাতিম ২/৬২০)
আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকেই বলছেন :

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
‘মৃত্যু তো আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। মৃত্যুর সময় পরিবর্তিত হতে পারেনা। তোমরা যদি বাড়ীতেও অবস্থান করতে, তথাপি এখানে যার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা রয়েছে সে অবশ্যই বাড়ী ছেড়ে এখানে চলে আসত। ফলে আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিখন পূর্ণ হয়ে যেত। وَلَيَبْلَيَْنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
এ সময়টি এ জন্যই ছিল যে, যেন আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করে দেন। এ পরীক্ষা দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ হয়ে গেল। যে আল্লাহ তা‘আলা অন্তরের গোপন কথা অবগত আছেন তিনি এ সামান্য ঘটনা দ্বারা মুনাফিকদেরকে প্রকাশ করে দিলেন এবং মুসলিমদেরও স্পষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল।

কিছু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন

এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা খাঁটি মুসলিমদের পদস্থলনের বর্ণনা দিচ্ছেন যা মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। إِنَّمَا
شَاہِ تَانِہِ تَادَہِ رَ এ পদস্থলন ঘটিয়েছিল
এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের কর্মেরই ফল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যও হতনা এবং তাদের পা’গুলো টলমলও
করতনা। وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার কাজই হচ্ছে ক্ষমা করা। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, উসমান (রাঃ) প্রমুখের ঐ অপরাধকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রাঃ) একদা আবদুর রাহমান ইব্ন আউফকে (রাঃ) বলেন : 'শেষ পর্যন্ত আপনি আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফফানের (রাঃ) উপর এত চটে রয়েছেন কেন?' তিনি তাকে বললেন : 'উসমানকে (রাঃ) তুমি বল, আপনি কি উহ্দের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেননি? বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেননি এবং উমারের (রাঃ) পস্থা পরিত্যাগ করেননি?'

ওয়ালীদ (রাঃ) গিয়ে উসমানের (রাঃ) নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন উসমান (রাঃ) উত্তরে বলেন : (উহ্দ যুদ্ধের অপরাধের জন্য) আল্লাহ যাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সে জন্য আর দোষারোপ কেন? বদরের যুদ্ধের সময় আমার সহধর্মিণী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়াহ রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাকে দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত থাকি। সে ঐ রোগেই মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে গানীমাতের মালের পূর্ণ অংশ দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, একমাত্র সে ব্যক্তিই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে থাকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে আমার উপস্থিত থাকাই সাব্যস্ত হয়েছে। এখন বাকী থাকল উমারের (রাঃ) পস্থা, ওটার ক্ষমতা আমারও নেই এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফেরও (রাঃ) নেই। যাও তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দাও। (আহমাদ ১/৬৮)

১৫৬। হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; এবং যখন তাদের ভাইয়েরা পৃথিবীতে কোন অভিযানে বের হয় অথবা যুদ্ধে নিহত হয় তখন তারা বলে : যদি ওরা আমাদের নিকট থাকত তাহলে মৃত্যুমুখে পতিত হতনা অথবা নিহত হতনা; আল্লাহ এরূপে তাদের অন্তরে দুঃখ ও অনুতাপ সঞ্চার করেন,

۱۵۶. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي

আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন এবং তোমরা যা করছ তৎপ্রতি আল্লাহ লক্ষ্যকারী।	<p>قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يَخِيءُ وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ</p>
১৫৭। আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তাহলে আল্লাহর নিকট হতেই ক্ষমা রয়েছে এবং তারা যা সঞ্চয় করেছে তদপেক্ষা তাঁর করুণা শ্রেষ্ঠতর।	<p>۱۵۷. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ</p>
১৫৮। আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকে একত্রিত করা হবে।	<p>۱۵۸. وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ</p>

কাফিরদের অনুসরণে অনুমান ও মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সাবধান থাকা

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের ন্যায় অসৎ ও জঘন্য বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করছেন। কাফিরেরা মনে করত যে, তাদের বন্ধু-বান্ধব যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ না করত বা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হত তাহলে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতনা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ এ বাজে ও ভিত্তিহীন ধারণা তাদের দুঃখ ও অনুশোচনা আরও বৃদ্ধি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই মানুষ মারা যায় এবং তাঁর চাহিদা হিসাবেই তারা জীবন লাভ করে। তবে তাঁর ইচ্ছাক্রমে সমস্ত কাজ চালু করা তাঁরই অধিকার। তিনি ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন তা টলাবার নয়। তাঁর জ্ঞান হতে ও দৃষ্টি হতে কোন কিছু বাইরে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রত্যেক কাজ

তিনি খুব ভাল করেই জানেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, ‘আল্লাহর পথে নিহত হওয়া বা শহীদ হওয়া তাঁর ক্ষমা ও করুণা লাভেরই মাধ্যম এবং এটা নিশ্চিতরূপে দুনিয়া ও ওর সমুদয় জিনিস হতে উত্তম। কেননা এটা ক্ষণস্থায়ী এবং ওটা চিরস্থায়ী। এরপরে বলা হচ্ছে যে, মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদই হোক, যেভাবেই ইহজগত হতে বিদায় গ্রহণ করুক না কেন আল্লাহর নিকটই সকলে একত্রিত হবে। অতঃপর তারা সেখানে তাদের কৃতকর্মের ফল স্বচক্ষে দর্শন করবে—কাজ ভালই হোক আর মন্দই হোক।

১৫৯। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প কর তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন।

১৫৯. فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فظًا غَلِيظًا ۖ
الْقَلْبِ لَآنْفَضُوا مِن حَوْلِكَ ۖ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবেনা; এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে যে

১৬০. إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا
غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَن
ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ ۚ

<p>তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে থাকে।</p>	<p>وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ</p>
<p>১৬১। আর কোন নাবীর পক্ষে কোন বিষয় গোপন করা শোভনীয় নয়; এবং যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তা উত্থান দিনে আনয়ন করা হবে; অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা নির্যাতিত হবেনা।</p>	<p>۱۶۱. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ</p>
<p>১৬২। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সে কি তার মত হতে পারে, যে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছে? এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।</p>	<p>۱۶۲. أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ</p>
<p>১৬৩। আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী।</p>	<p>۱۶۳. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ</p>
<p>১৬৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল</p>	<p>۱۶۴. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا</p>

আমাদের নাবীর অন্যান্য গুণের সাথে ছিল দয়া ও ক্ষমা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও মুসলিমদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নাবীর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর অনুকম্পা না হলে তাঁর নাবীর হৃদয় এত কোমল হতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র যার উপর তিনি প্রেরিত হয়েছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু‘মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উমামা বাহেলীর (রাঃ) হাত ধরে বলেন, ‘হে আবু উমামা! কতক মু‘মিন এমন আছে যাদের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়’। ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
ও কঠোর হৃদয় বিশিষ্ট হতে তাহলে মানুষ তোমার চতুস্পার্শ্ব হতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং তোমাকে পরিত্যাগ করত। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা

তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছেন। আর এজন্য তাদের দিক হতে তোমাকেও প্রেম এবং নম্রতা দান করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী দেখেছি যে, তিনি কৰ্কশভাষী, কঠিন হৃদয়, বাজারে গোলমালকারী এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণকারী ছিলেননা। বরং তিনি ছিলেন ক্ষমাকারী। (ফাতহুল বারী ৮/৪৪৯)

সকলের সাথে পরামর্শ করা এবং তা মেনে চলা উচিত

উপরোক্ত আয়াতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে : فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকল কাজে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর। এ কারণেই সাহাবীগণকে তৃপ্তি দানের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল কাজে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ওটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি তাঁদের নিকট পরামর্শ নেন। তখনি তাঁর সহচরবৃন্দ বলেছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ারও নির্দেশ প্রদান করেন তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই কুণ্ঠিত হবনা। আর যদি আপনি আমাদেরকে ‘বারকুল গামাদ’ পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন তাহলেও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে গমন করব। আমরা মূসার (আঃ) সহচরদের ন্যায় ‘তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকছি’ এরূপ কথা কখনও মুখে আনবনা। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করব। এরূপভাবে অবতরণস্থল কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ গ্রহণ করেন। মুনযির ইব্ন আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের মুকাবিলা করতে হবে।

অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ নেন যে, মাদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, নাকি বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে? অধিকাংশ লোক মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মত প্রকাশ করেন। অতএব তিনি তাই করেন। পরিখার যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মাদীনার উৎপাদিত ফলের এক

তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গীকারে বিরুদ্ধ দলের সাথে সন্ধি করা হবে কি? সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইব্ন মুআজ (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং তিনিও এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সন্ধি করা থেকে বিরত থাকেন। অনুরূপভাবে হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরামর্শ নেন যে, মুশরিকদেরকে আক্রমণ করা হবে কি? তখন আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন : 'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। উমরাহ পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য'। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও স্বীকার করে নেন। এ রকমই যখন মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন :

‘হে মুসলিম ভাইসব! যেসব লোক আমার স্ত্রীর দুর্নাম করছে তাদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তো আমার স্ত্রীর কোন দোষ নেই। আর যে লোকটির সাথে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর শপথ! সেও তো আমার মতে ভাল লোকই বটে।’ আয়িশাকে (রাঃ) পৃথক করণের ব্যাপারে তিনি আলী ও উসামার (রাঃ) পরামর্শ গ্রহণ করেন। মোট কথা, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাজে এবং অন্যান্য কাজেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সুনান ইব্ন মাজাহয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের ঘোষণাও বর্ণিত আছে :

‘যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায় সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।’ (আবু দাউদ ৫/৩৪৫, তিরমিযী ৮/১০৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করার পর বলেছেন যে, এটি হাসান।

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** যখন তোমরা কোন কাজের পরামর্শ গ্রহণের পর ওটা সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেল তখন মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর, আল্লাহ তা'আলা নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।' অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা ঠিক এ রূপই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে :

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১২৬) তারপরে বলা হচ্ছে যে, মু'মিনদের শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা উচিত।

গানীমাতের মালের অনুপযুক্ত ব্যবহার নাবীর পক্ষে সম্ভব নয়

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন : **وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ** আত্মসাৎ করা নাবীর জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধে যে গানীমাতের মাল পাওয়া গিয়েছিল, তন্মধ্যে হতে একটি লাল রংয়ের চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করে যে, সম্ভবতঃ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই নিয়েছেন। তখনই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৪৮, আবু দাউদ ৪/২৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৯) তারা হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রাসূলগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোন প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাৎ করণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সেটা মাল বন্টনই হোক অথবা আমানাত আদায় করার ব্যাপারেই হোক। 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব এরূপ নয় যে, তাঁর নিকটতম সহচরগণ তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।'

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর যমীন অথবা বাড়ী অন্যায়ভাবে দখল করে নিজের কজায় নিয়ে নেয়। যদি এক হাত মাটিও অন্যায়ভাবে নিজের দখলে নিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সাতটি যমীনের স্তর তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।' (আহমাদ ৪/১৪০) মুসনাদ আহমাদে অন্যত্র রয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযদ গোত্রের একজন লোককে শাসনকর্তা করে পাঠান। লোকটিকে ইব্ন লাতিবিয়াহ বলা হত। সে যাকাত আদায় করে এসে বলে, 'এগুলো আপনাদের এবং এটা আমার যা তারা আমাকে উপটোকন স্বরূপ দিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিসরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন :

'ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, যখন আমি তাদেরকে কোন কাজে প্রেরণ করি তখন এসে বলে : 'এটা আপনাদের এবং এটা আমার উপটোকন?' তারা কেন তাদের মা-বাবার বাড়ীতে বসে থাকছেন এবং দেখুক যে, তাদেরকে কেহ

উপটোকন পাঠায় কি না। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ ওর মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামাতের দিন সে ওটা স্কন্ধে বহন করে আগমন করবে। উট হলে চীৎকার করবে, গরু হলে হাঙ্গা রব করবে এবং ছাগল হলে ভ্যা ভ্যা শব্দ করবে।’ অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত দ্বয় এত উঁচু করেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ চোখে পড়ে যায় এবং তিনবার বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?’ হিসাম ইব্ন উরওয়াহ (রহঃ) এর সাথে আরও যোগ করেন যে, আবু হুমাইদ (রাঃ) বলেন : আমি আমার নিজ চোখে তাকে দেখেছি, আমি আমার নিজ কানে তাকে বলতে শুনেছি এবং যায়িদ ইব্ন সাবিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছি। (আহমাদ ৫/৪২৩, বুখারী ২৫৯৭, ৭১৭৪; মুসলিম ১৮৩২)

জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন। আমি সেখানে গমন করার প্রস্তুতি নিলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি আমাকে বলেন :

‘আমি শুধুমাত্র এ কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আমার অনুমতি ছাড়া যেটা গ্রহণ করবে তা আত্মসাৎ এবং প্রত্যেক আত্মসাৎকারী তার আত্মসাৎকৃত জিনিস নিয়ে কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে। এ টুকুই আমার বলার ছিল। যাও, নিজ কাজে নিয়োজিত হও।’ (তিরমিযী ৪/৫৬৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবীগণের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাৎ করণের বর্ণনা দেন এবং ওর বড় বড় পাপ ও শাস্তির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি ইহা চাইনা যে, তোমাদের কেহ কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হবে যে, সে তার কাঁধে উট বহন করে উঠবে যে, বিকট শব্দ করতে থাকবে আর ঐ লোক বলতে থাকবে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব : তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের কেহকে এমন অবস্থায় কিয়ামাত দিবসে উত্থিত হতে দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ের ঘোড়া বহন করে উত্থিত হবে এবং ঐ ঘোড়াটি হেঁচকা রব করতে থাকবে এবং ঐ লোকটি বলতে থাকবে : হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব :

তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, কিয়ামাত দিবসে তোমাদের কেহ এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার কাপড় বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকবে, আর ঐ লোক বলবে : হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব : তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, তোমাদের কেহ কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হোক যে, তার ঘাড়ে সোনা এবং রূপা বহন করবে। ঐ লোকটি বলবে : হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব : তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম। (আহমাদ ২/৪২৬, ফাতহুল বারী ৬/২১৪, মুসলিম ৩/১৪১৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন : খাইবারের যুদ্ধের দিন কয়েকজন সাহাবী এসে বলেন : অমুক শহীদ হয়েছেন, অমুক শহীদ হয়েছেন। একটি লোক সম্বন্ধে এ কথা বলা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘কখনই নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। কেননা সে গানীমাতের মাল হতে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিল।’ অতঃপর তিনি বলেন : ‘হে উমার ইব্ন খাত্তাব! আপনি যান এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দিন যে, শুধুমাত্র ঈমানদারগণই জান্নাতে যাবে।’ উমার (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি গিয়ে এটা ঘোষণা করে দেই।’ (আহমাদ ১/৩০, মুসলিম ১১৪, তিরমিযী ১৫৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ঈমান এবং বেঈমান সমান নয়

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : **أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ** যারা আল্লাহর শারীয়াতের উপর চলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁরা সাওয়াবের অধিকারী হয় এবং তাঁরা শাস্তি হতে পরিত্রাণ পায়। আর যারা তাঁর ক্রোধে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় এ দু’দল কি কখনও সমান হতে পারে? কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গা রয়েছে :

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সূরা রা'দ, ১৩ : ১৯) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে :

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৬১) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ (আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে উত্তম অথবা খারাপ উভয় আমলকারীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে। (ইবন আবী হাতিম ২/৬৪৬, তাবারী ৭/৩৬৭) আবু উবাইদাহ (রাঃ) এবং আল কিসাই (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যেমন বিভিন্ন মর্যাদার আবাসস্থল রয়েছে তেমনি জাহান্নামীদের জন্যও রয়েছে শাস্তির বিভিন্ন মাত্রা ও আবাস। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا

আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ 'আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৩২) তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা কার্যাবলী দেখছেন এবং অতি সত্বরই তিনি সকলকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন; না সাওয়াব নষ্ট হবে, আর না পাপ বৃদ্ধি পাবে বরং আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে

আমাদেরকে বিরাট অনুগ্রহ করা হয়েছে

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا : আল্লাহ তা'আলা বলেন : মু'মিনদের উপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন নাবী পাঠিয়েছেন যেন তারা তাঁর সাথে

কথাবার্তা বলতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তাঁর সাথে উঠতে বসতে পারে এবং পূর্ণভাবে উপকার গ্রহণ করতে পারে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

বল : আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। (সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২০) অন্য স্থানে রয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৯) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ

হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই রাসূল আসেনি? (সূরা আন'আম, ৬ : ১৩০) মোট কথা, এটা পূর্ণ অনুগ্রহ যে, সৃষ্টজীবের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠানো হয়েছে যেন তারা তাঁদের সঙ্গে উঠা বসা করে বার বার প্রশ্নোত্তর করে ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্য হতে শিরুক ও অজ্ঞতার অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে নির্মল ও পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে প্রকাশ্য অন্যায ও পূর্ণ অজ্ঞতা বিরাজমান ছিল।

১৬৫। হ্যাঁ, যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হল,

۱۶۵. أَوَلَمَّا أَصَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ

বস্তুতঃ তোমরাও তাদের প্রতি তদনুরূপ দু'বার বিপদ উপস্থিত করেছিলে, তোমরা বলেছিলে : এটা কোথা হতে হল? তুমি বল : ওটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১৬৬। এই দুই দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে; এবং তদ্বারা আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করেন।

১৬৬. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

১৬৭। আর তদ্বারা তিনি মুনাফিকদেরকে পরিচিত করেন; এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল : এসো, আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর অথবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর; তারা বলেছিল : যদি আমরা জানতাম যে, লড়াই হবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম। তারা সেদিন বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল; তাদের অন্তরে যা নেই তাই তারা মুখে বলে থাকে; তারা যে বিষয় গোপন করে আল্লাহ

১৬৭. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

তা পরিজ্ঞাত আছেন।	بِمَا يَكْتُمُونَ
১৬৮। ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় নিহত ভাইদের সম্বন্ধে বলে : যদি তারা আমাদের কথা মান্য করত তাহলে নিহত হতনা; তুমি বল : যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।	<p>١٦٨. الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ</p>

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের নিগুড়তা

এখানে যে বিপদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের বিপদ। এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। কিন্তু মুসলিমগণ এর দ্বিগুণ বিপদ কাফিরদেরকে পৌঁছিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হয়েছিল এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল। মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করেন যে, এ বিপদ কি করে এলো? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন, **هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ** এ বিপদ তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতেই এসেছে। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ মুক্তিপণ নিয়ে যেসব কাফিরকে মুক্তি দিয়েছিলেন তারই শাস্তি স্বরূপ উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করা হয়, তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর মাথার শিরোস্ত্রান ভেঙ্গে মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়। উক্ত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হচ্ছে : তোমরা রাসূলুল্লাহর অবাধ্য হয়েছিলে বলেই তোমাদেরকে এ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজগণকে তাদের স্থান হতে সরে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ঐ নিষেধ সত্ত্বেও তারা উক্ত স্থান হতে সরে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর সক্ষম। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। কেহ তাঁর নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। দু’টি দলের

মুখোমুখী হওয়ার দিন (হে মু'মিনগণ!) তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, যেমন তোমরা শত্রুদের মোকাবিলা করতে গিয়ে পলায়ন করেছিলে, তোমাদের কতক লোক শহীদ হয়েছিল এবং কিছু আহতও হয়েছিল, এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে অটল ও দৃঢ় ঈমানের লোক এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করা হয়। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল এবং তার সঙ্গীরা যারা রাস্তা হতে ফিরে এসেছিল। কিছু মুসলিম তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা কমপক্ষে ঐ আক্রমণকারীদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান ইব্ন সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে দু'আ করার মাধ্যমে সাহায্য কর। যা হোক, তারা কৌশল অবলম্বন করে বলে, 'আমরা যুদ্ধবিদ্যায় মোটেই পারদর্শী নই। আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' ওরা যদি কমপক্ষে মুসলিমদের সঙ্গেও থাকত তাহলেও কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যেত। কেননা এর ফলে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি দেখানো হত বা তারা দু'আ করত, কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ করত। তাদের উপরের কথার ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছে : 'আমরা যদি জানতে পারতাম যে, সত্যি সত্যিই তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হবেইনা। ইরশাদ হচ্ছে :

لَهُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمٌ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ সেই দিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের বেশি নিকটবর্তী ছিল। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সে কুফরীর নিকটবর্তী হয় এবং কখনও ঈমানের নিকটবর্তী। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখে বলে থাকে। যেমন তারা বলে : لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَانَاكُمْ আমরা যদি যুদ্ধ হওয়ার কথা জানতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম। অথচ তারা নিশ্চিতরূপে জানত যে, মুশরিকরা মুসলিমদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কেননা ইতোপূর্বে বদরের যুদ্ধে তাদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল। কাজেই তারা এখন দুর্বল মু'মিনদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাবে। সুতরাং এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

তাই মহান আল্লাহ বলেন : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ তাদের অন্তরের গোপনীয় কথা আমি খুব ভালভাবেই জানি। الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا এ লোকগুলো ওরাই যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, যদি এরা আমাদের পরামর্শ মত কাজ করত এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত তাহলে কখনও নিহত হতনা। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমাদের এ কথা সঠিক হয় যে, মানুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত না হলে মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যাবে তাহলে তো তোমাদের না মরাই উচিত, কেননা তোমরা তো বাড়ীতেই বসে রয়েছ। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, একদিন তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে, যদিও সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অটালিকায় আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাদেরকে তখনই সত্যবাদী মনে করতে পারি যখন তোমরা নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারবে।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৮৩)

১৬৯। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রাব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত।

۱۶۹. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

১৭০। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা

۱۷۰. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

দুগুণিত হবেনা।	يَحْزَنُونَ
১৭১। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নি‘আমাত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়; আর এ জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেননা।	<p>১৭১. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ</p>
১৭২। যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।	<p>১৭২. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ</p>
১৭৩। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল : নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল : আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক।	<p>১৭৩. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ</p>
১৭৪। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তিত	<p>১৭৪. فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ</p>

<p>হয়েছিল, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল; আর আল্লাহর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক।</p>	<p>وَفَضَّلِ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ</p>
<p>১৭৫। নিশ্চয়ই শাইতান শুধুমাত্র তার অলী হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তাদেরকে ভয় করনা; এবং আমাকেই ভয় কর।</p>	<p>১৭৫. إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ</p>

শহীদগণের মর্যাদা

ও لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ : এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও তাদের আত্মা জীবিত থাকে এবং আহর্য প্রাপ্ত হয়। সহীহ মুসলিমে রয়েছে, মাসরুক (রহঃ) বলেন, ‘আমরা আবদুল্লাহকে (রাঃ) এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন :

‘তাদের আত্মাসমূহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্য আরশে লটকান প্রদীপসমূহ রয়েছে। সারা জান্নাতের মধ্যে তারা যে কোন জায়গায় বিচরণ করে এবং ঐ প্রদীপসমূহে আরাম লাভ করে থাকে। তাদের রাব্ব তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলেন : ‘তোমরা কিছু চাও কি?’ তারা বলে : ‘হে আল্লাহ! আমরা আর কি চাব? জান্নাতের সর্বত্র আমরা ইচ্ছা মত চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। এরপরে আমরা আর কি চাইতে পারি?’ আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন এবং তারা ঐ এক উত্তরই দেয়। তৃতীয় বার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ একই প্রশ্ন করেন। তারা যখন বুঝতে পারেন

যে, আল্লাহ প্রশ্ন করতেই থাকবেন। তাই তারা বলে, ‘হে আমাদের রাব্ব! আমরা চাই যে, আমাদের আত্মাগুলি আপনি আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন। আমরা আবার দুনিয়ায় গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করব এবং শহীদ হব’। তখন জানা হয়ে যায় যে, তাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। তখন এ প্রশ্ন করা হতে আল্লাহ তা‘আলা বিরত থাকেন। (মুসলিম ৩/১৫০২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যারা মারা যায় এবং আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে তারা কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ করেনা। কিন্তু শহীদগণ এ আকাংখা করে যে, তাদেরকে যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা আবার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারে। কেননা তারা স্বচক্ষে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে’। (আহমাদ ৩/১২৬, মুসলিম ১৮৭৭)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের ভাইদেরকে যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের আত্মাগুলিকে সবুজ পাখিসমূহের দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল আহার করে, জান্নাতী নদীর পানি পান করে এবং আরশের ছায়ার নীচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ করে। যখন পানাহারের এরূপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয় তখন বলতে থাকে, ‘আমাদের জগতবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের সংবাদ পেত তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতনা এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : ‘তোমরা নিশ্চিত থাক। আমি জগতবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছে দিব।’ তাই আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/২৬৫) কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়া শহীদগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ৭/৩৮৯, ৩৯০)

আবু বাকর ইবন মিরদুওয়াই (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে বলেন : ‘হে যাবির! তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে চিন্তিত দেখছি?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর উপর অনেক ঋণের বোঝা রয়েছে। তা ছাড়া আমার বহু ছোট ভাই-বোনও রয়েছে। তিনি বললেন :

‘জেনে রেখ, আল্লাহ তা‘আলা যার সঙ্গে কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকেই বলেছেন। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি মুখোমুখী হয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বলেছেন : ‘তুমি আমার নিকট চাও। যা চাইবে তা’ই আমি তোমাকে দিব।’ তোমার বাবা বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে আসতে পারি।’ মহা সম্মানিত আল্লাহ তখন বলেছেন, ‘এ কথা তো আমি পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে রেখেছি যে, কেহই এখান হতে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাবেনা।’ তখন তোমার পিতা বলেন, ‘হে আমার প্রভু! আমার পরবর্তীদেরকে তাহলে আপনি এ মর্যাদার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (বাইহাকী ৩/২৯৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘শহীদগণ জান্নাতের দরজার কাছে নদীর ধারে সবুজ তাবুর মধ্যে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের নিকট জান্নাতী খাবার পৌঁছে যায়।’ (আহমাদ ১/২৬৬, তাবারী ৭/৩৮৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম। হাদীসটির বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শহীদদের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। তাদের কেহ জান্নাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন এবং কেহ কেহ জান্নাতের দরজার কাছে প্রবাহিত নদীর কাছে অবস্থান করবেন। আবার এও হতে পারে যে, সমস্ত শহীদগণের আত্মা বা রুহ জান্নাতের ঐ নদীর কাছে একত্রিত করা হয় এবং রাত্রি-দিন তাদেরকে খাদ্য প্রদান করা হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ‘মু’মিনদের জন্য সুখবর’ অধ্যায়ে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে এবং জান্নাতের ফল থেকে আহার করবে। জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করবে এবং আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য জান্নাতে যে, নি‘আমাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন তা দেখে আনন্দিত ও উৎফুল্লিত হবে। এ হাদীসটি সর্বজন স্বীকৃত এবং চার ইমামগণের তিন ইমাম একে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফীঈ (রহঃ) থেকে, তিনি মালিক ইব্ন আনাস আল আশবুহি (রহঃ) থেকে, তিনি যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইব্ন কা‘ব ইব্ন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মু’মিন বান্দাদের আত্মাসমূহকে পাখি করে জান্নাতে গাছের শাখায় খাদ্য প্রদান করা হয়, যতদিন না কিয়ামাত দিবসে ফাইসালা করার জন্য তাদের রুহসমূহকে তাদের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। (আহমাদ ৩/৪৫৫)

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, মু'মিন বান্দাদের আত্মা পাখির আকারে জান্নাতে অবস্থান করছে। আর শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির আকারে জান্নাতে রয়েছে, যাদেরকে অন্য আত্মার সাথে তুলনা করা যেতে পারে উজ্জ্বল তারকার সাথে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ এ শহীদগণ যেসব সুখ ও শান্তির মধ্যে রয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং তাদের নিকট এটাও খুশির বিষয় যে, তাদের বন্ধু যারা তাদের পরে আল্লাহর পথে শহীদ হবে ও তাদের নিকট আগমন করবে, আগামীর জন্য তাদের কোন ভয় থাকবেনা এবং তারা যা দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছে তজ্জন্যে তাদের কোন দুঃখ হবেনা।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকেও জান্নাত দান করুন! সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বীরে মাউ'নার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন সত্তর জন সাহাবী। তারা সবাই একই দিন সকালে কাফিরদের তরবারীর আঘাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাদের হত্যাকারীদের জন্য এক মাস পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতে 'কুনুতে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ দু'আ করেন এবং তাদেরকে অভিশাপ দেন। আনাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের ব্যাপারেই কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, 'আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' (ফাতহুল বারী ৭/৪৪৫, মুসলিম ১/৪৬৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

تَارَا يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ তারা আল্লাহর নি'আমাত ও অনুগ্রহ লাভ করার দরুন আনন্দিত হয়, আর এ জন্যও আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেননা।' আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি (৩ : ১৭১) সমস্ত মু'মিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য, শহীদ হোক আর নাই হোক। এরূপ খুব কম স্থানই রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীগণের মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পর মু'মিনদের প্রতিদানের বর্ণনা না করেন।

হামরাউল আসাদ বা বী'রে আবু উআইনার যুদ্ধ

অতঃপর ঐ খাঁটি মু'মিনদের প্রশংসামূলক বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা 'হামরা-ই আসাদের' যুদ্ধে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বিপদাপন্ন করেছিল, অতঃপর তারা বাড়ীর দিকে প্রস্থান করেছিল। কিন্তু পরে তাদের ধারণা হয় যে, সুযোগ খুব ভাল ছিল। মুসলিমরা পরাজিত হয়েছিল এবং আহতও হয়েছিল, আর তাদের বড় বড় বীর পুরুষেরা শহীদও হয়েছিল। কাজেই তাদের মতে তারা একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করলেই ফাইসালা হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে বলেন : 'তোমরা আমার সাথে চল। আমরা মুশরিকদের পিছনে ধাওয়া করব যেন তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন জেনে নেয় যে, মুসলিমরাও শক্তিশীল হয়নি। তিনি শুধু তাদেরকেই সাথে নিয়েছিলেন যারা উহদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া তিনি শুধু যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়েছিলেন। ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন।

ইকরিমাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন মুশরিকরা উহদ হতে প্রত্যাবর্তন করে তখন পথে তারা চিন্তা করে পরস্পর বলাবলি করে, 'না তোমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করলে, না মুসলিমদের স্ত্রীদেরকে বন্দী করলে। দুঃখের বিষয় তোমরা কিছুই করনি। চল, ফিরে যাই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তারা সব প্রস্তুত হয়ে যান এবং মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অবশেষে তারা হামরাউল আসাদ বা 'বী'রে আবি উয়াইনা' পর্যন্ত পৌঁছেন। মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং 'আচ্ছা, আগামী বছর দেখা যাবে' এ কথা বলে তারা মাক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মাদীনায ফিরে আসেন। এটাকেও একটি পৃথক যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ

যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও

রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান। এ পবিত্র আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে। (নাসাঈ ১১০৮৩)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) উরওয়াহকে (রহঃ) বলেন, ‘হে ভাগ্নে! তোমার পিতাগণ ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭২) অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যুবায়ের (রাঃ) ও সিদ্দীক (রাঃ)। উহদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুশরিকরা সামনে অগ্রসর হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণা হয় যে, না জানি এরা পুনরায় ফিরে আসে। তাই তিনি বলেন : ‘তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?’ এ কথা শোনা মাত্রই সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু বাকর (রাঃ) এবং একজন ছিলেন যুবায়ের (রাঃ)। এ বর্ণনাটি একমাত্র ইমাম বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪০৭৭)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

إِيمَانًا ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর শত্রুরা মুসলিমদেরকে হত্যা করার জন্য শত্রুদের সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তারা ধৈর্যের পর্বতরূপে সাব্যস্ত হয়েছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তাদের আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَعَلَى اللَّهِ**

تَوَكَّلْنَا এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কালেমাটি ঐ সময় পাঠ করেছিলেন যখন মানুষ তাঁকে ভীষণ ও কাপুরুষ কাফির সৈন্যদের হতে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। (ফাতহুল বারী ৮/৭৭)

আবু বাকর ইবন মিরদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহদের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির সৈন্যদের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, ‘ঐ নির্ভরশীলদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক। যারা অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করত তাদেরকে

আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন। মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই স্বীয় শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কাফিরেরা স্বীয় ষড়যন্ত্রে অকৃতকার্য হয়। মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা তারা সন্তুষ্টির কাজই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বড়ই গৌরবময়। ইবন আব্বাসের (রাঃ) মতে নি'আমাত ছিল এই যে, তারা নিরাপদে ছিল এবং ফযল ছিল যে, তখন ছিল হাজ্জের মৌসুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণিকদের এক যাত্রীদলের নিকট হতে মাল ক্রয় করেন যাতে বহু লাভ হয় এবং ঐ লভ্যাংশ তিনি স্বীয় সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/৩১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ

মাধ্যমে তোমাদেরকে হুমকি দিয়েছিল, তাদেরকে ভয় না করাই তোমাদের কর্তব্য। বরং একমাত্র আমার ভয়ই অন্তরে জাগিয়ে রাখ। কেননা ঈমানদারীর শর্ত এই যে, যখন কেহ ভয় প্রদর্শন করবে বা ধমক দিবে এবং ধর্মীয় কাজে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করবে তখন মুসলিম আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করবে, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই সাহায্যকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৬) শেষে বলেন :

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

বল : আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৮) অন্যস্থান রয়েছে :

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

সুতরাং তোমরা শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শাইতানের কৌশল দুর্বল। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

তারা শাইতানেরই দল। সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ২১) অন্য স্থানে রয়েছে :

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪০) আর এক স্থানে বলেন :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهُدُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

‘নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওয়র আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫১-৫২)

১৭৬। আর যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তুমি তাদের জন্য বিষন্ন হয়োনা; বস্তুতঃ তারা আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা; আল্লাহ তাদের জন্য আখিরাতে কোন কল্যাণ ইচ্ছা করেননা এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

۱۷۶. وَلَا تَحْزَنْكَ الَّذِينَ
يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن
يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ
أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزًّا فِي الْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

১৭৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবেনা এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

১৭৭. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৭৮। অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

১৭৮. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

১৭৯। সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গায়িবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা, তবে তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস কর। এবং যদি বিশ্বাস কর ও ভাল 'আমল কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে

১৭৯. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ

মহা পুরস্কার ।	<p>وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ</p>
<p>১৮০। আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন তদ্বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে উত্থান দিবসে ওটাই তাদের কষ্ট-নিগড় হবে; এবং আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং যা তোমরা করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন ।</p>	<p>১৮০. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ</p>

রাসূলকে (সাঃ) শান্তনা প্রদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন বলে কাফিরদের পথভ্রষ্টতা তাঁর নিকট খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। যেমন তারা কুফরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁকে এটা হতে বিরত রাখছেন এবং বলছেন, ‘এরই মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিপুণতা রয়েছে।

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ হে নাবী! তাদের কুফরী তোমার বা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এসব লোক তাদের পরকালের অংশ ধ্বংস করছে এবং নিজেদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের

বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। সুতরাং তুমি তাদের জন্য দুঃখ করনা।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমার নিকট এও নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে তারাও আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনা বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যত্নগণাদায়ক শাস্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যে কাফিরদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছেন এ জন্য তাদের অহংকারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে :

أُحْسِبُونَ أَنَّكُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ (৫৬) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সম্ভান-সম্পত্তি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু‘মিনুন. ২৩ : ৫৫-৫৬) অন্য জায়গায় রয়েছে :

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبْ بِهِذَا الْاَحْذِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا
يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ : ৪৪) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا
وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

আর তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্পত্তি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরী অবস্থায়ই বের হয়ে যায়। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৮৫) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

এটা মীমাংসিত ব্যাপার যে, কতগুলি পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর

বন্ধু ও শত্রুকে যাচাই-বাছাই ও প্রকাশ করে দিতে চান যাতে ধৈর্যশীল মু'মিন ও পাপী মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জেনে নিচ্ছেন যে, তাদেরকে যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ঈমানের ব্যাপারে কে দৃঢ়, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও স্থির প্রতিজ্ঞ। তিনি আরও জেনে নিতে চান যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কে কতখানি বাধ্য। এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের প্রতি মুনাফিকদের অবজ্ঞা, জিহাদ হতে পশ্চাতপসারণ এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাই বলেন : আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি পবিত্রতা হতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্যন্ত তারা যার উপর আছে, তদবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে পরিত্যাগ করবেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিক ও মুসলিমদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। (তাবারী ৭/৪২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, জিহাদ ও হিজরাতের মাধ্যমে আল্লাহ ইহা প্রকাশ করে দিয়েছেন। (তাবারী ৭/৪২৪)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ** তোমরা আল্লাহর অদৃশ্যকে জানতে পারনা। তবে তিনি এমন কারণ সৃষ্টি করে থাকেন যার ফলে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে চান এ জন্য মনোনীত করে থাকেন। যেমন এক জায়গায় রয়েছে :

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَن آرَتْصَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। (সূরা জিন, ৭২ : ২৬-২৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ তোমরা আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অর্থাৎ তাঁদের আনুগত্য স্বীকার কর, শারীয়াতের অনুসারী হও এবং জেনে রেখ যে, ঈমান ও আল্লাহভীরুতার ব্যাপারে তোমাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।

কৃপণতার ব্যাপারে নাসীহাত

ইরশাদ হচ্ছে : **وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُمْ** কৃপণ ব্যক্তি যেন তার ধন-সম্পদকে তার জন্য মজল মনে না করে, বরং ওটা তার জন্য চরম ক্ষতিকর। ধর্মের ব্যাপারে তো ক্ষতিকর বটেই, এমন কি কোন কোন সময় দুনিয়ায়ও ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। **خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ** এর পরিণাম এই যে, ঐ কৃপণের সম্পদ **سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** কিয়ামাতের দিন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে যদি ঐ সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামাতের দিন টেকো মাথা বিশিষ্ট এবং চোখের উপর দু’টি কালো চিহ্নযুক্ত বিষাক্ত পুরুষ সাপ হয়ে গলাবন্ধের ন্যায় তার গলায় জড়িয়ে যাবে। অতঃপর তার গালে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, ‘আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভাণ্ডার।’ এরপর তিনি এ আয়াতটি (৩ : ১৮০) পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাকারীদের ক্রমিক ধারার মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৫/১০৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে তার সম্পদের উপর প্রদেয় যাকাত সঠিকভাবে আদায় করেনা (কিয়ামাত দিবসে) ঐ সম্পদ টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত পুরুষ সাপে পরিণত হয়ে তার পিছু ধাওয়া করবে। ঐ লোকটি ঐ সাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দৌড়াতে থাকবে, সাপটিও তার পিছু ধাওয়া করবে এবং বলতে থাকবে : আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) পাঠ করেন, তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করছে কিয়ামাত দিবসে ওটাই হবে তাদের কণ্ঠ নিগড়। (আহমাদ ১/৩৭৭, তিরমিযী ৮/৩৯৩, নাসাঈ ৬/৩১৭, ইব্ন মাজাহ ২/৫৬৮)। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে :

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ আল্লাহই হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী। তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা হতে তাঁর নামে কিছু খরচ কর। সমস্ত কিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমরা দান করতে থাক, যেন কিয়ামাতের দিন তা কাজে লাগে এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের কথা এবং সমস্ত কাজের আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণ খবর রাখেন।’

১৮১। অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও তারা ধনবান; তারা যা বলছে এবং তাদের অন্যায়ভাবে নাবীগণকে হত্যা করা আমি লিপিবদ্ধ করব; এবং তাদেরকে বলব : তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।

১৮১. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

১৮২। এটা তা‘ই যা তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী নন তাদের প্রতি, যারা তাঁকে সেবা করে।

১৮২. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

১৮৩। যারা বলে থাকে, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন - অগ্নি যা গ্রাস করে, আমাদের জন্য এমন কুরবানী আনয়ন না করা পর্যন্ত আমরা যেন কোন নাবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি; তুমি বল : নিশ্চয়ই আমার পর্বে সমজ্জল নিদর্শনাবলী

১৮৩. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ إِلَيْنَا إِلَّا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن

<p>এবং তোমরা যা বল তৎসহ রাসূলগণ আগমন করেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে?</p>	<p>قَبْلِي بِالْيَمِينِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمْ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ</p>
<p>১৮৪। অতঃপর যদি তারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল, যারা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন করেছিল।</p>	<p>۱۸۴. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْيَمِينِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ</p>

মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর সতর্ক বাণী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ‘আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিতে পারে এমন কে আছে? এবং তিনি তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ করে প্রদান করবেন’ এ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন ইয়াহুদীরা বলতে আরম্ভ করে, ‘হে নাবী! আপনার প্রভু কি দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং এ জন্যই কি তিনি স্বীয় বান্দাদের নিকট কর্জ যাপ্তগ করছেন?’ তখন **لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاءُ** (অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও তারা ধনবান) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা ইয়াহুদীদের বিদ্যালয়ে গমন করেন। ফানহাস নামে সেখানে একজন বড় শিক্ষক ছিল এবং তার অধীনে আশী’ নামক একজন বড় আলেম ছিল। সেখানে জন-সমাবেশ ছিল। তিনি তাদের ধর্মীয় আলোচনা শুনছিলেন। তিনি ফানহাসকে সম্বোধন করে বলেন, ‘হে ফানহাস! আল্লাহকে ভয় করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

কর। তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট হতে সত্য এনেছেন। তাঁর গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত আছে যা তোমাদের হাতেই বিদ্যমান রয়েছে।’ ফানহাস তখন উত্তরে বলে, ‘হে আবু বাকর (রাঃ) শুনুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী নই। আমরা তাঁর নিকট ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিনা যেমন তিনি আমাদের নিকট কাকুতি মিনতি করেন। আমরা তাঁর নিকট মোটেই মুখাপেক্ষী নই। কারণ আমরা ধনবান। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেননা, যেমন আপনাদের নাবী বলছেন। আল্লাহতো আমাদেরকে সুদ হতে বিরত রাখতে চাচ্ছেন, অথচ নিজেই সুদ দিতে চাচ্ছেন। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে আমাদেরকে সুদ দিতে চাবেন কেন?’ এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফানহাসের মুখে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, ‘যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমাদের ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের চুক্তি না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমার মত আল্লাহদ্রোহীর মাথা কেটে নিতাম।’ ফানহাস সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে আবু বাকরের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। তিনি আবু বাকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘তাকে মেরেছেন কেন?’ আবু বাকর (রাঃ) তখন ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ফানহাস চালাকি করে বলে, ‘আমি তো ঐরূপ কথা মোটেই বলিনি।’ সে সম্বন্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবের ঐ ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন যে, তারা বলত :

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَا نُوْمِنُ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يٰٓاْتِنَا بِقُرْءٰنٍ

يَسُٔبُ الْاَسْمٰنِيَّ كِتٰبَ الْاَلٰهِ تٰٓاْتٰهُمُ النَّارُ তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করি যে পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে এ অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন না করবেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন কিছু কুরবানী করবে, তার সেই কুরবানী খেয়ে নেয়ার জন্য আকাশ হতে আল্লাহ-প্রেরিত আগুন এসে তা খেয়ে নিবে। তাদের এই কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছে :

قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنَّ

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ তোমাদের চাহিদা মত অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী নাবীগণ

নিদর্শন ও প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তথাপি তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে কেন? তাঁদেরকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ মু'জিয়াও দিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহীত কুরবানীকে আসমানী আগুন এসে খেয়ে নিত। কিন্তু তোমরা তাদেরকেও তো সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নাওনি। তোমরা তাঁদেরও বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করেছিলে, এমনকি তাদের কেহ কেহকে হত্যাও করেছিলে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের কথারও কোন মর্যাদা দাওনা। তোমরা সত্যের সাথীও নও এবং নাবীকে সত্য বলে স্বীকার করতেও সম্মত নও। নিশ্চয়ই তোমরা চরম মিথ্যাবাদী'। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন :

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

হে নাবী! তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে বলে তোমার মন ছোট করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী দৃঢ়চিত্ত নাবীগণের ঘটনাবলীকে সান্ত্বনাদায়ক হিসাবে গ্রহণ কর। তারাও স্পষ্ট দলীলসমূহ এনেছিল এবং ভালভাবে নিজেদের সত্যতা প্রকাশ করেছিল। তথাপি জনগণ তাদেরকে অবিশ্বাস করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি।

১৮৫। সমস্ত জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিনে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১৮৫. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ
وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أَجُورَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
مَتَاعُ الْغُرُورِ

১৮৬। অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও তাহলে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত।

۱۸۶. لَتُبْلَوُنَّ فِي
أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ
الَّذِينَ أُشْرِكُوا أَذًى كَثِيرًا
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে

সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টজীবকে জানানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক জীবই মরণশীল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ২৬-২৭) সুতরাং একমাত্র সেই এক আল্লাহই চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী। তিনি কখনও ধ্বংস হবেননা। দানব ও মানব প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে মালাইকা ও আরশ বহনকারীগণও মরণশীল। শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহই চিরকাল বাকী থাকবেন। তাঁর কোন লয় ও ক্ষয় নেই। প্রথমেও তিনিই এবং শেষেও তিনিই থাকবেন। যখন আদমের (আঃ) পৃষ্ঠ হতে যত সন্তান হবার ছিল হয়ে যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সময় শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর সকলেই মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করবে এবং সমস্ত সৃষ্টজীব ধ্বংস হয়ে যাবে, সেই সময় আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কিয়ামাত সংঘটিত হবে।

وإِنَّمَا تُؤَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সেদিন তিনি সকলকেই তাদের ছোট বড়

সমস্ত কাজের প্রতিদান দিবেন। কারও উপর অণু পরিমাণও অত্যাচার করা হবেন। এ কথাই পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

কে সর্বোত্তম বিজয়ী

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ** : (অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতের মধ্যে একটি চারুক বরাবর জায়গা পেয়ে যাওয়া দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। তোমাদের ইচ্ছা হলে (৩ : ১৮৫) এ আয়াতটি পাঠ কর। এ আয়াতের পরবর্তী অংশটুকু ছাড়া এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১০০) আর বেশীটুকুসহ মুসনাদ আবী হাতিম, ইব্ন হিব্বান এবং মুসতাদরাক আল হাকিমেও রয়েছে। (হাদীস নং ৯/২৫২ ও ২/২৯৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাওয়ার ও জান্নাতে প্রবেশ করার যার ইচ্ছা রয়েছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস রাখে এবং জনগণের সাথে সেই ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'

إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ এরপর দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, দুনিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

'তোমরা ইহলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী। (সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৬-১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ

خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

'তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনের উপকারের বস্তু ও সৌন্দর্য; উত্তম ও স্থায়ী তো ওটাই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৬০) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে অঙ্গুলী ডুবালে তার

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানির যে তুলনা পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রূপ'। (মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৪)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'দুনিয়া প্রতারণার একটা বেড়া জাল ছাড়া আর কি, যাকে ছেড়ে তোমাদেরকে বিদায় হতে হবে? যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তাঁর শপথ! এ তো অতিসত্বরই তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যাবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে তৎপর হয়ে যাও এবং সাধ্যনুসারে সাওয়াব অর্জন কর। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কাজ সাধিত হয়না।'

আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন

বলা হয়েছে : تَبْلُوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ (অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে) এখানে মানুষকে পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের দ্বারা পরীক্ষা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫৫) ভাবার্থ এই যে, মু'মিনের পরীক্ষা অবশ্যই হয়ে থাকে। কখনও জীবনের উপর, কখনও অর্থের উপর, কখনও পরিবারের উপর এবং কখনও অন্য কিছুর উপর, মুত্তাকীর স্তরের তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে খুব বেশি ধর্মভীরু তার পরীক্ষা বেশি কঠিন হয়। আর যার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে তার পরীক্ষা হালকা হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণকে (রাঃ) সংবাদ দিচ্ছেন :

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى

كَثِيرًا বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক কথা শুনতে হবে।' তারপর তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন :

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ সে সময় তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়া খুব কঠিন কাজই

বটে'। উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গাধার উপর আরোহণ করে উসামাকে (রাঃ) পিছনে বসিয়ে বানু হারিস আল খায়রাজ গোত্রের রোগাক্রান্ত সা'দ ইব্ন উবাদাহকে (রাঃ) দেখার জন্য গমন করেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথে একটি জনসমাবেশ দেখা যায়, যেখানে মুসলিম, ইয়াহুদী ও মুশরিক সবাই উপস্থিত ছিল। ওর মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলও ছিল। তখন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে কুফরীর সঙ্গেই রঞ্জিত ছিল। মুসলিমদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাওয়ারী হতে ধূলোবালি উড়তে থাকলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলে : 'ধূলা উড়াবেননা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদেরকে তিনি কুরআনুল হাকীমের কয়েকটি আয়াতও পাঠ করে শোনান। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলল : জনাব! আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম বাক্য আর হতে পারেনা। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাদের এ জনসমাবেশে বিরক্ত করবেননা। আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান এবং সেখানে যে যাবে তাকে আপনি আপনার গল্প শোনাবেন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করবেন। আপনার কথা শোনার তো আমাদের চাহিদা আছেই।' মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীদের মধ্যে তখন হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। একে অপরকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবারও উপক্রম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝানোর ফলে অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনি স্বীয় সোয়ারীর উপর আরোহণ করে সা'দের (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে সা'দকে (রাঃ) বলেন : 'হে সা'দ! আবু হুবাব তো (আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই) আজ এরূপ এরূপ করেছে।' সা'দ (রাঃ) বলেন, 'এরূপ হতে দিন! ক্ষমা করুন! যে আল্লাহ আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনার সঙ্গে তো তার চরম শত্রুতা রয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা এখানকার মানুষ তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছিল এবং তার জন্য নেতৃত্বের পাগড়ী তৈরীরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় নাবী করে পাঠিয়ে দেন। জনগণ আপনাকে নাবী বলে স্বীকার করে নেয়। সুতরাং তার নেতৃত্ব চলে যায়। ফলে সে চরম দুঃখিত হয়। এ জন্যই সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যা সে বলেছে বলেছেই। আপনি তার কথার উপর

গুরুত্ব দিবেননা।’ অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসই ছিল। তার সাহাবীগণও ইয়াহুদী ও মুশরিকদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের উপর আমল করতেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে (৩ : ১৮৬) তিনি অন্যত্র বলেন :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়ার পর তিনি সকলের জন্য দু‘আ/প্রার্থনা করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রথম বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে কাফিরদের নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের এই অগ্রগতি দেখে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ ও নিজেদেরকে বাহ্যতঃ মুসলিমরূপে পরিচিত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকেনা। (বুখারী ৪৫৬৬, মুসলিম ১৭৯৮) সুতরাং এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক হক পন্থী, যারা মানুষকে সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে তাদের উপর অবশ্যই বিপদ-আপদ এসে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে এসব বিপদাপদ সহ্য করা, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা মু‘মিনদের একান্ত কর্তব্য।

১৮৭। আর যখন আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন,

۱۸۷. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ

তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর।

لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

১৮৮। যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং তারা যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসা প্রার্থী এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

۱۸۸. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ
تُحَمَّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا
تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৮৯। আল্লাহরই জন্য নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

۱۸۹. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও সত্য গোপন করার জন্য আহলে কিতাবীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার

এখানে আল্লাহ তা‘আলা গ্রন্থধারীদেরকে তিরস্কার করছেন যে, নাবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে তাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল তা হচ্ছে তারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর বর্ণনা

ও আগমন সংবাদ জনগণের মধ্যে প্রচার করবে, তাদেরকে তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে। অতঃপর যখন তিনি আগমন করবেন তখন তারা খাঁটি অন্তরের সাথে তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা ঐ অঙ্গীকারকে গোপন করেছে এবং এটা প্রকাশ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে মঙ্গলের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছিল ওর পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্য পুঁজির মোহে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের এ ক্রয়-বিক্রয় জঘন্য হতে জঘন্যতর। এতে আলেমদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ওদের মত না হন এবং সত্য বিষয় গোপন না করেন। নচেৎ তাদেরকেও ঐ শাস্তি ভোগ করতে হবে যে শাস্তি ঐ কিতাবীদেরকে ভোগ করতে হয়েছিল এবং তাঁদেরকেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়তে হবে যেমন ঐ কিতাবীদেরকে পড়তে হয়েছিল। সুতরাং উলামায়ে কিরামের উপর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যে উপকারী ধর্মীয় শিক্ষা তাদের মধ্যে রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তা যেন তারা ছড়িয়ে দেন এবং কোন কথা গোপন না করেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তিকে কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।’ (তাবারানী ৮/৪০১)

যে যা করেনি সেই জন্য প্রশংসা পেতে চাওয়া লোকদেরকে তৎসনা করা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا (যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং তারা যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসা প্রার্থী এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত) এ আয়াতে রিয়াকারদেরকে নিন্দা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করে অধিক যাব্ধগ করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে আরও কমিয়ে দিবেন। (বুখারী ৬১০৫, মুসলিম ১/১০৪) সহীহ মুসলিমের অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি যা করেনি তা করার কৃতিত্ব দাবীকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মিথ্যা দাবী করে আদায় করা দু‘প্রস্থ কাপড় পরিধান করল। (মুসলিম ২১২৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একদা মারওয়ান স্বীয় দারোয়ান রাফি'কে বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যাও এবং তাঁকে বল, 'স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কাজের উপর প্রশংসা প্রার্থীকে যদি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা শাস্তি প্রদান করেন তাহলে আমাদের মধ্যে কেহ মুক্তি পেতে পারেনা।' আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ওর উত্তরে বলেন, 'এ আয়াতের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? এটা তো কিতাবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' অতঃপর তিনি **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ** হতে এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন তারা ওর ভুল উত্তর দিয়েছিল এবং বাইরে এসে আনন্দ প্রকাশ করে যে, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। আর সাথে সাথে তাদের এ বাসনাও হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রশংসা করবেন এবং তারা যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন রেখেছিল এতেও তারা সন্তুষ্ট ছিল। উল্লিখিত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (আহমাদ ১/২৯৮, ফাতহুল বারী ৮/৮১, মুসলিম ৪/২১৪৩, তিরমিযী ৮/৬৬, নাসাই ৬/৩১৮)

সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে এও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকত, সঙ্গে যেতনা। অতঃপর তারা যুদ্ধ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করত। তারপর যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসতেন তখন তারা সত্য-মিথ্যা ওয়র পেশ করত এবং শপথ করে করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের ওয়রের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইত। আর তারা এ বাসনা রাখত যে, তারা যে কাজ করেনি তার জন্যও যেন তাদের প্রশংসা করা হয়। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বুখারী ৪৫৬৭, মুসলিম ২৭৭৭) আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ (হে নাবী!) তাদেরকে তুমি শাস্তি হতে বিমুক্ত মনে করনা। তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে এবং সে শাস্তিও হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপরে ইরশাদ হচ্ছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই অধিপতি এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করনা। তাঁর ক্রোধ হতে

নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা কর। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কেহই নেই এবং তাঁর চেয়ে বেশি ক্ষমতাও কারও নেই।

১৯০। নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

১৯০. إِنِّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ

১৯১। যারা দশায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে : হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন!

১৯১. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

১৯২। হে আমাদের রাব্ব! আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করান, ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং অত্যাচারীদের জন্য কেহই সাহায্যকারী নেই।

১৯২. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ
النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ^ع وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنْصَارٍ

<p>১৯৩। হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; হে আমাদের রাব্ব! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন।</p>	<p>۱۹۳. رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ</p>
<p>১৯৪। হে আমাদের রাব্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেননা। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননা।</p>	<p>۱۹۴. رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ</p>

আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাসীদের পরিচয়

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত সৃষ্টবস্তু, ভূমণ্ডলের মত নিম্ন, শক্ত ও লম্বা চওড়া সৃষ্টবস্তু, তারপরে আকাশের বড় বড় নিদর্শনাবলী, যেমন গতিশীল ও একই জায়গায় স্থিতিশীল তারকারাজি, ভূপৃষ্ঠের বড় বড় সৃষ্টি যেমন পাহাড়, জঙ্গল,

বৃক্ষ-ঘাস, ক্ষেত, ফল এবং বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু, খনিজ দ্রব্য, পৃথক পৃথক স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফলসমূহ ইত্যাদি মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার এসব নিদর্শন কি বিবেক সম্পন্ন মানুষকে তাঁর পরিচয় প্রদান করে তাঁর পথে চালিত করতে পারেনা? আরও নিদর্শন অবলোকন করার প্রয়োজন বাকী থাকবে কি? অতঃপর দিন-রাতের গমনাগমন এবং ঐ গুলির হ্রাস-বৃদ্ধি, তারপর আবার সমান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এসব কিছু সেই মহান পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ জন্যই এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, ‘এগুলির মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে, যাদের আত্মা পবিত্র এবং যারা প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত। তারা নিরেট লোকদের মত অন্ধ ও বধির নয়’। যেমন অন্য জায়গায় ঐ মূর্খ/নিরেটদের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে :

وَكَايْنِ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৫-১০৬) এখন ঐ জ্ঞানবানদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ তারা উঠতে, বসতে, শোয়া অবস্থায় সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমরান ইব্ন হুসাইনকে (রাঃ) বলেন : ‘দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। ক্ষমতা না হলে বসে আদায় কর। এতেও অক্ষম হলে শুইয়ে আদায় কর।’ (ফাতহুল বারী ২/৬৮৪) অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন থেকনা। অন্তরে ও মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। এ লোকগুলো আকাশ ও যমীনের উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং ঐগুলোর নিপুণতার বিষয়ে চিন্তা করে, যেগুলো সেই এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা, নিপুণতা ও করুণার পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর নিদর্শন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও দয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ সমস্ত লোকদেরকে ভৎসনা করেন যারা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনা,

যাতে রয়েছে তাঁর একাত্মবাদের পরিচয়, তাঁর মহানত্বতা, শাসনকার্যের একক ক্ষমতা এবং অন্যান্য নিদর্শন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَكَايْنٍ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُم بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৫-১০৬)

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা সৃষ্ট ও বিশ্বজগত হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে এবং তিনি ঐ লোকদেরকে নিন্দা করছেন যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করেনা। মু‘মিনদের প্রশংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা উঠতে-বসতে এবং শুইতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে বলে, হে আমাদের রাক্ব! আপনি এগুলিকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং সৎ আমলকারীদেরকে তাদের সাওয়াবের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। অতঃপর তারা আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতার বর্ণনা করে বলে :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ হে আল্লাহ! কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি হতে আপনি পবিত্র। হে সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং হে সারা বিশ্বের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী! হে দোষত্রুটি হতে মুক্ত সত্তা! আমাদেরকে স্বীয় ক্ষমতা বলে এমন কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন যার ফলে আমরা আপনার কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারি এবং আমাদেরকে এমন দানে ভূষিত করুন যার ফলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা আরও বলে :

رَبَّنَا اِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اُخْرِيتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ হে আমাদের প্রভু! যাকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তাকে তো আপনি ধ্বংস করে দিবেন, সে লাক্ষিত ও অপদস্থ হবে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাদেরকে না কেহ ছাড়িয়ে নিতে পারবে, না কেহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, আর না আপনার ইচ্ছাকে টলাতে পারবে। হে আমাদের প্রভু! আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে ডেকেছেন।’ এ আহ্বানকারী

দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি মানবমণ্ডলীকে বলেন : **أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا** তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁর কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং অনুগত হয়েছি।

رَبَّنَا فَاعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ সুতরাং আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও অনুগত্যের কারণে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত করে আমাদেরকে সৎ আমলকারীদের সাথে মৃত্যু দান করুন। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন।’

হাদীসসমূহ দ্বারা এও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য গাত্রোত্থান করতেন তখন তিনি সূরা আলে ইমরানের এ শেষ দশটি আয়াত পাঠ করতেন। যেমন সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘আমি একদা আমার খালা মাইমুনার (রাঃ) ঘরে রাত্রি যাপন করি। মাইমুনা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে এসে কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলেন। অতঃপর তিনি ঘুমুতে চলে যান। শেষ এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি উঠে পড়েন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে **فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ** হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করে উষ্ম করেন এবং এগারো রাক‘আত সালাত আদায় করেন। বিলালের (রাঃ) ফাজরের আযান শুনে ফাজরের দু’ রাক‘আত সুন্নাত আদায় করেন। অতঃপর মাসজিদে গমন করে জনগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, মুসলিম ১/৫৩০)

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ের নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যেতে পারে: ‘আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট ‘আতা (রহঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) এবং উবায়দ ইব্ন উমায়ের (রহঃ) আগমন করেন। তাঁর ও তাঁদের মাঝে পর্দা ছিল। আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ‘উবায়দ! তুমি আসনা কেন?’ উবায়দ (রহঃ) উত্তরে বলেন, শুধুমাত্র কোন একজন কবির কবিতার জন্য যাতে বলা হয়েছে : ‘সাক্ষাৎ কম কর, তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে’ এ উক্তি কারণে। ইব্ন উমার (রাঃ)

বলেন, ‘এসব কথা ছেড়ে দিন। আপনার নিকট আমাদের আগমনের কারণ এই যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজটি আপনার নিকট বেশি বিস্ময়কর মনে হত?’ আয়িশা (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, ‘তঁার সমস্ত কাজই বিস্ময়াবিভূত ছিল। আচ্ছা, একটি ঘটনা শোন। একদা রাতে আমার পালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন : ‘হে আয়িশা! আমার রবের ইবাদাত করার জন্য আমাকে যেতে দাও।’ আমি বলি, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য কামনা করি এবং এও কামনা করি যে, আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদাত করেন।’ তিনি উঠে পড়েন এবং একটি মশক হতে পানি নিয়ে হালকা উষু করেন। এরপর সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তারপরে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং এত কাঁদেন যে, তাঁর শাশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সাজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি ভিজে যায়। তার পরে তিনি কাত হয়ে শুইয়ে পড়েন এবং কাঁদতেই থাকেন। অবশেষে বিলাল (রাঃ) এসে সালাতের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁর নয়নে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কাঁদছেন কেন?’ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ তিনি বলেন : ‘হে বিলাল! আমি কাঁদবো না কেন? আজ রাতে আমার উপর **عَنِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।’ অতঃপর তিনি বলেন : ‘ঐ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে এটা পাঠ করে অথচ ঐ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করেনা।’

১৯৫। অতঃপর তাদের রাব্ব তাদের জন্য ওটা স্বীকার করলেন এবং বললেন : আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীর কৃতকর্ম ব্যর্থ করবনা, তোমরা পরস্পর এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ করেছে অথবা স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে ও

১৯৫. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا

আমার পথে নির্ধাতিত হয়েছে এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত হয়েছে - নিশ্চয়ই তাদের জন্য আমি তাদের অমঙ্গলসমূহ অপসারণ করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী নদীসমূহ প্রবাহিত; এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রতিদান এবং আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল করেন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَاسْتَجَابَ لَهُمْ সূত্রাং তাদের রাব্ব তাদের প্রার্থনা কবুল করলেন। সাঈদ ইব্ন মানসুর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামাহর (রাঃ) পরিবারের এক ব্যক্তি বলেন : উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের হিজরাত করার ব্যাপারে আল্লাহ কি কোন আয়াত নাযিল করেননি? তখন আল্লাহ এই আয়াতটি (৩ : ১৯৫) নাযিল করেন।

উম্মে সালামাহ (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : কুরআন কারীমে কোথাও আল্লাহ তা‘আলা মহিলাদের হিজরাতের কথা বলেননি এর কারণ কি? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আনসারগণ বলেন, ‘সর্বপ্রথম যে মহিলাটি হাওদায় চড়ে আমাদের নিকট হিজরাত করে এসেছিলেন তিনি উম্মে সালামাই (রাঃ) ছিলেন। আনসারগণ বলেন যে, উম্মে সালামা (রাঃ) হলেন ঐ মহিলা যিনি প্রথম হিজরাত করেছেন। (সাঈদ ইব্ন মানসুর ৩/১১৩৬) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি তার মুসতাদরাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন : সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ, কিন্তু তারা (ইমাম বুখারী ও মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম

২/৩০০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, 'আমি কোন কর্মীর কৃতকর্ম বিনষ্ট করিনা। বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে পুরুষই হোক বা মহিলাই হোক। সাওয়াব ও কাজের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে, কাফিরদের দেশ হতে হিজরাত করে, আল্লাহর নামে ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা; তারা জনগণের কোন ক্ষতি করেনি, যার ফলে তারা তাদেরকে ধমকাচ্ছে। বরং তাদের দোষ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেয়া হয়েছে'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

تُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

(তারা) রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ : ১) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরুজ, ৮৫ : ৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা জিহাদও করেছে এবং শহীদও হয়েছে। এটা অতি উচ্চ পদমর্যাদা যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে, সোয়ারী কর্তিত হচ্ছে এবং মুখমণ্ডল মাটি ও রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি ধৈর্যের সাথে, সৎ নিয়াতে বীরত্বের সাথে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করি তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা আমার পাপ ক্ষমা করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি বলেছিলে আবার বলত? লোকটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার উত্তরে বললেন : 'হ্যাঁ, কিন্তু ঋণ ক্ষমা করা হবেনা। এ কথাটি আমাকে জিবরাঈল (আঃ) এখনই বলে গেলেন।' (মুসলিম ৩/১৫০১) তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন :

لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

আমি উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশিত করা যার চতুর্দিকে স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। সেগুলির কোনটিতে দুধ, কোনটিতে মধু, কোনটিতে সুরা এবং কোনটিতে নির্মল পানি রয়েছে। তাছাড়া ঐ সব নি‘আমাতও রয়েছে যা কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, কোন চক্ষু দর্শন করেনি এবং কোন হৃদয় কল্পনাও করেনি। এগুলিই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ হতে প্রতিদান। এটা স্পষ্ট কথা যে, সমস্ত সম্রাটের যিনি সম্রাট তাঁর নিকট হতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতইনা অমূল্য অসীম হবে!

১৯৬। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

১৯৬. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

১৯৭। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অতঃপর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।

১৯৭. مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

১৯৮। কিন্তু যারা স্বীয় রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎ লোকদের জন্য বহুগুণে উত্তম।

১৯৮. لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تِلْكَ أَمْثَلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ

দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের প্রতি হুশিয়ারী এবং উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন :
 هَٰذَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ
 উদ্দামতা, আনন্দ-বিহ্বলতা, সুখ সম্ভোগ এবং জাঁক-জমকের প্রতি দৃষ্টিপাত
 করনা। অতিসত্বরই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু তাদের
 দুষ্কার্যসমূহ শাস্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ সব সুখের
 সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য। এ বিষয়েরই বহু আয়াত কুরআনুল
 হাকীমে রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে :

مَا تَجْتَدِلُ فِيْ ءَايَةِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقْلِيْدُهُمْ فِي الْبَلَدِ

শুধু কাফিরেরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে
 তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ৪)
 অন্য জায়গায় রয়েছে :

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُمْرُغُوْنَ فِي
 الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوْا
 يَكْفُرُوْنَ

বল : যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা। এটা
 দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে
 আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ
 গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৯-৭০) আর এক স্থানে রয়েছে :

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيْظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর
 তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৪)
 অন্যত্র রয়েছে :

فَمَهْلٍ الْكَافِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا.

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ : ১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে :

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সে যা পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে কিয়ামাত দিবসে অপরাধী রূপে হাযির করা হবে? (সূরা কাসাস, ২৮ : ৬১) যেহেতু কাফিরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হল, কাজেই সাথে সাথে মু'মিনদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে :

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
لَهَا فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ এ মুত্তাকী দলটি কিয়ামাতের দিন এমন জান্নাতে প্রবেশ
লাভ করবে যার পার্শ্ব দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ
(রাঃ) বলেন : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক, অথবা
মন্দই হোক। وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ যদি সে সৎ হয় তাহলে তার জন্য
আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম। আর যদি সে অসৎ হয়
তাহলে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও তার পাপরাশি যা তার ইহলৌকিক জীবনে
বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই বৃদ্ধি এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা
করেছেন যে, আবু দারদা (রাঃ) প্রায়ই বলতেন : প্রতিটি মু'মিনের জন্যই মৃত্যু
উত্তম, আর প্রতিটি কাফিরের জন্যও মৃত্যু উত্তম। তোমরা যদি আমার কথা
অবিশ্বাস কর তাহলে আল্লাহর নাযিলকৃত لِلْأَبْرَارِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
আয়াতটি (৩ : ১৯৮) পাঠ কর। (তাবারী ৭/৪৯৬) প্রথমটির দলীল হচ্ছে مَا
অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট যা রয়েছে তা
পুণ্যবানদের জন্য উত্তম।' দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّهِمْ
لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৮) আবু দারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

১৯৯। এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

১৭৭. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

২০০। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।

২০০. يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

আহলে কিতাবদের কিছু লোকের বর্ণনা এবং তাদের পুরস্কার

এখানে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের ঐ দলের প্রশংসা করছেন যারা পূরাপুরি ঈমান এনেছিল। তারা কুরআনুল হাকীমে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস রাখে। তারা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় রেখে তাঁর আদেশ পালনে সদা লিপ্ত থাকে। প্রভুর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে ক্রন্দন করে।

لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেন। তাদের কিতাবে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন করেন। বরং সকলকেই তা অবগত করে তাঁকে স্বীকার করে নিতে উৎসাহিত করে। এরূপ দল আল্লাহ তা'আলার নিকট সাওয়াব প্রাপ্ত হবে, তারা ইয়াহুদীই হোক বা খৃষ্টানই হোক। সূরা কাসাসে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে : আমরা এতে ঈমান আনি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫২-৫৪) অন্য জায়গায় রয়েছে :

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২১) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৯) অন্য স্থানে রয়েছে :

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِئَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

আহলে কিতাবের সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৩) অন্যত্র রয়েছে :

قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয়, তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে : আমাদের রাক্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৭-১০৯) ইয়াহুদীদের মধ্যে এরূপ গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) এবং তার মত আরও কয়েকজন ঈমানদার ইয়াহুদী আলেম। খৃষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিল এবং সত্যের অনুগত হয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে, আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে। এটা

এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮২) এখান হতে

فَأَنْبَهُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

ফলতঃ তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮৫) এ পর্যন্ত। এখন বলা হচ্ছে :

أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ এসব লোক তাদের রবের কাছে বিরাট প্রতিদানের অধিকারী। হাদীসে এও রয়েছে যে, যখন জাফর ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তার সভাসদবর্গের সামনে সূরা মারইয়াম পাঠ করেন তখন তার কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহসহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। (ইব্ন হিশাম ১/৩৫৭) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে বলেন :

‘তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তার জানাযার সালাত আদায় কর।’ অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৭/২৩০, মুসলিম ২/৬৫৭) ইব্ন আবী নায়িহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَإِنَّ

أَهْلَ الْكِتَابِ এ আয়াতটি ঐ সমস্ত আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। (তাবারী ৭/৪৯৯) আব্বাদ ইব্ন মানসুর (রহঃ) বলেন যে, তিনি أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ এ আয়াতাংশের ব্যাপারে হাসান বাসরীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ঐ আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে ছিল, তারা ইসলামকে বুঝত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হওয়ারও তারা সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কাজেই প্রতিদানও তাদেরকে দ্বিগুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেকার ঈমানের এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনার প্রতিদান। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আহলে কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নাবীর উপর ঈমান এনেছে এবং আমার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছে।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৬৯, মুসলিম ১/১৩৪)

এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা। অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা গোপন করেনা, যেমন তাদের মধ্যকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের ঐ অভ্যাস ছিল। বরং ঐলোকগুলো তো ঐ শিক্ষাকে বেশি করে প্রচার করতেন। তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে, **إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ** নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ সত্ত্বর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আদেশ

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا** আমার পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কঠিন অবস্থায়, সহজ অবস্থায়, বিপদের সময়, শান্তির সময় মোট কথা, কোন অবস্থায়ই ওটা পরিত্যাগ করনা। এমনকি প্রাণবায়ু নির্গত হলে যেন ওরই উপর নির্গত হয় এবং ঐ শত্রুদের হতেও ধৈর্য ধারণ কর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর যারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করে থাকে। (তাবারী ৭/৫০২) ইবাদাতের স্থানকে স্থায়ী করা এবং সেখানে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাকে **مُرَابِطَةٌ** বলা হয়। আবার এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করাকেও **مُرَابِطَةٌ** বলে। এটাই আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাহল ইব্ন হানীফ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘বের (রহঃ) উক্তি। সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘এসো, আমি তোমাদেরকে এমন কাজ শিখিয়ে দিই যার ফলে আল্লাহ তা‘আলা পাপ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (১) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে উযু করা, (২) মাসজিদের দিকে গমন করা, (৩) এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। ওটাই হচ্ছে **رَبَاطٌ** ওটাই হচ্ছে **مُرَابِطَةٌ** এবং ওটাই হচ্ছে আল্লাহর পথের প্রস্তুতি গ্রহণ’। (মুসলিম ১/২১৯, নাসাঈ ১/৮৯)

এও বলা হয়েছে যে, رَابِطُونَ শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শত্রুদেরকে ইসলামী শহরে প্রবেশ করতে না দেয়া। এর উৎসাহ দানের ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে এবং সেই জন্য বড় বড় সাওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে সাহল ইব্ন সা'দ আস সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহর উদ্দেশে এক দিনের এ প্রস্তুতি সারা দুনিয়া ও ওর সমুদয় বস্তু হতে উত্তম।' (বুখারী ২৮৯২) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘এক দিন ও এক রাতের জিহাদের প্রস্তুতি এক মাসের পূর্ণ সিয়াম এবং এক মাসের সারা রাতের জাগরণ হতে উত্তম। ঐ প্রস্তুতি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলে সে যত ভাল ভাল কাজ করত সব কিছুরই সে সাওয়াব পেতে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তাকে আহার্য প্রদান করা হবে এবং কাবরের সাওয়াব জওয়াব হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।’ (মুসলিম ১৯১৩)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রস্তুতির কাজে রয়েছে এবং ঐ অবস্থায়ই মারা গেছে তার আমল কিয়ামাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও তাকে কাবরের শান্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে।’ (আহমাদ ৬/২০, আবু দাউদ ৩/২০, তিরমিযী ৫/২৪৯, ইবন হিব্বান ৭/৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঐ চোখের উপর জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং ঐ চোখের উপরেও জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর পথে রাত্রি জাগে।’ (তিরমিযী ১৬৩৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘দিরহাম ও দিনারের দাস এবং বস্ত্রের দাস ধ্বংস হয়েছে। যদি তাকে ইহা দেয়া হয় তাহলে সে খুশি হয় এবং না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়, সে ধ্বংস হয়েছে এবং বিনষ্ট হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির ধ্বংস হোক এবং অপমানিত হোক, তারা যদি কাটাবদ্ধ হয় তাহলে তাদেরকে যেন কেহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে না আসে। জান্নাত তো ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সব সময় তার ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, যে কারণে তার চুল থাকে এলোমেলো এবং পা থাকে ধূলি ধূসরিত। যদি তাকে অগ্রবর্তী দলের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিতই সে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। আর যদি পশ্চাতবর্তী দলের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহলে

সুষ্ঠুভাবেই সে তার দায়িত্ব পালন করবে; সে যদি অনুমতি চায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়না, সে যদি সুপারিশ করে তা গৃহীত হয়না। (বুখারী ২৮৮৬)

আল্লাহ তা‘আলারই সমস্ত প্রশংসা যে, এ আয়াত সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ হাদীসসমূহ বর্ণিত হল। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের উপর আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে আমরা ক্ষান্ত হতে পারিনা। তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে যে, আবু উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে আমীরুল মু‘মিনীন, খালীফাতুল মুসলিমীন উমার ইব্ন খাতাবকে (রাঃ) একটি পত্র লিখেন এবং সেই পত্রে রোমক সৈন্যদের আধিক্য, তাদের যুদ্ধাস্ত্রের অবস্থা এবং তাদের প্রস্তুতির অবস্থা বর্ণনা করেন এবং লিখেন যে, ভীষণ বিপদের আশংকা রয়েছে। উমার (রাঃ) উত্তর পত্র প্রেরণ করেন যাতে আল্লাহর প্রশংসার পরে লিখিত ছিল : ‘মাঝে মাঝে মু‘মিন বান্দাদের উপরেও কঠিন বিপদ-আপদ নেমে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা সেই কঠিন বিপদের পর তাদের পথ সহজ করে দেন। জেনে রেখ যে, দু’টি সরলতার উপর একটি কাঠিন্য জয়যুক্ত হতে পারেনা। লক্ষ্য কর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঘোষণা করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। (তাবারী ৭/৫০৩)

হাফিয ইব্ন আসাকীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের (রহঃ) জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবী সাকিনা (রহঃ) বলেছেন : ‘তারসুস’ নামক স্থানে যখন আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে (রহঃ) বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে দিয়ে এই কবিতাটি লিখিয়ে নেন এবং আমাকে তা ফুযাইল ইব্ন আযাশের (রহঃ) নিকট হস্তান্তর করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন ছিল ১৭০ হিজরী সাল। তাতে লিখা ছিল : ‘হে মাঝা ও মাদীনায় অবস্থান করা ইবাদাতকারী! আপনি যদি আমাদের মুজাহিদগণকে দেখতেন তাহলে আপনি অবশ্যই জানতে পারতেন যে, আপনি ইবাদাতে খেল-তামাশা করছেন মাত্র। এক ঐ ব্যক্তি যার নয়নাশ্রু তার গণ্ডদেশ সিক্ত করে এবং এক আমরা যারা স্বীয় স্কন্ধ আল্লাহর পথে কাটিয়ে দিয়ে নিজেদের রক্তে নিজেরাই গোসল করে থাকি। এক ঐ ব্যক্তি যার ঘোড়া মিথ্যা ও

বাজে কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের ঘোড়া আক্রমণ ও যুদ্ধের দিনেই শুধু ক্লান্ত হয়। আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে আপনাদের জন্য, আর আমাদের জন্য সুগন্ধি হচ্ছে ঘোড়ার খুরের মাটি ও পবিত্র ধূলাবালি। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, আমাদের নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি পৌঁছেছে যা সম্পূর্ণ সত্য, মিথ্যা হতে পারেনা, তা এই যে, যার নাসিকায় সেই আল্লাহর সৈন্যের ধূলাবালিও পৌঁছেছে তার নাসিকায় অগ্নিশিখা যুক্ত জাহান্নামের আগুনের ধূঁয়াও প্রবেশ করবেনা। নিন, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলছে ও সত্য বলছে যে, শহীদ মৃত নয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম বলেন, যখন আমি মাসজিদে হারামে পৌঁছে ফুয়াইল ইব্ন আয়াসকে (রহঃ) এ কবিতাগুলো প্রদর্শন করি তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন, ‘আবু আবদুর রাহমানের উপর আল্লাহ দয়া করুন! তিনি সত্য কথাই বলেছেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ও আমার খুবই মঙ্গল কামনা করছেন।’ অতঃপর আমাকে বলেন, ‘তুমি কি হাদীস লিখে থাক?’ আমি বললাম : জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন : আবু আবদুর রাহমান (রহঃ) আমার কাছে যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন তদুপরিবর্তে উপহার স্বরূপ এ হাদীসটি তাকে দিবে। অতঃপর তিনি লিখতে বলেন : মানসুর ইবনুল মুতামির (রহঃ) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু সালিহ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন একটি ভাল কাজ শিক্ষা দিন যা আমল করলে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সমান সাওয়ার প্রাপ্ত হব। তিনি তখন তাকে বলেন :

‘তোমার মধ্যে কি এ শক্তি আছে যে, তুমি সালাত আদায় করতেই থাকবে, কখনও ক্লান্ত হবেনা এবং সিয়াম পালন করতেই থাকবে এবং কখনও সিয়ামমুক্ত থাকবেনা?’ লোকটি বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর শক্তি কোথায়? আমি তো এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোকটিকে বললেন :

‘যদি তোমার মধ্যে এরূপ শক্তি থাকত এবং তুমি এরূপ করতেও থাকতে তথাপি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারতেনা। তুমি তো এটা জান যে, যদি মুজাহিদের ঘোড়ার দড়ি লম্বা হয়ে যায় এবং সে এদিক ওদিক চড়ে খায় তাহলে তজ্জন্যেও মুজাহিদের সাওয়াব লিখা হয়।’ (আহমাদ ৫/২৩৬) এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন :

وَاتَّقُوا اللَّهَ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব সময়, সব কাজে থাকতে হবে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ’য ইব্ন জাবালকে (রাঃ) যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে বলেন :

‘হে মুয়ায! যেখানেই থাক না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ কোন সাওয়াবের কাজ করবে, যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।’ (তিরমিযী ৬/১২৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেন সুপথ প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে হবে যেন পরকালে যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে তখন সফলকাম হতে পার। (তাবারী ৭/৫১০)

সূরা আলে ইমরানের তাফসীর সমাপ্ত।